উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

২২ আশ্বিন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 9 October 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 139

## এটাই তো নতুন হকিন্স-এ বদলে নেওয়ার সময়

**নীচে দেওয়া ডীলারদের কাছে আপনার পুরনো বাসনপত্রের বদলে পান ₹100 থেকে ₹1000*-এর ক্যাশব্যাক - তা' সে যেকোনো নির্মাণ, যেকোনো সাইজ্-এরই হোক।**

**দার্জিলিং** **বাগডোগরা, বিহার মোড়** পাপুলর স্টোর্স, 9832523209 • **নক্সালবাড়ি, নক্সালবাড়ি বাজার** চারু এন্টারপ্রাইজ, 9932707305 **আলিপুরদুয়ার** **আলিপুরদুয়ার চৌপাট্টি** দে ইলেক্ট্রিক, 9564111487 • **পুরাতন বাজার** ব্যানার্জী অ্যাণ্ড সন্স, 9547004051 • **দুর্গাবাড়ি** শুভম এন্টারপ্রাইজ, 9474432562 • **মারোয়ারি পট্টি** রামকুমার ঘাসিরাম, 9434005956 • **নিউ টাউন** বাসন্তী ইলেকট্রিক স্টোর্স, 9064428815 • মনোরমা, 9832404373 • **স্টেশন রোড** কুণ্ডু অ্যাণ্ড সন্স, 9614163760 • সেন অ্যাণ্ড সন্স, 9800845997 • **বীরপাড়া, সিনেমা রোড** মার্তি ভাণ্ডার, 98324 29734 **কোচবিহার** **ভবানীগঞ্জ বাজার** ত্রিনাথ ভ্যারাইটি সেন্টার, 8972471725 • **জাপানী পট্টি** মুসকান এন্টারপ্রাইজ, 9474146346 • সত্যনারায়ণ মেটাল স্টোর, 9832448884 • আর্বিভাব মেটাল স্টোর্স, 9046556000 • মা গান্ধেশ্বরী মেটাল স্টোর্স, 8116955911 • **রূপনারায়ণ রোড** শর্মা ব্রাদার্স,8343925778 • রাজপুরি, 9832053945 • **সম্রাট মিস্তান্য ভাণ্ডার** নেপচুন রেডিও সাপ্লাই কোং 6294778269 **মালদা** **বুলবুলচন্ডী,** রায় স্টোর্স,9733263576 • **চাঁচল, চাঁচল বাজার** হোয়াইট হাউস, 9851602345 • **কালিয়াচক,** গোল্ডেন এন্টারপ্রাইজ, 6294471640 • **মালদা, অতুল মার্কেট** নটরাজ স্টিল ভাণ্ডার, 9434303949 • **ডিসিআর মার্কেট** মালদা ইলেকট্রিক হাউস, 9434680562 • লক্ষ্মী অ্যালুমিনিয়াম স্টোর্স, 8250352023 • বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স, 9832556653 • সারদা স্টোর্স, 9434130069 • মা কালী স্টোর্স, 8250441500 • **ভিক্টোরিয়া কমপ্লেক্স** কিচেন হাব, 9064186400 • **সুজাপুর, বাস স্ট্যাণ্ড** সাহিল বাসনালয়, 9434981790 **উত্তর দিনাজপুর** **ইসলামপুর, চৌরঙ্গী মোড়** বণিক বাসনালয়, 7001442677 • **ইসলামপুর বাজার** ইসলামপুর মেটাল স্টোর, 9434984157 • **কালিয়াগঞ্জ কালিয়াগঞ্জ মার্কেট** বণিক বাসনালয়, 9932326383 • **এন এস রোড** আর্শিবাদ, 9002355199 • **করণদীঘি, করণদীঘি বাজার** সমর নন্দন, 9933934440 • **রায়গঞ্জ, বি.সি. রায় সরণি** মডার্ন ইলেক্ট্রিক, 7063549444 • **চণ্ডীতলা** ফ্লেম সেল্স অ্যাণ্ড সার্ভিস, 7063784755 • **থানা রোড** ভারত গ্লাস স্টোর, 8100401145 • ভারত গ্লাস, 9434246931 • লক্ষ্মী ট্রেডার্স, 9475719038 • অনামিকা স্টোর্স, 6296845852 **দক্ষিণ দিনাজপুর** **বালুরঘাট, বালুরঘাট বাজার** এম এস এস কুমার স্টিল ট্রেডার্স 8942099425 • শ্রী বালাজী স্টিল, 9002570010 • নিউ তিরুপতি স্টিল ফার্নিচার, 9800531986 • **বুনিয়াদপুর, বুনিয়াদপুর মোড়** নিউ সাথী কালেকশন, 9733041163 • **চৌমাথা** মণ্ডল বাসনালয়, 8327408391 • **গঙ্গারামপুর, হাই স্কুল রাড** ভি.আই.পি. হাউস, 7872109404 • ট্রানজিস্টর হাউস, 9647761355 **জলপাইগুড়ি** **দিনবাজার মার্কেট কমপ্লেক্স** প্রসাদিরাম প্রভুদয়াল, 6294584613 • **মার্চেন্ট রোড** নিউ অলোকা ট্রেডার্স, 7602819227 • বণিক মেটাল স্টোর্স, 7001783737 **ধুপগুড়ি, কাপুর পট্টি** কুন্ডু ভ্যারাইটি স্টোর্স, 9832488838 • ঘর সংসার, 9434339739 • **মার্চেন্ট রোড** মিত্র ব্রোস 8250749323 • **মালবাজার, ক্যালটেক্স রোড** বাসনালয় 8918028889 • **পুন্ডিবাড়ি, পুন্ডিবাড়ি বাজার** গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডার, 9932354283 • **আঞ্চলিক বিতরক ভুটান, সিকিম এবং পশ্চিমবঙ্গ কোলকাতা ইলিয়ট রোড এলকম এন্টারপ্রাইসেস প্রাঃ লিঃ, ফোন:9874206137 *নিয়ম ও শর্তাবলীর ব্যাপারে ডীলারকে জিজ্ঞাসা করুন • ডীলারশিপের জন্যে এখানে খোঁজ নিন sales@hawkins.in • যেকোনো সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করুন: (022) 2444 0807/9002359790/8420419733/9981170227/8337085440; cs@hawkins.in www.buyhawkins.in**

**প্রেশার কুকার ও রান্নার বাসনপত্রের 400রও বেশি মডেলের সবচেয়ে বিস্তৃত রেঞ্জ।**

# কাল সাহিত্যের চাঁদের হাট জলপাইগুড়িতে

**অনসূয়া চৌধুরী**

**জলপাইগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** সাহিত্য আসরে চাঁদের হাট বসতে চলেছে জলপাইগুড়িতে। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাকে এক ছাদের তলায় নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 'তিস্তা সাহিত্য উৎসব'। ১০ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত অরবিন্দ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই সাহিত্য উৎসব হবে। উত্তরবঙ্গের ৩৫০ জন কবি এই আসরে কবিতা পাঠ করবেন। ৬০ জন গল্পকার তাঁদের গল্প নিয়ে আলোচনা করবেন। এছাড়া বিভিন্ন জেলা থেকে আমন্ত্রিত অতিথিরাও আলোচনায় অংশ নেবেন। দশটি বইও প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে।

'তিস্তাগুড়ি' পত্রিকার সম্পাদক সিদ্ধার্থশেখর চক্রবর্তী বলেন, 'উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলা থেকে কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিকরা এই সাহিত্য উৎসবে অংশ নেবেন। সাহিত্য সভা, গল্প, কবিতা পাঠের পাশাপাশি বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বই প্রকাশ, সম্মাননা প্রদান, ভাস্কর্য প্রদর্শনী এবং চিত্র প্রদর্শনীর মতো বেশ কিছু অনুষ্ঠানও থাকবে। প্রথম টোটো ভাষার শব্দকোষ তৈরি করায় তিস্তাগুড়ি রত্ন সম্মান পেতে চলেছেন ভক্ত টোটো। এছাড়া তিস্তাগুড়ি জীবনকৃতি সম্মান পাবেন বর্ষীয়ান কবি সমর রায়চৌধুরী। তিস্তাগুড়ি যুব সম্মান পাবেন নীলাদ্রি দেব এবং তিস্তাগুড়ি বিশেষ সম্মান পাচ্ছেন রাজ্যের প্রথম বইগ্রামের প্রণেতা পার্থ সাহা।'

জেলার সাধারণ সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য 'কবিতা কি মৃতপ্রায় শিল্প?', 'লিটল ম্যাগাজিন বর্তমানে অপ্রাসঙ্গিক', 'এআই : সাহিত্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত', 'বাংলা বই বাজার : বন্দিতেই গণ্ডি', 'বিশ্ব সাহিত্যে বাংলা কথা সাহিত্য', 'অনুবাদ সাহিত্যে বাংলা ভাষা পিছিয়ে', 'লিঙ্গ বৈষম্য মুক্ত সাহিত্যের পরিসর', 'পরিবেশ ভাবনা : সাহিত্যে শুধুই ফুটনোট' শিরোনামে একাধিক আলোচনা সভা হবে। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে থাকবেন সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ঔপন্যাসিক নলিনী বেরা, ঔপন্যাসিক শুভঙ্কর গুহ, প্রাবন্ধিক শামীম আহমেদ, কবি মৃদুল দাশগুপ্ত, কবি বিকাশ সরকার প্রমুখ। সাহিত্যক দেবেশ রায়, সমরেশ মজুমদার ও বেণু দত্ত রায়ের নামে মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছে। উৎসব প্রাঙ্গণের নামকরণ করা হয়েছে কবি শ্যামল সিংহ ও তোরণ করা হয়েছে প্রবীর রায়ের স্মরণে। চিত্রশিল্পের প্রদর্শনীর দায়িত্বে রয়েছে উইংস আর্টিস্ট গ্রুপ এবং ভাস্কর্য প্রদর্শনী নিয়ে থাকবেন শিল্পী মৈনাক ভট্টাচার্য।

রেলের অনুমতি পেলে স্টিল গার্ডারে জুড়বে জাতীয় সড়কের দু'পাশের উড়ালসেতু। বাগ্রাকোট জিরো পয়েন্টে।

## ৭১৭এ চালু হতে আরও ৪ বছর

# ৫০০ মিটার নির্মাণ এখনও বাকি

**অনুপ সাহা**

**ওদলাবাড়ি, ৮ অক্টোবর :** সিকিমগামী ৭১৭এ জাতীয় সড়কের প্রথম ধাপের কাজ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে তিন বছর আগেই। বাগ্রাকোটের জিরো পয়েন্ট থেকে লাভা পর্যন্ত ৬১ কিমি দীর্ঘ সড়কটি এখনও পুরোপুরি চালু করতে পারেনি এনএইচআইডিসিএল কর্তৃপক্ষ। বাগ্রাকোটের জিরো পয়েন্টের দু'পাশের উড়ালপুলের মাঝে রেললাইনের ওপর স্টিল গার্ডার বসানোর কাজ হয়নি এখনও। তার পাশাপাশি পাহাড়ি গ্রাম বরবটের কাছে রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড় কেটে ৫০০ মিটার সড়ক নির্মাণের কাজও শুরু হয়নি। এনএইচআইডিসিএল জানিয়েছে, সবেমাত্র সেই কাজের টেন্ডার হয়েছে। শীঘ্রই সেখানে পাহাড় কেটে সড়ক নির্মাণ শুরু হবে।

২০১৯ সালে কাজ শুরুর সময় জিরো পয়েন্ট থেকে ভারত-চিন সীমান্তের নাথু লা পর্যন্ত ২৬০ কিমির বিকল্প রাস্তা তৈরির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা ধরা হয়েছিল ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাস অবধি। আর এখন আধিকারিকরা মনে করছেন, ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক এড়িয়ে ঝাঁ চকচকে বিকল্প পাহাড়ি পথে গ্যাংটকে পৌঁছানোর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে এখনও প্রায় ৪ বছর সময় লাগতে পারে।

রেলের অনুমতি না মেলায় সমস্ত রকম প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও, জিরো পয়েন্টে দু'পাশের উড়ালপুলের মাঝে রেললাইনের ওপর স্টিল গার্ডার বসানোর কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। জিরো পয়েন্ট থেকে প্রথম ১৩ কিমি সড়ক নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার এক কর্তার দাবি, '২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাদের নির্ধারিত কাজ শেষ করা হয়েছে। এখন মেইনটেনান্স পর্ব চলছে। তবে, ওই অংশে স্টিল গার্ডার বসাতে হলে, কাজ চলাকালীন ওই পথে ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। রেলের অনুমতির জন্য একাধিকবার আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশন অফিসে যোগাযোগ করা হলেও কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি।'

এনিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার জংশন ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং বলেন, 'পুজোর আগেই দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা তাদের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল। এই মুহূর্তে সেবক-রংপো রেলপথ নির্মাণকাজের জন্য রেল চলাচল বন্ধ রয়েছে। আশা করি সেই কাজ মিটলে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই আমরা বাগ্রাকোটেও কাজ শুরু করার অনুমতি দিতে পারব।'

অপরদিকে, সড়কের দ্বিতীয় ধাপ অর্থাৎ লাভা থেকে পেডং পর্যন্ত মোট ২০ কিমি সড়কের কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে। এনএইচআইডিসিএল জানিয়েছে, পেডংয়ের পাহাড়ি জনবসতি বাঁচিয়ে পুরো সড়কটি বাংলা-সিকিম সীমান্তের ঋষি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। ঋষি থেকে সিকিমের রংলি-রেনক-পাকিয়ং-রানিপুলে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে গিয়ে মিশবে ওই সড়ক। এছাড়া রংলি থেকে ছাঙ্গু লেকে যাবার রাস্তায় প্রায় ২ কিমি দীর্ঘ একটি সেতু তৈরির কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। পাশাপাশি সিকিমের বেশ কয়েকটি জায়গায় সড়ক নির্মাণের কাজও শেষ হয়েছে।

# চিড়িয়াখানায় প্রজনন দ্বিগুণ

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** গত বছরের তুলনায় প্রজননের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বাড়ল দার্জিলিং চিড়িয়াখানায়। গতবছর মোট ৬০টি নতুন পশুপাখির জন্ম হয়েছিল। চলতি বছর এখনও পর্যন্ত সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭৮-এ। জানা গিয়েছে, দার্জিলিং চিড়িয়াখানা ও তার আওতায় থাকা তোপকেদাড়া ও ডাউহিল প্রজননকেন্দ্র মিলিয়ে এই সংখ্যা গতবছরের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় এই চিড়িয়াখানায় পশু, পাখির প্রজনন বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকে ইতিবাচক দিক হিসেবেই দেখছেন সরকারি আধিকারিকরা। ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ের ওপর জোর দেওয়ার ফলেই এই সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। আর এর ফলে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার আকর্ষণ পর্যটকদের মধ্যে আরও বাড়ছে বলে দাবি করেছেন তাঁরা।

চিড়িয়াখানায় ডিরেক্টর অরুণ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কীভাবে পশুপাখির প্রজনন বাড়বে সেদিকে সবসময় নজর দেওয়া হয়। সেজন্যই এই সাফল্য পেয়েছি।'

গতবছর রেড পান্ডা সংরক্ষণে বিশ্বের প্রথম তিন চিড়িয়াখানার তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে দার্জিলিং চিড়িয়াখানা। তবে শুধু রেড পান্ডা সংরক্ষণ নিয়ে নয়, তার পাশাপাশি অন্য পশুপাখির সংখ্যাও কীভাবে বৃদ্ধি পাবে, সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছিল।

বর্তমানে প্রায় ৫০টি প্রজাতির পশুপাখি দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় রয়েছে। এপ্রিল থেকে অগাস্ট মাসের মধ্যেই জন্ম হয়েছে ৯৯টি নতুন পশুপাখির।

তাদের মধ্যে রয়েছে চির ফিজান্ট ৪টি, কালিজ ফিজান্ট ১৯টি, স্নো লেপার্ড ২টি, তেমিক ট্রাডোপান ৩টি, মারখোর ২টি, রেড পান্ডা ২টি, হিমালয়ান থার ১টি, ইয়াক ১টি, ব্লু শিপ ২টি, বার্কিং ডিয়ার ১টি, হিমালয়ান গরাল ৩টি, রেড জঙ্গল ফাউল ১৯টি, গোল্ডেন ফিজান্ট ৭টি, লেডি অ্যামহার্স্ট ২টি, সিলভার ফিজান্ট ১টি, ফিশার্স লাভ বার্ডস ২৩টি, লিলিয়ান লাভ বার্ডস ৫টি, রোজি ফেস লাভ বার্ড ২টি। এছাড়াও বেঙ্গল হনুমান লঙ্গুর, মিশমি তাকিং, সম্বর ডিয়ার, জঙ্গল ক্যাট সহ আরও বহু পশুপাখির জন্ম হয়েছে। যার ফলে দার্জিলিং চিড়িয়াখানার আওতায় থাকা পশুপাখির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১০। পরবর্তী মাস কয়েকে আরও প্রায় ৮০টি পশুপাখির জন্ম হয়েছে।

**ক্যাপটিভ ব্রিডিংয়ে সাফল্য**

> কীভাবে পশুপাখির প্রজনন বাড়বে সেদিকে সবসময় নজর দেওয়া হয়। সেজন্যই এই সাফল্য পেয়েছি।
>
> **অরুণ মুখোপাধ্যায়**
> চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর

## আজ টিভিতে

দুর্গাকে হুমকি দিল কোনও অজানা এক ব্যক্তি। কে সে?
**জগদ্ধাত্রী সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা**

### সিনেমা

**জি বাংলা সোনার :** সকাল ৯.৩০ মামা ভাগ্নে, দুপুর ১২.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, ২.৩০ পুত্রবধূ, বিকেল ৫.০০ পূজা, রাত ১১.০০ প্যান্থার

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ৯.৩০ ইন্দ্রজিৎ, দুপুর ১২.৩০ সাথী, বিকেল ৩.৪৫ গ্রেফতার, সন্ধে ৭.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.০০ গল্প হলেও সত্যি

**জলসা মুভিজ :** সকাল ১০.৪৫ রকি, দুপুর ১.৩০ জোর, বিকেল ৪.৩০ দুরন্ত প্রেম, সন্ধে ৭.৩০ টাইগার, রাত ১০.১৫ জামাইবাবু জিন্দাবাদ

**ডিডি বাংলা :** দুপুর ২.৩০ পথ ও প্রাসাদ

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ মহান

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ দালাল

**কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড :** দুপুর ১২.০০ আন্টি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৩.০০ মুজরিম, সন্ধে ৭.০০ বর্ডার, রাত ১০.০০ আখিয়োঁ সে গোলি মারে

**জি অ্যাকশন :** বেলা ১১.৪৫ আচার্য, দুপুর ২.২২ ম্যায় হুঁ রাখওয়ালা, বিকেল ৪.৫৮ জুর্ম, সন্ধে ৭.৩০ কৃষ্ণা, রাত ১০.২২ বঘিরা

**এমএনএক্স :** দুপুর ১২.৩০ ওয়েডিং ক্র্যাশার্স, ২.১৭ নাইট অ্যান্ড ডে, বিকেল ৩.৫৯ সাবোতাজ, ৫.৪১ দ্য হবিট : দ্য ব্যাটল অফ দ্য ফাইভ আর্মিজ, সন্ধে ৭.৫১ ওয়ান্ডার উওম্যান, রাত ১১.১৫ আনসেন

**জামাইবাবু জিন্দাবাদ**
রাত ১০.১৫ জলসা মুভিজ

**আফ্রিকাজ ডেডলিয়েস্ট**
সন্ধে ৭.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

**আখিয়োঁ সে গোলি মারে** রাত ১০.০০ **কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড**

# তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

**ইটাহার, ৮ অক্টোবর :** মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে দুইদিন নিখোঁজ থাকার পর বুধবার বাড়ি থেকে চার কিলোমিটার দূরে আম গাছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল তরুণের। মৃত তরুণের নাম অপু বর্মন (২৬)। তাঁর বাড়ি ইটাহার থানার ভেণ্ডাবাড়ি গ্রামে। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার পারিবারিক কোনও বিষয় নিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে অপু বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। রাতে বাড়ি না ফেরায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। বুধবার সকালে ভেণ্ডাবাড়ি থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে হাঁড়িপুকুর গ্রামের একটি আম বাগানের আম গাছের মগডালে অপুর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা।

# বোর্ড গঠন

**পতিরাম, ৮ অক্টোবর :** বুধবার গোপালবাটী পঞ্চায়েতের ঠাকুরপুরা কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেডে বোর্ড গঠন করে বিজেপি। প্রায় এক মাস আগে ছয় আসনের নির্বাচনে বিজেপি সমর্থিত প্রার্থীরা চারটি আসনে জয়লাভ করেছিলেন। তৃণমূলের ঝুলিতে যায় দুটি আসন। এদিন বোর্ড গঠনের পর বরকইল এলাকায় মিছিল করেন বিজেপি কর্মীরা। সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন বলাই মণ্ডল, সম্পাদক হয়েছেন নিরোদ বর্মন ও চেয়ারম্যান হয়েছেন বিপ্লব বর্মন।


**DINHATA -I PANCHAYAT SAMITY**
**OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER**
**DINHATA-I : COOCHBEHAR**

E-Quotation item wise rate are invited from bonafied resourceful contractor/Bidder for NIQ No-Din-I/Quotation/01/25-26, dated-26.09.2025 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 9 nos item for construction of PLC out of RGSA Fund. Details are shown in **www.wbtender.gov.in.** The last date for submission of tender upto 21.10.2025 at 5.00 P.M.

**Sd/-**
**Executive Officer**
**Dinhata-I Panchayat Samity**
**Dinhata, Coochbehar**

**COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY**
**Panchanan Nagar, Cooch Behar-736101**
**Date : 08.10.2025**

One E-tender published.
For details please visit **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app.**
Tender ID : 2025_DHE_917358_1
Tender Title : Construction of Academic Building Gate No-1 of Cooch Behar Panchanan Barma University, Cooch Behar.
**Sd/-**
**Registrar (Addl. Charge)**

**কেমিস্ট অ্যান্ড মেডিক্যাল স্টোর-এর এমপ্যানেলমেন্ট**

টেন্ডার নং. এইচ-এমইডি-এলপি-২০২৫-২৬এ, তারিখঃ ০৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নামঃ চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ির জন্য ০২ (দুই) বছরের জন্য নগদ/স্থানীয় ক্রয়ের জন্য কেমিস্ট অ্যান্ড মেডিক্যাল স্টোর-এর এমপ্যানেলমেন্ট। ই-টেন্ডার ২৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-56 of 2025-26**

Corrigendum Notice of NIT No. **DDP/NIT- 56 of 2025-26** Closing date extended upto 08/10/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Additional Executive Officer**
**Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

**তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে এসঅ্যান্ডটি কাজ**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এল-২০২৫-২৬-টিএসকে-এনআই টি-২২, তারিখঃ ০৬-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং.১। ই-টেন্ডার নং.ঃ এল-২০২৫-২৬-টিএসকে-টি-২২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিব্রুগড় - ধামালগাঁও - মোরানহাট - টিটিআর (টিডব্লিওএস+ডব্লিউপিএমএসি)-৯১ সেট এবং ডিব্রুগড় টাউন - তিনসুকিয়া টিটিআর (এফএস+টিডব্লিওএস+ডব্লিউপিএমএসি)-৭৪ সেটের সাথে সম্পর্কিত এসঅ্যান্ডটি কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,৬৮,৯০,৪৫০/-; বায়নার ধনঃ ২,৮৪,৫০০/-। ই-টেন্ডার ৩১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ৩১-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**বিজি কোচসমূহের পরিবর্তন**

টেন্ডার নং. এম-২৪৯-আরএসপি-২০২৫-২৬-ডিআরজি-১৬ তারিখঃ ০৭-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁওস্থিত সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে ১০ টি কোচের জন্যে বিজি কোচের এআরটি/এআরএমই (স্টার্ক ভ্যান) পর্যন্ত পরিবর্তন। কাজের আনুমানিক ব্যয়ঃ ১,৫০,৮০,০৫১.২০/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,২৫,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২০-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
সিডব্লিউএম, ক্যারিয়েজ এণ্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"


## কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No : 9332367891. (C/118487)

## ভাড়া

জলপাইগুড়ি বাবুপাড়ায় (মেরিনা নার্সিং হোমের নিকট) জলপাইগুড়ি কোঃ অপাঃ অ্যাগ্রিকালচার রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক-এর একতলা বিল্ডিং (1060 Sqft.) অফিস ভাড়া দেওয়া হইবে। যোগাযোগ ঃ 94741 12100 Jal. Co-op. A & R.D. Bank Ltd. (C/118513)

## অ্যাফিডেভিট

আমার কন্যার জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 16.09.2025 তারিখে J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Chhintu Churnakar এবং Sintu Churnakar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/118517)

•

আমি (নারায়ণ সরকার) পিতা সমীরণ সরকার ঠিকানা অশোক নগর জলপাইগুড়ি, পিন 735101 নোটারি পাবলিক জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট দ্বারা নারায়ণ চন্দ্র সরকার নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট নং 06AC485784 তাং 4-10-2025. নারায়ণ সরকার ও নারায়ণ চন্দ্র সরকার একই ব্যক্তি। (C/118520)

•

আমার নাম Kasim Ali. S/O Late Chaman Ali ভুলবশত ভোটার কার্ডে (নং: WB 04/028/087644 আমার নাম মুদ্রিত হয়েছে Jahanaf Khatun. গত 25.9.25 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে আমার আসল নাম Kasim Ali নামে পরিচিত হলাম। উল্লেখ্য Kasim Ali ও Jahanaf Khatun একই ব্যক্তির নাম। (S/N)

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২২৪৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১২৩০৫০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১১৭০০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১৫৩৮০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১৫৩৯০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর


**ABRIDGE NOTICE**

Application for NIT no-01/APAS/2025 and 02/APAS/2025 vide Memo No. 1956/KCK-II and 1957/kck-II Sl.No. 01-59 & Sl no 1-67 respectively dated 24.09.2025 is invited by the B.D.O Kaliachak-II Dev. Block from the bidders. Last date of bid submission is 18.10.2025 & 22.10.2025 upto 11:00 Hrs. & 13:00 Hrs respectively, Details are available in the www.wbtender.gov.in

**Sd/- Block Development Officer**
**Kaliachak-II Dev, Block**
**Mothabari, Malda**

**আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৮৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখঃ ০৩-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ৬৩-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ "নিউ মাল জং.-আলিপুরদুয়ার জং. (এসএল)-টিএসআর (পি)-৬৫.৮০ টিকেএম"। টেন্ডার মূল্যঃ ২৩,৭৭,৯৭,৪০৬.১৩ টাকা; বায়নার ধনঃ ১৩,৩৯,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ২৪-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়


## কর্মখালি

অফিসের কাজে শুধুমাত্র কর্মঠ যুবক-যুবতী নিয়োগ (আসন সীমিত)। 7430979039 (Mng), 9733339115(Slg.) (C/118329)

•

শিলিগুড়ির রেস্টুরেন্টে রুটি করা, বাসন মাজার জন্য ২টি ছেলে চাই। থাকা-খাওয়া ফ্রি, বেতন ৭-১২০০০/-, 9749570276. (C/118328)

•

আয়ের সুযোগ- জলপাইগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে আগ্রহী পুঃ/মহিলা চাই। 9474875922. (K)

•

Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। (S):- 30,000/-. পর্যন্ত। 9434117292. (C/118331)

•

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে পিয়াজিও গাড়ির জন্য ড্রাইভার চাই। লোডিং/ Un লোডিং Extra। M:- 7699002805. (C/118330)

•

গার্ড, সুপারভাইজার চাই ফ্যাক্টরির জন্য। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি সহ 13,500/- স্যালারি। M :- 86536 09553, 85098 27671. (C/118330)


**OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER**
**DINHATA-I DEVELOPMENT BLOCK**
**P.O- DINHATA, DIST- COOCHBEHAR, P.S- DINHATA, PIN- 736135**

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/Bidder for NIT No- Din-I/BDO/APAS/04/25-26, dated-24.09.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/05/25-26, dated-24.09.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/06/25-26, dated-25.09.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/07/25-26, dated-25.09.2025, NIT No- Din-I/BDO/APAS/08/25-26, dated-25.09.2025 & NIT No- Din-I/BDO/APAS/09/25-26, dated-25.09.2025 of the BDO, Dinhata-I Dev. Block for 68 nos Scheme under APAS fund. Details are shown in **www.wbtender.gov.in** The last date for submission of tender upto 21.10.2025 at 5.00 P.M.

**Sd/-**
**Block Development Officer**
**Dinhata-I Development Block**

**কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ**

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৬০ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ৩০-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং: ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ডালখোলা - ডালখোলা স্টেশনের পণ্য লাইন নং ০৫ (পি. ওয়ে ওয়ার্কস) -এর উভয় প্রান্ত সংযোগের জন্য অনুমোদনের কাজের ভিতর অতিরিক্ত কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৬৭,০০,৯৩২.৬৯/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ১,৩৪,০০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ২; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ডালখোলা- আরবিজি রুম (ইআই, আইপিএস), ব্যাটারি, ওএফসি, এমটিসি রুম), এসএম রুম এবং দুটি লোকেশন কুঁড়েঘর নির্মাণ (ভবনের কাজ)। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,১৬,৫৯,৯২০.৬২/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২,০৮,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৩; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ বারসোই জংশন- ইন্টারলকিংয়ের ইআই -সিস্টেম সহ উভয় প্রান্ত থেকে দুটি সংযোগহীন লাইনের সংযোগ। (ভবন নির্মাণ কাজ)। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৪৫,৯২,৯৭৫.৪৬ /- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ২,২৩,০০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৪; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ বারসোই জংশন- ইন্টারলকিংয়ের ইআই-সিস্টেম সহ উভয় প্রান্ত থেকে দুটি সংযোগহীন লাইনের সংযোগ (পি. ওয়ে ওয়ার্কস)। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫৪,০৭,৪৯৯.২০/- টাকা; বিড সিকিউরিটি ঃ ১,০৮,২০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
**৯৪৩৪৩১৭৩৯১**

মেষ : নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ফলে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যলাভ। স্ত্রীর পরামর্শে ব্যবসায় সমস্যা কাটবে। বৃষ : পারিবারিক কোনও সমস্যা সমাধানে আইনের সাহায্য নিতে হতে পারে। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তির শঙ্কা। মিথুন : বহুদিন ধরে আটকে থাকা কোনও টাকা ফেরত পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন না। কর্কট : আবেগের বশে কোনও দায়িত্ব নিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। দাম্পত্যে অশান্তি মিটে যাবে। সিংহ : প্রেমের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরস্পর আলোচনা করে নিন। আর্থিক কারণে ব্যবসায় সমস্যা। কন্যা : একাধিক উপায়ে উপার্জন বাড়বে। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। তুলা : স্ত্রীর ভাগ্যে শ্বশুরকুল থেকে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। প্রেমে শুভ। বৃশ্চিক : জমি, বাড়ি বিক্রি করে খুব একটা লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির সুযোগ পেতে চলেছেন। ধনু : কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে ব্যবসায় তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত নেবেন না। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। মকর : আশানরূপ কর্মলাভের সম্ভাবনা। বিনোদন জগতের সঙ্গে জড়িতরা ভালো সুযোগ পাবেন। পারিবারিক সমস্যা মিটবে। কুম্ভ : বহুদিনের কোনও জিনিস কেনার স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। মীন : কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা বাড়বে। স্ত্রীর ভাগ্যে স্থাবর সম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ আশ্বিন, ৯ অক্টোবর ২০২৫, ২২ আহিন, সংবৎ ৩ কার্ত্তিক বদি, ১৬ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।১৫। বৃহস্পতিবার, তৃতিয়া রাত্রি ২।৪৭। ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ১২।৩২। হর্ষণযোগ প্রাতঃ ৫।৫১ পরে বজ্রযোগ রাত্রি ২।৪৫। বণিজকরণ দিবা ৩।৫৮ গতে বৃষ্টিকরণ রাত্রি ২।৪৭ গতে ববকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ১২।৩২ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ২।৪৭ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ২।২০ গতে ৫।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১২।২৫ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৯।২৭ গতে ২।২০ মধ্যে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন, রাত্রি ১১।২৫ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতিয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৫ মধ্যে ও ১।১২ গতে ২।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৬ গতে ৯।১২ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১২ মধ্যে ও ৪।৩ গতে ৫।৩৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮১,৭৭৩.৬৬ (-১৫৩.০৯)

নিফটি : ২৫,০৪৬.১৫ (-৬২.১৫)

**প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ মমতার**

উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় ফিরে প্রধানমন্ত্রীকে অমিত শা সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন মমতা। তিনি মোদির উদ্দেশে বলেন, 'দেখবেন একদিন উনিই সবচেয়ে বড় মিরজাফর হয়ে যাবেন।' ৫

**আগরতলায় বাধার মুখে তৃণমূল**

আগরতলায় তৃণমূলের কার্যালয়ে ভাঙচুরের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাধার মুখে পড়ল তৃণমূল। বুধবার তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেবের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল আগরতলায় যায়। ৮

**আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা**

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ৩৩° | ৩৩° | ৩৩° | ৩০° |
| সর্বনিম্ন | ২২° | ২৪° | ২৪° | ২০° |

**আজ ডু অর ডাই ম্যাচ ভারতের** ৯

২২ আশ্বিন ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 9 October 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 139

## বহু বাগানে এখনও ধ্বংসের ক্ষত

**শুভজিৎ দত্ত**

**নাগরাকাটা, ৮ অক্টোবর :** এক রাতের প্লাবনে বিধ্বস্ত নাগরাকাটার একাধিক চা বাগান। রাস্তাঘাট, কালভার্ট, পানীয় জলের ব্যবস্থা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মতো সরকারি পরিষেবাগুলি কবে থেকে আগের মতো স্বাভাবিক হবে তা জানা নেই কারওই। সবথেকে ক্ষতির শিকার উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় বাগান চ্যাংমারি। কালিখোলা নদী বেশ কয়েকটি শ্রমিক মহল্লাকে ৪ অক্টোবরের রাতে কার্যত ভাসিয়ে দেয়। রাম লাইন, বাসা লাইন, কপিলা লাইন, মানা লাইন, প্রেমনগর লাইন, স্কুল লাইন, বিরসা মোড়ের মতো তল্লাটগুলিতে এখনও ধ্বংসস্তূপের ছড়াছড়ি। বেশ কয়েকটি বাড়ি তো জলের তোড়ে ভেসেই গিয়েছে। চু পাতাং নদীর ওপর ব্রিজ ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে ভুটান সীমান্তের ক্যারন চা বাগান। রাস্তা ধসে গিয়ে যাতায়াতই দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে হিলা চা বাগানের। একাধিক কালভার্ট ভেঙে গিয়ে পরিস্থিতি তথৈবচ জিতি চা বাগানের। প্রশাসনের কর্তারা অবশ্য জানাচ্ছেন, ধীরে ধীরে সমস্তকিছু স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

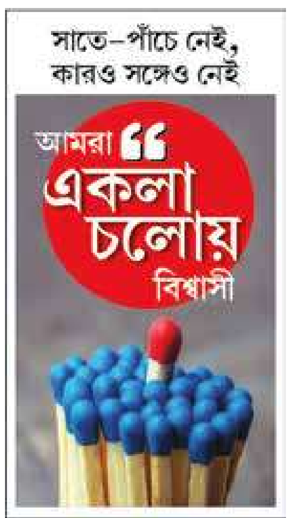


চ্যাংমারি চা বাগানের বাসা লাইনের গণেশ দে নামে এক মিষ্টির দোকানদার বলেন, '১০ কুইন্টাল বোঁদে তৈরি করেছিলাম। বাগানের বিজয়া সম্মিলনির উৎসবের জন্য। জলের তোড়ে সব ভেসে গিয়েছে।' সুরজ কেরকেট্টা নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, 'এখানে একটি গাড়ি ছিল। সেটাকে ফুলে ওঠা নদীর জল ১০০ মিটার দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বিরসা মোড়ের মনোরঞ্জন সরকার ও তাঁর স্ত্রী অরুণা বর্তমানে কপর্দকশূন্য। বাড়ি বলে আর কিছুই নেই তাঁদের। রশি দিয়ে এক প্রতিবেশী সে রাতে তাঁদের ঘর থেকে টেনে বের করে বাঁচান। পেশায় কাঠমিস্ত্রি মনোরঞ্জন বলেন, 'ঘরে থাকা কিছু সোনাদানা, নগদ টাকা সবকিছুই ভেসে গিয়েছে। এখন অন্যের দয়ায় বেঁচে আছি।' বলেই কেঁদে ফেলেন তিনি।

বাগানের শ্রমিক নেতা রিকি কর্মকার বলেন, 'প্রশাসন যাতে এখানে দ্রুত পদক্ষেপ করে সেজন্য জোড়হাতে অনুরোধ করছি। বহু মানুষের পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্গিন।' জল ঢুকে চ্যাংমারির রাম লাইনের একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বর্তমানে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ভেঙে গিয়েছে ৭-৮টি কালভার্ট। হিলা চা বাগানে ঢোকার রাস্তা

এরপর ছয়ের পাতায়

মানুষ মানুষের তরে। আর নেতারা? শুধুই ভোটের তরে। ভোট আসবে, ভোট যাবে। তাই নেতারাও মশগুল থাকবেন রাজনীতিতে। দুর্যোগ-দুর্ভোগে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া, আশ্বাসের ফুলঝুরি ছোটানো- এসব তো ভোটের জন্যই। পরের বছরই কিন্তু বিধানসভা নির্বাচন- সে কথা মালুম আছে তো?

# ভোট-অঙ্কে সবাই

## হামলায় গ্রেপ্তার ২ ● আরও দুটি দেহের খোঁজ

জল ঢুকে তছনছ বাড়িঘর। ময়নাগুড়ির কাছে আমগুড়িতে। ছবি : অভিরূপ দে

## মমতা ফিরলেও মাটি কামড়ে পদ্ম নেতারা

**নিউজ ব্যুরো**

**৮ অক্টোবর :** বিপর্যস্ত এলাকা যেন বিজেপির জন্য ফাঁকা মাঠ। মুখ্যমন্ত্রী ফিরে গিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। বুধবার দিনভর তিনি ছিলেন পাহাড়ে। সমতলে ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। উত্তরকন্যা ছেড়ে যাওয়ার আগে এলাকায় পড়ে থাকার জন্য তৃণমূল নেতাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু পাহাড় যেন বিজেপির জন্য ছেড়ে রাখলেন তৃণমূল নেতারা।

শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে বরং বুধবার দেখা গেল পোড়াঝাড়ে দুর্গতদের মধ্যে ডিম-ভাত বিলি করতে। বিকেলে তিনি ধূপগুড়িতে গিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করলেন। সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় রাজ্যের কোনও মন্ত্রীকে নজরদারির জন্য দায়িত্ব না দেওয়ায় প্রশ্ন উঠছে। যদিও কলকাতা ফেরার আগে মমতা বাগডোগরা বিমানবন্দরে বলে যান, 'ময়নাগুড়ি, নাগরাকাটা, আলিপুরদুয়ার সহ দুর্গত সব এলাকায় পঞ্চায়েতমন্ত্রীকে পাঠাব।'

পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার অবশ্য বুধবারই জলপাইগুড়িতে চলে এসেছেন। কিন্তু পাহাড়মুখী হননি তিনিও। মমতার সঙ্গে ফিরে গিয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। কিন্তু দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলেন, কী প্রয়োজন, জানতে চান।

পাহাড়ের মানুষ তাঁদের কাছে ত্রাণ নয়, ঘর চেয়েছেন। রিজিজু ও বিস্ট গিয়েছিলেন বিজনবাড়ি, পুলবাজার ইত্যাদি ধস বিধ্বস্ত পাহাড়ি থানা এলাকায়। যেখানে ফের ধস নামার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এলাকার মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রিজিজু তাঁদের কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে

**কোথায় কে?**

- মিরিক না গিয়েই কলকাতায় ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী
- আবার উত্তরবঙ্গে আসবেন বলে কথা দিলেন
- পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার অবশ্য বুধবার জলপাইগুড়িতে এসেছেন
- পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু
- সমতলে ময়দানে ছিলেন আরেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার

পুনর্বাসনের আশ্বাস দেন। তাঁর কথায়, 'কেন্দ্র সবার পাশে রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে।'

দুর্যোগের চারদিন পর বুধবার আরও দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে ডুয়ার্সে। এর ফলে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩৯ হল।

এরপর ছয়ের পাতায়

## বঙ্গে গুন্ডারাজ, রিপোর্ট রাষ্ট্রপতিকে

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর :** চাপ বাড়ল রাজ্য সরকারের ওপর। রাজ্যপালের ভাষায়, 'পশ্চিমবঙ্গে গুন্ডারাজ চলছে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। রাজ্য পুলিশ নিজেদের কাজ ঠিকভাবে করছে না।' এজন্য সংবিধান অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে বলে তাঁর মন্তব্যে জল্পনা শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গ ঘুরে এসে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বুধবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রিপোর্ট দেন।

পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন। সেই সময়সীমা শেষ হয়েছে। এবার সংবিধান অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। যদিও রাজ্যপালের ওই মন্তব্যের কিছুক্ষণ পরে জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটায় দুজন অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

> পরিস্থিতি খুব খারাপ। এভাবে চলতে দেওয়া যেতে পারে না। বাংলাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে হবে।

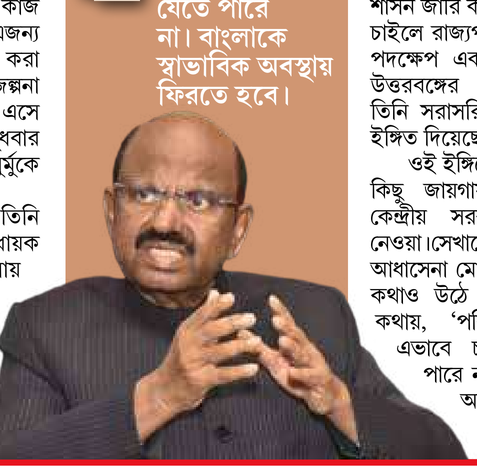

কিন্তু সিভি আনন্দ বোসের কথায় রাষ্ট্রপতি শাসনের জল্পনা উসকে উঠেছে। যদিও সরাসরি রাষ্ট্রপতি শাসনের কথা তিনি বলেননি। মণিপুরের মতো রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হবে কি না জানতে চাইলে রাজ্যপাল মন্তব্য করেন, সব পদক্ষেপ একরকম হয় না। কিন্তু উত্তরবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তিনি সরাসরি কেন্দ্রের পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

ওই ইঙ্গিতে রয়েছে, উত্তরবঙ্গের কিছু জায়গায় নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে নেওয়া। সেখানে সিআরপিএফের মতো আধাসেনা মোতায়েন করার ভাবনার কথাও উঠে এসেছে। রাজ্যপালের কথায়, 'পরিস্থিতি খুব খারাপ। এভাবে চলতে দেওয়া যেতে পারে না। বাংলাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে হবে।

এরপর ছয়ের পাতায়

**গরুমারায় মড়কের ছবি**

## একের পর এক বন্যপ্রাণীর দেহ উদ্ধার

**শুভদীপ শর্মা**

**ময়নাগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ভিতরে পরিস্থিতি যে গত রবিবার কেমন হয়েছিল, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে একের পর এক বন্যপ্রাণীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায়।

বুধবার বাংলাদেশের কুড়িগ্রামে গরুমারা থেকে ভেসে যাওয়া একটি পূর্ণবয়স্ক মর্দা গন্ডারের দেহ উদ্ধার হয়েছে। এনিয়ে দুটি গন্ডারের দেহ মিলল। এখনও গরুমারার একটি গন্ডারের হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। কতগুলি গন্ডার যে নিখোঁজ, তাও বলতে পারছে না বন দপ্তর। এদিনই আমগুড়ি ও চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় জলঢাকা থেকে পাঁচটি বাইসনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। হরিণ ও বুনো শুয়োর যে কত মারা গিয়েছে তার কোনও হিসাব নেই বন দপ্তরের কাছে। গত সোমবার থেকে লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণকেন্দ্র ও গরুমারায় চারটি হরিণ, একটি বুনো শুয়োর, বেশ কয়েকটি বাইসন ও একটি গন্ডারের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। গরুমারায় বন্যা পরিস্থিতির পরবর্তীকালে গন্ডারের প্রকৃত সংখ্যা জানতে আবার সমীক্ষার দাবি জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

রবিবার উত্তাল জলঢাকা দেখে বন দপ্তরের আধিকারিকরা বুঝে গিয়েছিলেন, সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে কত যে বন্যপ্রাণী ভেসে যাচ্ছে তার সঠিক হিসেব আদৌ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। তাঁদের সেই আশঙ্কা যেন সঠিক প্রমাণিত হচ্ছে সেদিন থেকেই। রবিবারই জলঢাকা নদীতে একটি গন্ডারের নিথর দেহ উদ্ধার হয়। তারপর থেকে যেন মৃত্যুমিছিল লেগেই রয়েছে গরুমারার জঙ্গলে। এদিন বাংলাদেশের কুড়িগ্রামে আরেকটি গন্ডারের দেহ উদ্ধার হয়। উত্তরবঙ্গের বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, 'বাংলাদেশে যে গন্ডারটির দেহ পাওয়া গিয়েছে সেটিকে গরুমারায় আনা হবে না। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এদিন জলঢাকা নদী থেকে ময়নাগুড়ি ব্লকের চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদেশিপাড়ায় তিনটি, ছোবারবাড়ি ও আমগুড়ি খাটোরবাড়ি থেকে একটি করে মোট পাঁচটি বাইসনের দেহ উদ্ধার হয়। এছাড়া জলঢাকা নদীতে জমে যাওয়া কয়েক ফুট উঁচু পলিতে অজস্র বন্যপ্রাণীর দেহ চাপা পড়ে আছে বলে আশঙ্কা করছেন বন সুরক্ষায় কাজ করা অভিজ্ঞ বনকর্মীদের একাংশও। তাছাড়া গন্ডারের মতো বড় প্রাণী যদি বাংলাদেশে ভেসে গিয়ে থাকে

এরপর ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশে উদ্ধার মৃত গন্ডারের দেহ।

**এডিশন স্পেশাল**

**বাংলায় এবার জাঁকিয়ে পড়বে ঠান্ডা**

পাঁচের পাতায়

**নিষিদ্ধ বস্তুই কেড়েছে প্রাণ**

আটের পাতায়

**কথায় কথায়**

## অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত আদিবাসীরা

**আশিস ঘোষ**

তিন হাজার বিঘা। সে কতটা জমি? যতদূর চোখ যায়, ততটা? নাকি তার থেকে বেশি, কে জানে! কতগুলো ঘরবাড়ি, ঘর কী বলছি, কতগুলো মহল্লা, গ্রাম ওই তিন হাজার বিঘার পেটে ঢুকে যাবে কে জানে! সেই বিশাল ভূখণ্ড একটা বেসরকারি সিমেন্ট কোম্পানির হাতে তুলে দিয়েছে অসম সরকার।

সিমেন্ট কোম্পানিকে অতটা জমি? শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছেন তো? আরে, আমরা তো বটেই, অবাক হয়ে গিয়েছেন হাইকোর্টের জজও। বিস্মিত জজসাহেব বলেছেন, তিন হাজার বিঘা! সে তো একটা জেলার সমান। কেমন সিদ্ধান্ত এটা? এটা কি ইয়ার্কি হচ্ছে? ওই কোম্পানির উকিলবাবু কোর্টকে জানিয়েছেন, টেন্ডারের মাধ্যমে খনির লিজ পেয়েছেন তাঁরা।

অসমে এক শিল্প সম্মেলনে তাঁরা একটা সমঝোতাপত্রে সই করেছিলেন। তাতে এই প্রকল্পে ১১ লক্ষ কোটি টাকা লগ্নির কথা বলা হয়েছিল। গত অক্টোবরে অসম সরকার ওই সিমেন্ট কোম্পানির জন্য গোড়ায় ২ হাজার বিঘা জমি বরাদ্দ করেছিল। তার এক মাস পর ওই জমির লাগোয়া আরও ১ হাজার বিঘা তাদের দেওয়া হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে ওই বেসরকারি কোম্পানির সঙ্গে রাজ্য সরকারের ১১০ বিলিয়নের চুক্তি সই হয়।

এরপর ছয়ের পাতায়

প্রকৃতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে, বারংবার তার সাক্ষী থেকেছে উত্তরবঙ্গ। গাছ কেটে ফেলা, নদীর ধারে অবৈধ নির্মাণ, চর ধরে বসতি গড়ে তোলা, অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি-পাথর উত্তোলন- এভাবেই প্রকৃতির ওপর বারবার আঘাত হেনেছি আমরা। আর আজ প্রকৃতি তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে। প্রথম পর্ব

# বালাসনের পাড়ে বিনোদন, দুধিয়া এখন 'মিনি টাউন'

**প্রকৃতির প্রতিশোধ**

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

**দুধিয়া, ৮ অক্টোবর :** রিসর্ট, রেস্তোরাঁ, দোকান, বাড়ি- বাদ যায়নি কিছুই। গত কয়েক বছরে দুধিয়ায় বালাসনের চর হয়ে উঠেছে কার্যত 'মিনি টাউন'। দিন যতই বাড়ছে ততই মহার্ঘ হচ্ছে চরের জমি, আর সেখানে বাড়ছে বিনিয়োগ। চরে গজিয়ে ওঠা ওইসব অবৈধ কংক্রিটের জঙ্গলই গতিপথ সংকুচিত করে বালাসনের টুঁটি টিপে ধরেছে। দুধিয়ার পাশাপাশি বালাসনের চর দখল করে ক্রমেই নির্মাণ বাড়ছে বুংকুলুংয়ে। অর্থ উপার্জন এবং বিনোদনের নামে নদীর বুকে বাড়ছে বেআইনি কার্যকলাপ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চলার পথে বাধা পেয়েই ফুঁসে উঠেছে খরস্রোতা ওই পাহাড়ি নদী।

শেষ কয়েকদিনে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে দুধিয়ার ভাঙা সেতুর ছবি। মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি, সাংসদ, বিধায়ক, জেলা শাসক, রাজ্য পুলিশের ডিজি থেকে শুরু করে রাজ্য প্রশাসনের একাধিক উচ্চপদস্থ আমলা, পুলিশকর্তা এবং রাজ্যের প্রায় সব দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা গত ৭২ ঘণ্টায় দুধিয়া ঘুরে গিয়েছেন। ত্রাণবিলি, নতুন সেতু তৈরি, রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে নানা কথা হয়েছে। কিন্তু আলো পড়েনি বালাসনের চর দখলের কালো কারবারে। নদী দখল রুখতে পদক্ষেপের কথা শোনা যায়নি কারও গলাতেই।

বালাসনের পাড়ে নির্মীয়মাণ বহুতল। বুধবার দুধিয়ায়।

স্থানীয়দের একাংশের মতে, শেষ পাঁচ বছরে দুধিয়ায় চর দখল করে নির্মাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। আপার দুধিয়ায় অবৈধ নির্মাণ হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ওই এলাকায় নদীর চরে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল রেস্তোরাঁ ও রিসর্ট। পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করতে বোল্ডার সরিয়ে নদীর কার্যত মাঝ বরাবর বিনোদনের নানা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও অবৈজ্ঞানিকভাবে কাটা হয়েছে চর। সম্প্রতি দুধিয়ার কংক্রিটের সেতুর কাছেই বালাসনের চরের প্রায় কুড়ি বিঘা এলাকা ঘিরে দিয়ে শুরু হয়েছে একটি বহুতল নির্মাণ। নদীর মূল স্রোতের একশো মিটারের মধ্যে নির্মাণ শুরু হয়েছে। প্রকাশ্যে নির্মাণ চললেও কেন চুপ করে রয়েছেন প্রশাসনের কর্তারা তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। সূত্রের খবর, নির্মীয়মাণ বহুতলটিতে একটি বিলাসবহুল হোটেল তৈরি হবে।

নির্মীয়মাণ বহুতলের মালিককে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয় সূত্রে খবর, পাহাড়ের প্রভাবশালী দুই রাজনৈতিক নেতার প্রত্যক্ষ মদতেই নির্মাণ শুরু হয়েছে। সমতলের এক ব্যবসায়ী সেখানে মোটা টাকা বিনিয়োগ করেছেন। ওই বহুতলের পাশেই চর দখল করে দুটি রেস্তোরাঁ তৈরির কাজও চলছে। দুধিয়াতে ভেঙে পড়া সেতুর খানিক দূরে একটি কংক্রিটের সেতু রয়েছে। দুই সেতুর মধ্যবর্তী এলাকায় নদীর চরের একটি দিকের প্রায় গোটাটাই ইতিমধ্যে দখল হয়ে গিয়েছে। সেখানে যেমন বসতি তৈরি হয়েছে, তেমনি তৈরি হয়েছে রিসর্ট, দোকান সহ একাধিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। গাড়িধুরা-মিরিক রাজ্য সড়কের পাশে যাঁদের বাড়ি রয়েছে তাঁদের অনেকেই সুযোগ বুঝে যে যাঁর মতো নদীর চর দখল করে কংক্রিটের নির্মাণ করেছেন। পরিস্থিতি এমন যে দুধিয়াতে

এরপর ছয়ের পাতায়

## কে বা কারা গুলি চালাল, ধন্দে বন দপ্তর

# ছররায় জখম দাঁতাল

**শুভদীপ শর্মা**

**ক্রান্তি, ৮ অক্টোবর :** বুধবার। ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ৬টা। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আপালচাঁদ জঙ্গলের চেল নদীর মাঝে দাঁড়িয়ে একটি পূর্ণবয়স্ক দাঁতাল। হাতিটির শরীরজুড়ে ক্ষত। অনুমান, ক্ষতগুলো ছররা গুলির। দাঁতালটি বিন্দুমাত্র চলাফেরা করছিল না। খবর ছড়াতেই ওই এলাকায় কয়েকশো মানুষ ভিড় জমান। অনেকে চিৎকার-চ্যাঁচামেচিও শুরু করেন।

এরপর ঘটনাস্থলে যান আপালচাঁদ রেঞ্জের বনকর্মীরা। পটকা ফাটিয়ে তাঁরা ধীরে ধীরে দাঁতালটিকে জঙ্গলের ভিতরে ফেরত পাঠাতে সমর্থ হন। প্রায় দু'ঘণ্টা সেটি নদীতে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এরপর থেকে ওই হাতির আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। বন দপ্তরের কর্তাদের ধারণা, সেটি গভীর জঙ্গলে চলে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণী বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। হাতিটিকে খুঁজে প্রয়োজনে সেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।'

এখানেই প্রশ্ন, কে বা কারা হাতিটিকে লক্ষ করে গুলি চালাল? ওই এলাকায় বহুবার হাতি হানা দিয়েছে। নষ্ট করেছে ফসল, ভেঙেছে বাড়িঘর। অনেক সময় প্রাণহানিও ঘটেছে। যে কারণে মানুষের মনে অনেকদিন ধরেই ক্ষোভ জমে রয়েছে। তাই কি ক্ষুব্ধ গ্রামবাসী প্রতিশোধ নিতে গুলি চালাল? নাকি কোনও চোরাশিকারির দল? বুধবারের ওই ঘটনার পর থেকে ধন্দে বনকর্তারা।

বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের আপালচাঁদ জঙ্গলের চেল নদীতে আহত দাঁতাল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে অজয় শৈব, আবুল কালাম আজাদরা জানান, সাতসকালে নদীর মধ্যে হাতিটিকে অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁরা ঘাবড়ে যান। হাতির শরীরে একাধিক ক্ষতের চিহ্ন দেখে তাঁদের প্রথমে শারীরিক অবস্থা নিয়ে সন্দেহ হয়। এরপর বহু চ্যাঁচামেচি করার পরেও হাতিটি নড়ছে না দেখে তাঁরা বন দপ্তরে খবর দেন।

এর আগেও আপালচাঁদ জঙ্গলে হাতিমৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। গত ডিসেম্বরে কাঠামবাড়ি জঙ্গলে অসুস্থ অবস্থায় মারা যায় একটি হাতি। জুন মাসে একই এলাকায় আরেকটি দাঁতালের মৃতদেহ উদ্ধার হয়, তার শরীরেও ছিল একাধিক ক্ষতের দাগ। পরিবেশপ্রেমীদের অভিযোগ, বন দপ্তরের গাফিলতিতেই সঠিক চিকিৎসা না পেয়ে মারা যাচ্ছে একের পর এক হাতি।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'কে বা কারা গুলি চালাচ্ছে, সেটা বন দপ্তরকেই খুঁজে বের করতে হবে। আহত হাতিটির চিকিৎসা দ্রুত করা জরুরি।' লাগাতার হাতিকে আক্রমণের ঘটনায় পরিবেশ মহলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আবারও সেই প্রশ্নটা উঠছে, মানুষ ও হাতির সংঘাত কি তবে আরও ভয়ংকর রূপ নিতে চলেছে?

ছররায় আহত ওই দাঁতালকে খুঁজে বের করা ও সেটিকে সুস্থ করা যাবে কি না, সেটাই বন দপ্তরের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। আদৌ সেটিকে বাঁচানো যাবে তো? এই প্রশ্নও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পরিবেশপ্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকার বলেন, 'এর আগে দু'-দু'বার চোখের সামনে অসুস্থ হাতি দেখেও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেনি বন দপ্তর। হাতিটির আর দেখা মিলবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।'

বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও রাজা এম বলেন, 'হাতিটি কতটা অসুস্থ, ক্ষত কতটা, তা এখনও স্পষ্ট নয়।' তবে বনকর্মীরা জানিয়েছেন, হাতিটির আচরণে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করা যায়নি। সেটিকে নজরে রাখা হবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

### বাড়ছে উদ্বেগ

- বুধবার সাতসকালে চেল নদীর মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় একটি হাতিকে
- পূর্ণবয়স্ক দাঁতালটির শরীরে ছররা গুলির একাধিক ক্ষত ছিল
- দীর্ঘ দু'ঘণ্টা পর পটকা ফাটিয়ে সেটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠান বনকর্মীরা
- লাগাতার হাতিকে আক্রমণে পরিবেশপ্রেমীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে

# জিরে, চিনি পাচারেই লক্ষ্মীলাভ

**প্রসেনজিৎ সাহা**

**দিনহাটা, ৮ অক্টোবর :** জিরে ও চিনি পাচার কার্যত কুটিরশিল্পে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা দিনহাটার দ্বীপ গ্রাম দরিবসের সাধারণ মানুষের। এক কিলো জিরে পাচার করতে পারলেই ১০০-১৫০ টাকা মুনাফা। সীমান্তরক্ষীর নজর এড়িয়ে ছোট ছোট ভাগে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিরে, চিনি। তারপর তা সুযোগ বুঝে সীমান্তের ওপারে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। দিনের পর দিন এভাবেই চলছে পাচার।

দিনহাটা গিতালদহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দরিবস-১ গ্রামে যাওয়ার আগে সিঙ্গিমারি নদীর ঘাটেই রয়েছে বিএসএফের চেকিং পয়েন্ট। সেখানেই বাসিন্দাদের ব্যাগ থেকে শুরু করে মালপত্র সবটা দেখে নিয়ে তবেই নৌকায় ওঠার অনুমতি মেলে বিএসএফের তরফে। তবে সেখানকার বাসিন্দাদের ব্যাগগুলোর দিকে তাকালে এক অদ্ভুত মিল নজরে পড়ে। প্রায় কমবেশি সবারই ব্যাগে দেখা যাবে জিরে ও চিনি। আসলে এই জিরে ও চিনি নিয়ে সীমান্ত পার করতে পারলেই ভালো টাকা আয় হয় তাঁদের। এপার থেকে জিরে কিনে নিয়ে ওপারে দিতে পারলেই কেজিপ্রতি ১০০ থেকে ১৫০ টাকা, আর চিনিতে কেজি প্রতি ৩০ টাকা করে মুনাফা হয় তাঁদের। আর সে কারণেই প্রত্যেকেই কমবেশি বাড়তি মুনাফা লাভের আশায় শহরের বাজার থেকে জিরে ও চিনি কিনে নিয়ে যান গ্রামে। সুযোগ বুঝে তা বাংলাদেশে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

ভৌগোলিক দিক থেকে গিতালদহ-২'এর জারিধরলা ও দরিবস একেবারে বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষা। এপারের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর নজর এড়িয়ে একবার গ্রামে ঢুকে পড়তে পারলেই ওপারে সেভাবে কোনও কাঁটাতার না থাকায় সহজেই তা বিক্রি করা যায়। সেই কারণে মহিলা কিংবা তরুণদের একাংশ বাড়তি মুনাফা লাভের আশায় জিরে ও চিনি পাচার করছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ঘাটে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর নজর এড়িয়ে অধিক পরিমাণ জিরে ও চিনি নিয়ে যাওয়া মোটেও সহজ নয়। কিন্তু সেই পন্থা জানা আছে দরিবসের বাসিন্দাদের। সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর এক কর্মরত সেনা জওয়ান বলেন, 'প্রত্যেক বাসিন্দা আধা কেজি জিরে নিতে পারেন অথবা চিনি দু'কেজি করে নিতে পারেন।'

তাহলে কেজি কেজি জিরে ও চিনি কীভাবে যাচ্ছে ওপারে? বাসিন্দারা অবশ্য সহজ উপায় বার করে নিয়েছেন। তাঁরা বাজার থেকে ২-৩ কেজি জিরে খোলা কিনে আনছেন। সঙ্গে খালি প্যাকেট নিয়ে আসছেন। এরপর ঘাটে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চেকিংয়ের আগেই কোনও একটি জায়গায় ২-৩ কেজি জিরে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে কয়েকজনের মধ্যে। এরপর অনায়াসেই সেই জিরে সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর চেকিংয়ের পর চলে যাচ্ছে ঘাট পেরিয়ে ওপারে। এরপর ভাগ করা জিরে খালি প্যাকেটে ভরে বিক্রি করা হচ্ছে বাংলাদেশের বাজারে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মায়াময়।। ময়নাগুড়ি থেকে ছবিটি তুলেছেন জিতাভ্র রায়।

# অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জমি দখল কুকুরজানে

**সুভাষচন্দ্র বসু**

**বেলাকোবা, ৮ অক্টোবর :** রাজগঞ্জ ব্লকের কুকুরজান অঞ্চলের ফরেয়াভিটার ১৭ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। ২৫ বছর আগে গোপালচন্দ্র মণ্ডল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য জমি দান করেছিলেন। জমি দান করেছিলেন গোকুলরানি মণ্ডলও। প্রয়াত গোপাল মণ্ডলের ছেলে সুজিত মণ্ডলের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। একই অভিযোগ উঠেছে গোকুলরানির বিরুদ্ধেও। জমি দখলের পাশাপাশি এই কেন্দ্রের বেশ কয়েকটি গাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে। এই কারণে সরকারি শৌচাগারের কাজ অর্ধনির্মিত অবস্থায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর এই মর্মে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে রাজগঞ্জের বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় সিডিপিও দেবব্রত দেব বলেন, 'বিষয়টি সম্বন্ধে জানতে পেরেছি। জমি দখলের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

বর্তমানে এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মোট উপভোক্তার সংখ্যা ৫৮। স্থানীয় বাসিন্দা সোনা দেব অভিযোগ করে বলেন, 'দুই দিকে জমি নিয়ে নেওয়াতে সেন্টারের জমি ছোট হয়ে গেল। এখানে সরস্বতীপুজো, কালীপুজো, বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়, বাচ্চারা খেলাধুলা করে। সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। একটা বাথরুম তৈরি হচ্ছিল, তার কাজও বন্ধ।'

কুকুরজান অঞ্চলের বেহাল ফরেয়াভিটা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র।

> দুইদিকে জমি নিয়ে নেওয়াতে সেন্টারের জমি ছোট হয়ে গেল। এখানে সরস্বতীপুজো, কালীপুজো বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়, বাচ্চারা খেলাধুলা করে। সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। বাথরুম তৈরি হচ্ছিল তার কাজও বন্ধ।
>
> **সোনা দেব,** *স্থানীয় বাসিন্দা*

মানুষের প্রয়োজনীয় এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জমি দখল কেন করেছেন এই প্রশ্নের উত্তরে সুজিত বলেন, 'আমি নিজের জমির ওপরেই বেড়া দিয়েছি। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জমিতে নয়। জমি জরিপ করলেই সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।' আরেক অভিযুক্ত গোকুলের স্বামী ভানু মণ্ডল বলেন, 'আমাদের জমিতেই শৌচালয় তৈরি হচ্ছিল। বৃহত্তর স্বার্থে সেই অংশটি ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।'

এই জমি দখলের পাশাপাশি ফরেয়াভিটার ১৭ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটিকে নিয়ে চর্চার আরও একটি কারণও রয়েছে। সেটা হল এই কেন্দ্রের সঙ্গিন অবস্থা। অর্ধেক পাকা এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির বেশিরভাগ অংশজুড়ে রয়েছে টিনের বেড়া। কোথাও জানলা-দরজা খুলে পড়ছে, কোথাও বা খসে পড়ছে প্লাস্টার। বর্ষার মরশুমে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘরে পড়ুয়াদের পড়ানো যায় না, ক্লাস নিতে হয় কেন্দ্রের বারান্দাতে। তবুও নিষ্ঠাভরে কাজ করেন এই কেন্দ্রের কর্মী বর্ণালি রায়। এই কেন্দ্রে শৌচালয়ের ব্যবস্থাটুকু নেই। এই অবস্থায় জমির জটিলতায় শৌচাগার আর পানীয় জলের প্রকল্পের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এই বেহাল দশা নিয়ে প্রশ্ন করায় সিডিপিও আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে এই সমস্যার কথা নথিভুক্ত করতে বলে নিজের দায় এড়িয়েছেন।

# ১০ চাকার লরি প্রাণ কাড়ল গৌরীর

**রাজগঞ্জ, ৮ অক্টোবর :** সাহুডাঙ্গিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল সদ্য উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রীর। মৃতার নাম গৌরী রায় (১৯)। তাঁর বাড়ি সাহুডাঙ্গির পাশের গ্রাম ছত্তরপাড়ায়। অন্যদিনের মতোই কাজ সেরে সাহুডাঙ্গির একটি গোডাউন থেকে বাড়ি ফিরছিলেন গৌরী। সেই সময় পিছন থেকে একটি ১০ চাকার ট্রাক পিষে দিয়ে যায় তাঁকে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গৌরীর। খবর পেয়ে ভোরের আলো ও নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী দীনবন্ধু রায় বলেন, 'ওই তরুণী সাইকেল নিয়ে রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলাম একটি দ্রুতগতির ১০ চাকার লরি তাকে পিষে দিয়ে চলে গেল।'

ছত্তরপাড়ার বাসিন্দা ধনেশ্বর রায়ের ছোট মেয়ে গৌরী। এবছরই তিনি উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছেন সাহুডাঙ্গি পিকে রায় হাইস্কুল থেকে। ধনেশ্বর পেশায় রিকশাচালক হলেও শরীর ভালো না থাকায় এখন ঠিকভাবে রিকশা চালাতে পারেন না তিনি। সংসারের হাল ধরতে গৌরী কলেজে ভর্তি হননি। স্থানীয় একটি গোডাউনে কাজ নেন গৌরী। তাঁর উপার্জন দিয়েই চলছিল তিনজনের সংসার। এই মৃত্যুতে ভেসে যাওয়ার মুখে পরিবারটি। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘাতক গাড়িটিকে ধরার চেষ্টা চলছে।

# হাতির হানায় নিহত

**বেলাকোবা, ৮ অক্টোবর :** আমবাড়ি রেঞ্জের সরস্বতীপুর চা বাগানে বুধবার হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। মৃতের নাম লালু ওরাওঁ (৪৫)। এডিএফও রাজীব থাপা ও গজলডোবা ফাঁড়ির ওসি হিরু সরকার ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠান।

## ময়নাগুড়িতে প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন

# 'ভেজাল' ঘি-কে হোমমেড বলে বিক্রি

**বাণীব্রত চক্রবর্তী**

**ময়নাগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** ঘরের রান্না কিংবা রেস্তোরাঁর রকমারি পদ, খাবারের স্বাদ অতুলনীয় করতে একটু ঘি-ই যথেষ্ট। বিভিন্ন ফাস্ট ফুডে দেদার ঘি ব্যবহার হয়। আর উৎসব-অনুষ্ঠানের রান্নায় তো কথাই নেই। ফলে সময়কাল ভেদে সারাবছরই ঘি-এর ব্যাপক চাহিদা। সেই সুযোগে ঘি বিক্রিও হচ্ছে দেদার। হাটবাজার, পাড়ার দোকানে রমরমা বিক্রি। ময়নাগুড়ি তো বটেই, উত্তরের অন্য জেলাতেও ছবিটা কমবেশি একই। কিন্তু, ঘি হিসেবে যা বিক্রি হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ময়নাগুড়িতে দোকানের সামনে থরেথরে সাজানো নানা সাইজের কৌটো। কোনওটা ২০০ গ্রাম, কোনওটা আবার ৫০০ গ্রামের। তাতে কোনও কোম্পানির লোগোও নেই। ঢাকনিতেও সিল নেই। অনায়াসে খোলাও যায়। অথচ, ব্র্যান্ডেড ঘিতে রয়েছে লোগো, ঢাকনিও সিল করা। শহরবাসীর একাংশ বলছেন, ঘি-এর নামে বাজারে ছেয়েছে 'ভেজাল' ঘি। যাতে থাকা পাম তেল সহ নানা পদার্থ শরীরের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক। অথচ, সেই জিনিসই ঘি-এর নামে দেদার বিক্রি করা হচ্ছে। ব্র্যান্ড নেমহীন একশো থেকে এক কেজির কনটেনারের ঘি-এর দাম ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা। কোনও কোনও দোকানে তারও বেশি। ঘি তৈরিতে কতটুকু দুধ ব্যবহৃত হচ্ছে সেটাও অজানা। হরেকরকম সাইজের কৌটোয় সেই ঘি পাড়ি দিচ্ছে গ্রামে গ্রামে।

কিন্তু কোথায় তৈরি হচ্ছে এই ঘি? জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে এই ঘি ছেয়েছে। কিছুটা আসে বিহার এবং ওডিশা থেকে। গোপনীয়তা রক্ষা করে বসতবাড়ির আড়ালে এই ঘি তৈরির পর উত্তরের বিভিন্ন বাজারে পাচার করা হচ্ছে।

### অভিনব উপায়

- লেবেললোগোহীন কৌটোয় ঘি বিক্রি
- ঢাকনি সহজেই হাতে খোলা যায়
- তাতে ক্ষতিকর পাম তেল ব্যবহার
- হোমমেড বলে উত্তরের বিভিন্ন বাজারে পাচার
- ময়নাগুড়িতে এই ঘি-এর বিক্রিতে প্রশাসনের কোনও নজরদারি নেই

ময়নাগুড়ি শহরের এক মিষ্টি ব্যবসায়ীর কথায়, বহু বছর আগে কাঁধে বাঁক নিয়ে বিহারের কিছু ব্যবসায়ী উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বাজারে গাওয়া ঘি ফেরি করতেন। ব্যবসা জমে ওঠায় বংশপরম্পরায় তাঁদেরই কেউ কেউ এখন জাঁকিয়ে বসেছেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউত বলেন, 'গোটা উত্তরবঙ্গজুড়েই এই চিত্র নজরে পড়েছে। ঘি-এর কৌটোতে কোনও লেবেল নেই। ছিপিতে সিল নেই। কড়া প্রশাসনিক মনিটরিং প্রয়োজন।' এই ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'পুরসভার সেই পরিকাঠামো নেই। তবে আমরা বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানাব।'

সুদেব সাহা নামে ময়নাগুড়ির এক বাসিন্দা বলেন, 'বিক্রেতারা এটিকে এক নম্বর নির্ভেজাল ঘি বলে দাবি করছেন। বলছেন এটি নাকি হোমমেড। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কৌটোয় কোনও ব্র্যান্ডনেম নেই।' ময়নাগুড়ি বাজার মুদিখানা ব্যবসায়ীর ইউনিট সম্পাদক নয়ন সাহা বলেন, 'আমি একটি মাত্র ব্র্যান্ডেড ঘি ছাড়া অন্য কোনও ঘি দোকানে রাখি না। শুনেছি, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে লেবেল ছাড়া ঘি আসে।' ময়নাগুড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সহ সভাপতি শ্যামল ব্রহ্ম বলেন, 'প্রতিটি ঘরেই ঘি ব্যবহৃত হয়। এখন সব দোকানেই হাতে ঢাকনি আটকানো, লেবেল ছাড়া ঘি মিলছে। এগুলো কতটা স্বাস্থ্যসম্মত তা প্রশাসনের নজরদারি করা উচিত।'

এই ব্যাপারে ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। জলপাইগুড়ি জেলার ফুডসেফটি অফিসার রাজেন রাই বলেন, 'শীঘ্রই বাজার থেকে নমুনা সংগ্রহ করার বন্দোবস্ত করা হবে। লেবেলহীন ঘি বাজারে বিক্রি করতে দেওয়া হবে না।'

### ছোট্ট তারা

বেলাকোবা বিবেকানন্দ কলোনির দ্রুহিমা সরকার জলপাইগুড়ি হোলি চাইল্ড স্কুলে পড়ে। সে গান এবং নাচে পারদর্শী। সম্প্রতি সর্বভারতীয় জেলাভিত্তিক প্রতিযোগিতায় নৃত্যে পুরস্কৃত হয়েছে সে।

# মেটেলি থেকে গাড়ি উদ্ধার

**শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা ইজাক সুব্বার সঙ্গে চলতি বছরের শুরুতে পরিচয় হয়েছিল দেবীডাঙ্গার বাসিন্দা জনৈক ব্যক্তির। তিনি জানান, তাঁর নাম 'অরিজিৎ সিং'। তাঁর সঙ্গে ইজাক একটি চুক্তি করেন। সেইমতো একটি গাড়ি তিনি 'অরিজিৎ'-কে বিক্রি করে দেন। ঠিক হয়, গাড়ির দাম বাবদ পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে কিস্তিতে শোধ দেবেন 'অরিজিৎ'। ইজাকের হাতে দেবেন ৭০ হাজার টাকা। সেইমতো তৈরি হয় চুক্তিপত্র। এরপরই গাড়ি নিয়ে উধাও হয়ে যান 'অরিজিৎ'। ফোনেও তাঁকে না পেয়ে চলতি মাসের ১ তারিখ প্রধাননগর থানার দ্বারস্থ হন ইজাক। পুলিশ তদন্তে নেমে চুক্তিপত্রে দেওয়া মোবাইল নম্বরের সূত্র ধরে জানতে পারে, ওই ব্যক্তির আসল নাম নন্দন বিশ্বাস। তিনি মালবাজারের বাসিন্দা। চুক্তি করে কেনা গাড়ি তিনি ইতিমধ্যেই বিক্রি করে দিয়েছেন। ঘটনায় নন্দন সহ চারজন গ্রেপ্তার হয়েছে। বুধবার রাতে গাড়িটি মেটেলির শালবাড়ি মোড় থেকে উদ্ধার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

ক্রান্তি গোরুহাটির বেহাল রাস্তা। -সংবাদচিত্র

# বেহাল রাস্তা নিয়ে অতিষ্ঠ গ্রামবাসী

**ক্রান্তি, ৮ অক্টোবর :** ক্রান্তি ব্লকের ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত গোরুহাটির জলকাদা ভর্তি রাস্তায় ক্ষোভ জন্মেছে স্থানীয়দের। বর্ষাকাল হওয়ায় মশামাছির উৎপাত বাসিন্দাদের আরও সমস্যা বাড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা একাধিকবার রাস্তাটি পাকা করার দাবিতে সরব হলেও আমল দেয়নি প্রশাসন। বিষয়টি নিয়ে প্রবল ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। আগামীদিনে রাস্তা নিয়ে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

প্রতি মঙ্গলবার ক্রান্তিতে সাপ্তাহিক হাট বসে। শুধু ক্রান্তিই নয়, সাপ্তাহিক হাটের দিন চ্যাংমারি, রাজাডাঙ্গা, চাঁপাডাঙ্গার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার লোকজনও এই হাটের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল। হাটে আবর্জনা, নিকাশি ব্যবস্থার নির্দিষ্ট কোনও জায়গা না থাকায় গোরুহাটি সংলগ্ন এলাকায় যত্রতত্র আবর্জনা পড়ে থাকে। ফলে প্রচণ্ড দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়।

ক্রান্তি হাট চত্বরের একদম পাশেই রয়েছে গোরুহাটি এলাকা। বৃষ্টি হলেই জলকাদায় এই এলাকাটি ভরে থাকে। ফলে সেই সময় রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করাই দায় হয়ে ওঠে স্থানীয়দের। বহুবার প্রশাসনের কাছে এই রাস্তাটি পাকা করার দাবি জানিয়েও সুরাহা হয়নি।

এলাকাবাসী রাজু দেবনাথের কথায়, 'সারাবছর হাটের দুর্গন্ধ তো থাকেই। এর সঙ্গে বর্ষাকালে রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করাই যায় না। বর্ষার দিনগুলোতে খুবই কষ্ট হয়। জলকাদা মাড়িয়ে আমাদের বছরের পর বছর যাতায়াত করতে হচ্ছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ সরকার বললেন, ''এর আগে 'দিদিকে বলো'-তে অভিযোগ করেও কোনও সমাধান হয়নি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরেও রাস্তাটি সংস্কারের ব্যাপারে আবেদন করা হয়েছিল। পাশেই রয়েছে শিশুদের জন্য দুটো স্কুল। পড়ুয়াদের পাশাপাশি অভিভাবকদেরও প্রতিদিন সমস্যায় পড়তে হয়। রাস্তাটি সংস্কারের বিষয়ে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ চোখে পড়ছে না।''

রাস্তার সমস্যার কথা জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা নকুল সাহা, সন্তোষ মণ্ডল, দীপক মণ্ডল, মনোরঞ্জন রায়রা। তাঁদের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টি হলেও গোরুহাটি এলাকা জলকাদায় ভরে ওঠে। এলাকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি ক্রান্তি বাজারের বহু মানুষ রাস্তাটি ব্যবহার করে দৈনন্দিন কাজ করে থাকেন। রাস্তাটির শোচনীয় অবস্থা হওয়ায় আমাদের খুব সমস্যা হচ্ছে।

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'গোরুহাটি সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বেশ কয়েকটি রাস্তা পঞ্চায়েত সমিতির অ্যাকশন প্ল্যানে ধরা আছে। আগামীদিনে রাস্তাগুলো নির্মাণ হবে।'

# সংকটে ফাটাপুকুরের অস্তিত্ব, সংস্কার দাবি

**রামপ্রসাদ মোদক**

**রাজগঞ্জ, ৮ অক্টোবর :** যে পুকুরের নামে জায়গার নাম সেই পুকুরের অস্তিত্ব সংকটে। কথা হচ্ছে রাজগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত শতাব্দীপ্রাচীন ফাটাপুকুরের। এই পুকুরের নামে জাতীয় সড়কের পাশে একটি মোড় রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পুকুরটির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই মোড় দিয়ে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি যাতায়াত করা সব সরকারি ও বেসরকারি বাস যায়। এমনকি দূরপাল্লার বাসগুলিও এই মোড়ে দাঁড়ায়। এই এলাকায় জেলার সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, রাজগঞ্জ বিএলএলআরও অফিস ছাড়াও দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের শাখা রয়েছে। প্রতিদিন এই এলাকা দিয়ে হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। জাতীয় সড়কের পাশে রয়েছে সুবিশাল এই ফাটাপুকুর।

এবিষয়ে পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পাপিয়া সরকার বলেন, 'আমিও চাই পুকুরটি সংস্কার করে সৌন্দর্যায়ন করা হোক। কিন্তু এই কাজের জন্য যে বিশাল অঙ্কের টাকা প্রয়োজন সেই পরিমাণ টাকা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে খরচ করা সম্ভব নয়। তাই বিষয়টি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে জানিয়েছি।'

রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির দলনেত্রী সর্বাণী ধারা বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আমি এসজেডিএ-র চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেছিলাম। এমনকি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরে পুকুরটি সৌন্দর্যায়নের আবেদন জানানো হয়েছে।'

বছর চারেক আগেও শীতের সময় এখানে হাজারেরও বেশি পরিযায়ী পাখি আসত। কয়েক বছর আগে রাজগঞ্জ মৎস্য সমবায় সমিতি এই পুকুর লিজে নিয়ে মাছ চাষ করেছিল। কিন্তু গত তিন বছর ধরে এখানে মাছ চাষ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণ হওয়ার পর জাতীয় সড়ক দখল করে থাকা বেশকিছু দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর ওই পুকুরের ওপর মাটি ফেলে নতুন করে কিছু দোকান গজিয়ে উঠেছে। পুকুরের চারপাশের উঁচু পাড়ের মতো অংশ দখল হয়ে গিয়েছে। ফলে পুকুরটি যেমন আকারে একটু ছোট হয়ে গিয়েছে তেমনি কচুরিপানা ও আগাছায় ঢেকে গিয়েছে। দূর থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই ওখানে কোনও পুকুর রয়েছে। মনে হয় যেন একটি পরিত্যক্ত মাঠ। কিছুদিন আগে বিডিও অফিসের তরফে এই দখলদারদের উঠে যেতে বলা হলেও তাঁরা এখনও সেখানে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী মাধাই দাস বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমরা স্থানীয় প্রশাসনের কাছে পুকুরটি সংস্কার করার দাবি জানাচ্ছি। কিন্তু বর্তমান সরকার ও প্রশাসন এবিষয়ে উদাসীন।'

কচুরিপানা-আগাছায় ঢেকে গিয়েছে ঐতিহ্যবাহী ফাটাপুকুর।

### বর্তমান অবস্থা

- জাতীয় সড়কের পাশে ফাটাপুকুর দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার করা হয়নি
- পুকুরটি আগাছায় ঢেকে গিয়েছে
- পুকুরের চারপাশের উঁচু পাড়ের মতো অংশ দখল করে কেউ কেউ দোকান খুলেছেন
- আগে শীতকালে ওই পুকুরে পরিযায়ী পাখি এলেও এখন আর কোনও পাখি আসে না

পুকুরের এমন অবস্থা দেখে স্থানীয়দের একাংশ পুকুরটি সংস্কার করার দাবি জানিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দা পঙ্কজ গুহ বলেন, 'আমরা চাই পুকুরের চারপাশ ঘিরে দেওয়া হোক। এছাড়া পুকুরটিকে আগাছামুক্ত করে শহরের অন্যান্য পুকুরগুলির মতো করে সাজিয়ে তোলা হোক।' পুকুরের পাশেই বাড়ি যাদব দত্তের। তিনি বলেন, 'পুকুরটি দেখলে মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে। অবিলম্বে পুকুরের আগাছা পরিষ্কার করা উচিত।'

## কোথাও বইপত্র ভেসে গিয়েছে, কোথাও নেই স্কুলই

# ধ্বংসের ক্ষত শিক্ষাতেও

**জলপাইগুড়ি ব্যুরো**

**৮ অক্টোবর :** যেন বানের জলে ভেসে গিয়েছে পড়াশোনা। দুর্যোগে বিপর্যস্ত গ্রামগুলিতে কোথাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে প্রাথমিক স্কুল। বইপত্র তো বটেই, জলের তোড়ে কোথাও একটা ভেসে গিয়েছে স্কুল ইউনিফর্মও। এরপর পড়াশোনা আর কী করে হবে, সেটাই ভাবছেন পড়ুয়া থেকে শিক্ষিকারা।

শনিবার রাতের বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাসে বালুখোলা নদীর আগ্রাসনে সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাড়টন্ডু অ্যাডিশনাল প্রাথমিক স্কুল এখন ধ্বংসস্তূপ। ভেঙে গিয়েছে একটি শ্রেণিকক্ষ। ওই গ্রামের স্কুলের অন্তত ৮০ জন খুদে ছাত্রছাত্রীর এখন আর বইপত্র নেই। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজেন্দ্র ওরাওঁ বলেন, 'অনেক কষ্ট করে স্কুলটিকে সাজিয়ে তুলেছিলাম। যা পরিস্থিতি হয়েছে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারব বলে মনে হয় না।'

মঙ্গলবারই নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির কাছে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের মমতা মাহালি। মমতা মালবাজারের পুষ্পিকা গার্লস হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী। হস্টেলে থেকেই পড়াশোনা করে। পুজোর ছুটিতে বাড়ি ফিরেছিল। সেটাই কাল হল। শনিবারের প্রবল বৃষ্টিতে বইপত্র সব জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। মেয়েটির বাড়ি বলতেও এখন আর কিছু বেঁচে নেই। বর্তমানে পরিবারটির ঠিকানা স্থানীয় কারখানার ত্রাণশিবির। বামনডাঙ্গা বাগানটির অধিকাংশ পড়ুয়ার অবস্থাই এক। একই ছবি চোখে পড়ল ময়নাগুড়ির আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিধ্বস্ত এলাকার স্কুলগুলিতে গিয়েও। যেসব স্কুলে ত্রাণশিবির চলছে, সেখানেও পরিস্থিতি কবে স্কুল খোলার মতো হবে, বলতে পারলেন না কেউই। যেমন, ধূপগুড়িতে গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বগরিবাড়ি চরচরাবাড়ির বাসিন্দারা পাশের স্কুলে আশ্রয় নিয়েছেন। ফলে বগরিবাড়ি এবং চরচরাবাড়ির স্কুলগুলিতে কবে থেকে স্বাভাবিক পঠনপাঠন শুরু হবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।

মডেল ভিলেজ ও লাগোয়া ১৮ নম্বর লাইনের শতাধিক প্রাথমিকের পড়ুয়ারও বইপত্র বলতে আর কিছুই নেই। ভেসে গিয়েছে ইউনিফর্মও। মমতার কথায়, 'আমার ভাইয়েরও সব বই ভেসে গিয়েছে। এখন মাঝ বছরে এসে কীভাবে নতুন করে বই পাব, পড়াশোনাই বা কী করে শুরু করব, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ময়নাগুড়ি নর্থ সার্কেলের আমগুড়ি এবং রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচটি স্কুলেও দুর্যোগের ছাপ স্পষ্ট। ভেঙে গিয়েছে বেতগাড়া চারেরবাড়ি মথুরামোহন উচ্চবিদ্যালয়, বেতগাড়া নিউ কোলোনি গার্লস জুনিয়ার স্কুল, আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িবাড়ি বিএফপি স্কুল, চারেরবাড়ি বেতগাড়া বিএম প্রাইমারি স্কুল ও রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ডোববাড়ি প্রাইমারি স্কুল। এর মধ্যে আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়িবাড়ি বিএফপি স্কুল, চারেরবাড়ি বেতগাড়া বিএম প্রাইমারি স্কুল এবং রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ডোববাড়ি প্রাইমারি স্কুলে বন্যা পরিস্থিতির প্রভাব সব থেকে বেশি। বিপর্যয়ের ফলে বিভিন্ন স্কুলের যাবতীয় নথি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। নষ্ট হয়েছে মিড-ডে মিলের সামগ্রীও।

বুধবার থেকে পড়ুয়াদের বই, খাতা দেওয়া শুরু হয়েছে। ময়নাগুড়ি নর্থ সার্কেলের স্কুল ইনস্পেকটর নবনীতা মুখোপাধ্যায় বললেন, 'দুর্যোগের ফলে পাঁচটি বিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ নথি সহ অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট হওয়ার খবর মিলেছে। যেসব পড়ুয়ার বইখাতা ভেসে গিয়েছে, তাদের প্রত্যেককে এদিন থেকে বইখাতা দেওয়া শুরু করেছি।'

নাগরাকাটার অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিজয়চন্দ্র রায় জানালেন, বানভাসি এলাকার যেসব পড়ুয়ার বইপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে, প্রধান শিক্ষকদের থেকে সেই তথ্য ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করা হচ্ছে। নতুন বইখাতা দেওয়া হবে সকলকেই।

ছাড়টন্ডু অ্যাডিশনাল প্রাথমিক স্কুলের নষ্ট হয়ে যাওয়া বই ও নথিপত্র।

### ধ্বংসলীলার রেশ

- বালুখোলা নদীর আগ্রাসনে ছাড়টন্ডু অ্যাডিশনাল প্রাথমিক স্কুল এখন ধ্বংসস্তূপ
- বেশিরভাগ স্কুলের যাবতীয় নথি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, নষ্ট হয়েছে মিড-ডে মিলের সামগ্রীও
- কয়েকটি স্কুলে ত্রাণশিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে

## জেলায় ডেঙ্গির প্রকোপ রুখতে নজরদারি

**সৌরভ দেব**

**জলপাইগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** গতবছরের তুলনায় জলপাইগুড়ি জেলায় বাড়ল ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। চলতি বছর এদিন পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫৪। সংখ্যাটা এখনও পর্যন্ত গতবছরের অক্টোবর মাসের তুলনায় অনেকটাই বেশি। আর সেটাই উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে। সম্প্রতি আবার বৃষ্টিতে জেলার অধিকাংশ এলাকাতেই তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। বানভাসি সেই এলাকাগুলিতে যাতে ডেঙ্গির প্রকোপ না বাড়ে, সেজন্য বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিল মাস পর্যন্ত ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় অনেকটাই কম ছিল। কিন্তু আচমকাই মে এবং জুন মাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যায়। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গতবছর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৬২৭ জন। গতবছর অক্টোবর মাস পর্যন্ত জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫৫৭। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে চলতি বছর অক্টোবর মাসের শুরুতেই জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে ছয়শোর ঘর পেরিয়ে গিয়েছে। বছর শেষ হতে এখনও আড়াই মাসের মতো বাকি রয়েছে। তাই আক্রান্তের সংখ্যা যে বাড়বে, সেটাই আশঙ্কা চিকিৎসকদের একাংশের।

বন্যা পরিস্থিতির পর নাগরাকাটা, ধূপগুড়ি, বানারহাট এবং ময়নাগুড়ি ব্লকে ডেঙ্গি নিয়ে বিশেষ তৎপরতা শুরু হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে। আক্রান্তের সংখ্যা আবার জেলার মধ্যে সবথেকে বেশি নাগরাকাটা ব্লকে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার অবশ্য আশাবাদী এরপর ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা খুব একটা বাড়বে না। তিনি বললেন, 'শীত শুরু হলেই ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা কমে যায়। ইতিমধ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ফলে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা কমবে, এটাই স্বাভাবিক। তবে বানভাসি ব্লকগুলোতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।'

চলতি বছর জেলায় নাগরাকাটা ব্লকে সব থেকে বেশি ২৬৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন। জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মেটেলি ব্লক। এই ব্লকে এখনও পর্যন্ত ৭৭ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। জলপাইগুড়ি সদর এবং রাজগঞ্জ ব্লকে যথাক্রমে ৫৪ এবং ৫৮ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। এছাড়া, বানারহাট এবং ময়নাগুড়ি ব্লকে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫ এবং ৩৯। জেলার পুরসভাগুলোর মধ্যে জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকায় সবথেকে বেশি ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন, ২১ জন। ডেঙ্গির পাশাপাশি জেলায় ম্যালেরিয়া এবং স্ক্রাব টাইফাসেরও প্রকোপ দেখা গিয়েছে। জেলায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৯৩ জন এবং স্ক্রাব টাইফাসে ১৫৪ জন। ডেঙ্গির মতো জেলার মধ্যে ম্যালেরিয়াতেও আক্রান্তের সংখ্যা সবথেকে বেশি নাগরাকাটা ব্লকে, ১৬৫ জন।

### চিন্তার কারণ

- গতবছর অক্টোবর পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়েছিলেন ৫৫৭
- গতবছর ডিসেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৬২৭ জন
- এবছর অক্টোবর পর্যন্ত সেই সংখ্যাটা ৬৫৪
- সবথেকে বেশি আক্রান্ত নাগরাকাটা ব্লকে
- ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যাও জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ওই ব্লকেই

## জল ও খাবারের ব্যবস্থা

**জলপাইগুড়ি ও ধূপগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢুল্লাপাড়ায় বুধবার বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ বিলি করেছে ধূপগুড়ি মহকুমা পুলিশ ও ট্রাফিক গার্ড। এদিন ওই এলাকার প্রায় ২০০ জনকে গামছা, শাড়ি ও কম্বল দেওয়া হয়েছে। এসডিপিও গেলসেন লেপচা বলেন, 'আগামীতেও বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ নিয়ে দুর্গতদের পাশে থাকবে পুলিশ।' গধেয়ারকুঠির তিন গ্রাম বগরিবাড়ি, চরচরাবাড়ি ও ঢুল্লাপাড়া এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির ওপর নজরদারি চালাচ্ছে প্রশাসন।

অন্যদিকে, বগরিবাড়ি ও চরচরাবাড়ি এলাকার পানীয় জলের সংকট মেটাতে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর থেকে ভ্রাম্যমাণ পানীয় জলের গাড়ির বন্দোবস্ত করা হল। সোমবার থেকে তিন গ্রামে এবং গ্রামে তৈরি হওয়া ত্রাণশিবিরগুলিতে গিয়ে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তবে কিছু শিবিরে পানীয় জল দেওয়া হলেও অন্যান্য খাবারও চাইছেন বন্যার্তরা।

মহকুমা শাসক পুষ্পা দোলমা লেপচা ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেলসেন লেপচা সহ অন্য আধিকারিকরা বেতগাড়া কলোনি, গধেয়ারকুঠি হাইস্কুল সহ ক্লাবগুলিতে তৈরি ত্রাণশিবির পরিদর্শন করছেন। তবে বেশকিছু শিবিরে কমিউনিটি কিচেনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে বন্যা এবং ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সাহায্যের জন্য রাজ্যজুড়ে অর্থ এবং ত্রাণ সংগ্রহের ডাক দিয়েছে সিপিএম। এই বিপর্যয়কে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণার দাবি জানিয়ে বুধবার জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন মোহিতনগর গোলগুমটি এলাকায় বন্যাকবলিতদের জন্য অর্থসংগ্রহ কর্মসূচি শুরু করেন সিপিএম কর্মীরা। এদিন চৌরঙ্গি মোড়, গৌরীকোণ, গোলগুমটি, কুমারপাড়া, পালপাড়া এলাকায় অর্থসংগ্রহ করা হয়। আগামী তিনদিন জলপাইগুড়ি শহর এবং সংলগ্ন এলাকায় অর্থসংগ্রহ কর্মসূচি চলবে বলে জানিয়েছেন সিপিএম সদর পশ্চিম এরিয়া কমিটির সম্পাদক শুভাশিস সরকার।

বেতগাড়া কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে ত্রাণশিবিরে চলছে রান্না। বুধবার শুভাশিস বসাকের ক্যামেরায়।

বামনডাঙ্গায় স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলছেন জেলা পুলিশ সুপার। বুধবার।

# পাঁচদিন পরেও দগদগে ঘা

**জলপাইগুড়ি ব্যুরো**

**৮ অক্টোবর :** শনিবারের অভিশপ্ত রাতের পর পেরিয়ে গিয়েছে আস্ত পাঁচটি দিন। তবে এখনও প্লাবনের ভয়ংকর দগদগে ক্ষত নিয়ে অজানা আশঙ্কার চোরাবালিতে জলপাইগুড়ি জেলার একাধিক এলাকা। সমস্ত এলাকার একই ছবি। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মূল রাস্তা, সেতু মেরামতের কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। তবে প্রত্যন্ত এলাকার রাস্তাঘাট এখনও বেহাল। আছে পানীয় জলের সংকট। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে চেষ্টা অব্যাহত। যদিও সর্বস্ব খোয়ানো মানুষরা এখনও জানেন না, কবে মাথা গোঁজার আস্তানা জুটবে!

এদিন ধূপগুড়িতে বেতগাড়া কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ত্রাণশিবিরে আসেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। এ পর্যন্ত নয়জনকে হারিয়েছে নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজ। ধীরে ধীরে ছন্দে ফেরার কাজ শুরু হলেও মন ভালো নেই কারও। বাগানের ফ্যাক্টরিতে প্রায় হাজার তিনেক মানুষ আশ্রয় নিয়ে থাকায় এখনও কাজ শুরু হয়নি।

জলঢাকার নজিরবিহীন জলোচ্ছ্বাসে যাঁরা সব হারিয়েছেন, তাঁদের সুবিধার্থে পুলিশের তরফে আট জায়গায় এদিন শিবির খোলা হয়। ওই শিবির থেকে খোয়া যাওয়া জিনিসের নথিভুক্তি করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। পুলিশকর্মীরা স্থানীয়দের সহযোগিতা করছেন।

বাগান সহ খেরকাটা গ্রামে ঢোকার একমাত্র রাস্তার ওপর টানাটানি সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড সংস্কারের কাজ জোরগতিতে চলছে। এদিন পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত নিজে কাজের তদারকি করেন। তিনি বলেন, 'আশা করছি আর দিন দুয়েকের মধ্যে কাজ শেষ হবে। অন্যান্য রাস্তাঘাট কিংবা সেতু-কালভার্টের সংস্কার চলছে। কোথাও কাজ শেষ হয়েছে। কার্যত শ্মশানের রূপ নেওয়া টন্ডুবস্তিতে এখন হাহাকারের ছবি। স্থানীয় রাজীব মাঝি বলেন, 'দিনে খোলা আকাশের নীচে প্লাস্টিক টাঙিয়ে, ভাঙা বাড়ির সামনেই থাকছি। রাতে আত্মীয়র বাড়িতে চলে যাচ্ছি।' এদিনও বামনডাঙ্গায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ত্রাণ পৌঁছোনোর কাজ অব্যাহত ছিল। ত্রাণসামগ্রী নিয়ে পৌঁছোন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিরা। ছিলেন সংগঠনের জেলা সভাপতি অঞ্জন দাস সহ অন্যরা। ধূপগুড়ির গধেয়ারকুঠিতে ত্রাণ দেয় স্বপন বসাকের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।

ময়নাগুড়ির প্লাবিত এলাকাতেও জোরকদমে চলছে কাজ। কিছু জায়গায় বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে যাওয়ায় সংযোগ ফেরাতে সময় লাগছে। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা সূত্রে খবর, তিনটি ট্রান্সফর্মার এখনও বন্ধ।

### ছন্দে ফেরার চেষ্টা

- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মূল রাস্তা, সেতু মেরামতের কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায়
- প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে চেষ্টা অব্যাহত
- মানুষের সুবিধার্থে পুলিশের তরফে ৮ জায়গায় এদিন শিবির খোলা হয়

## মূর্তি নদীর ভাঙনে বাড়ছে আশঙ্কা

**রহিদুল ইসলাম**

**চালসা, ৮ অক্টোবর :** মূর্তি নদীর ভাঙনে ক্রমশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নদী সংলগ্ন কংক্রিট ও পাথর-তারজালির বাঁধ। তাই ভাঙন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানালেন স্থানীয়রা। তা না হলে মূর্তির বনানী পর্যটক আবাস সহ গোটা পর্যটনকেন্দ্রই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বাঁধের পাশে থাকা মাটির অনেকটা অংশই নদীবক্ষে চলে গিয়েছে। নদীর ধারে পর্যটক আবাস লাগোয়া এলাকায় বহুদিন আগেই কংক্রিট ও পাথর-তারজালির বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সেই বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঁধের একাংশ ভেঙে গিয়েছে। কংক্রিটের ভেতরে থাকা বোল্ডার ও তারজালি বেরিয়ে পড়েছে। তার ওপরে গত ৪ অক্টোবরের প্রবল বৃষ্টির জেরে নদীতেও জল বাড়তেই ক্ষতি আরও বাড়ে। মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান এবিষয়ে বলেন, 'ইতিমধ্যে সেচ বিভাগের আধিকারিকদের সঙ্গে এব্যাপারে বৈঠক হয়েছে। পুরো বিষয়টি তাঁদের জানানো হয়েছে।'

এদিকে মূর্তির পাশে যে এলাকায় ভাঙন হচ্ছে তার কিছুটা দূরেই রয়েছে আই লাভ মূর্তি লেখা ফলক। মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে বানানো পর্যটকদের বসার জায়গারও ক্ষতি হতে শুরু করেছে। এলাকার এক বাসিন্দা সাবুল হক বলেন, 'বর্তমানে মূর্তি নদী গতিপথ পরিবর্তন করে নদীর ধারে থাকা বাঁধের দিকে ক্রমশ সরে আসছে। ইতিমধ্যে বাঁধের বহু জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে কংক্রিটের বাঁধের পাশে থাকা মাটির অংশেও ভাঙন শুরু হয়েছে। দ্রুত বাঁধ ও মাটির ভাঙন রোধে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আরও বড় ক্ষতি হতে পারে।'

## সাপের আতঙ্ক

**আলিপুরদুয়ার, ৮ অক্টোবর :** মেঘভাঙা বৃষ্টি ও ভুটান থেকে আগত জলে আলিপুরদুয়ারের বেশ কয়েকটি নদী প্লাবিত। জলমগ্ন জেলার বিভিন্ন এলাকা। বেশিরভাগ এলাকা এখনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। জল নামলেও পলি কবে সরবে, সেটাই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমত পরিস্থিতে আবার নতুন করে সাপের আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। পাহাড় থেকে অনেক বিষধর সাপ জলের তোড়ে সমতলে চলে এসেছে। সাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে পোকামাকড়ের সংখ্যাটাও। বন্যাকবলিত বিভিন্ন এলাকায় আবার ডায়ারিয়া দেখা দিচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর বিভিন্ন এলাকায় স্বাস্থ্য শিবির করছে। আলিপুরদুয়ার-১, কুমারগ্রাম, কালচিনি সহ জেলার বন্যাকবলিত এলাকায় স্বাস্থ্য শিবিরে জোর দেওয়া হচ্ছে।

## মেয়ের নাম 'বন্যা' রাখবেন, ভাবনা শীলার

**শুভজিৎ দত্ত**

**নাগরাকাটা, ৮ অক্টোবর :** সোমবার গভীর রাতে জঙ্গল ঘেরা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন খেরকাটা গ্রামের অন্তঃসত্ত্বা শীলা খাড়িয়ার সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন বিএমওএইচ এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা। মঙ্গলবার রাতে শীলা জন্ম দিলেন এক কন্যাসন্তানের। বন্যা পরিস্থিতিতে জন্ম, তাই একরত্তির নাম 'বন্যা' রাখা হবে কি না সেটাই এখন ভাবছেন শীলা এবং তাঁর স্বামী তুহিন।

শনিবারের প্রবল বৃষ্টিতে গাঠিয়ার ওপরের সেতুর অ্যাপ্রোচ রোডটাই ভেঙে যায়। তারপর থেকে বিচ্ছিন্ন খেরকাটা গ্রাম। সোমবার রাতে সেখানের বাসিন্দা শীলার প্রসবযন্ত্রণা শুরু হলে বিপদে পড়েন বাড়ির লোকেরা। স্বাস্থ্যকর্মীকে কোনওভাবে খবর দিলে এগিয়ে আসেন বিএমওএইচ ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা।

প্রথমে স্ট্রেচারে রাস্তা পার করা হয়। তারপর বোটে নদী পেরিয়ে শীলাকে অ্যাম্বুল্যান্সে চাপিয়ে নিয়ে আসা হয় সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। শারীরিক পরিস্থিতি জটিল হওয়ায় তাঁকে রেফার করে দেওয়া হয় মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে মঙ্গলবার রাতে কন্যাসন্তানের জন্ম দেন শীলা। বিএমওএইচ বলেন, 'মা এবং মেয়ে দুজনেই সুস্থ আছেন।'

বন্যা পরিস্থিতি এবং ভাঙা পথঘাটের কথা চিন্তা করে কোনও ঝুঁকি না নিয়ে বুধবারও একই কায়দায় খেরকাটার পাঁচজন এবং বামনডাঙ্গার দুই অন্তঃসত্ত্বাকে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর। যদিও তাঁদের সম্ভাব্য প্রসবের দিন আরও কয়েকদিন পরে রয়েছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছেন না স্বাস্থ্যকর্মীরা। এদিন বিএমওএইচের সঙ্গে ছিলেন খেরকাটা গ্রামের আশাকর্মী সুমন ওরাওঁ, বামনডাঙ্গার আশাকর্মী সুষানা সোরেন, ওই দুই এলাকার স্বাস্থ্যকর্মী রাখি বর্মন, অম্বিকা ওরাওঁ, আশা প্রকল্পের ব্লক কোঅর্ডিনেটর মুন্না হক সহ পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মীরা।

বন্যাবিধ্বস্ত এলাকা থেকে অন্তঃসত্ত্বাদের সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছেন স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা। বুধবার সন্ধ্যায়। -সংবাদচিত্র

## পরিদর্শনে রেল আধিকারিকরা

**ময়নাগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** জলের তোড়ে ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন ও জলঢাকা সেতু পরিদর্শনে বুধবার ময়নাগুড়ি বেতগাড়ায় আসেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব। এদিন রেলের জেনারেল ম্যানেজার ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন পরিদর্শনের পর সিদ্ধান্ত নেন, জলের স্রোতে ক্ষতিগ্রস্ত নিউ বেতগাড়া এলাকার ডাউন লাইন আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে। তার বদলে আপ লাইন দিয়ে কিছু ট্রেন চালানো হবে। বাকি ট্রেন মাথাভাঙ্গা হয়ে চলবে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন, 'বেতগাড়া এলাকায় ডাউন লাইনটিতে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় আগামী ১৫ তারিখ পর্যন্ত ডাউন লাইন বন্ধ থাকবে। এর মধ্যে জোরকদমে মেরামতের কাজ চালানো হবে। ১৫ তারিখ রেলের আধিকারিকরা লাইন পরিদর্শন করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন।'

# সাহায্যে সুকান্ত

**জলপাইগুড়ি ব্যুরো**

**৮ অক্টোবর :** জলপাইগুড়িতে বুধবার বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ দিতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন তিনি প্রথমে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিজেপির অধীনে থাকা বোয়ালমারি নন্দনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী নিয়ে হাজির হন। ওই পঞ্চায়েতের তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির ফলে নিঃস্ব পরিবারগুলোর সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

এরপর তিনি ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের খাটোরবাড়ি এলাকায় যান। সেখানে বেতগাড়া কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ত্রাণশিবিরের বন্যাকবলিতদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন। এদিন ধূপগুড়ি ব্লকের বন্যাকবলিত এলাকাতেও ত্রাণ বিলি করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

কলকাতা ফিরে যাওয়ার আগে এদিন বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত বলেন, 'স্কুল পড়ুয়ারা আমাকে জানিয়েছে, তাদের সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা রয়েছে। অথচ তাদের সব বইপত্র জলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি দলের নেতাদের ওই পড়ুয়াদের একটা তালিকা তৈরি করে বই কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছি।' এদিন সুকান্তের সঙ্গে ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, জেলা সভাপতি শ্যামল রায়, প্রাক্তন জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী প্রমুখ।

> স্কুল পড়ুয়ারা আমাকে জানিয়েছে, তাদের সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা রয়েছে। অথচ তাদের সব বইপত্র জলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি দলের নেতাদের ওই পড়ুয়াদের একটা তালিকা তৈরি করে বই কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছি।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

# নাব্যতা কমে বন্যার আশঙ্কা

**গোপাল মণ্ডল**

**বানারহাট, ৮ অক্টোবর :** সারাবছর সেরকম জল না থাকলেও বর্ষাকালে হাতিনালা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। তখন এই হাতিনালা বানারহাট ও বিন্নাগুড়িবাসীর কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গত রবিবার হাতিনালা দিয়ে বয়ে আসা জলে বানারহাট ও বিন্নাগুড়ির কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তাই বানারহাটবাসীর দাবি, প্রশাসন এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান করুক। হঠাৎ করে এলাকায় জল ঢুকে গেলে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের আর্থিক ক্ষতি হয়। অভিযোগ, এর আগে প্রশাসনের কর্তারা এসে এলাকা পরিদর্শন করে গিয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সাম্প্রতিক বৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বেড়েছে।

চামুর্চি থেকে বিন্নাগুড়ির তেলিপাড়া চা বাগানের আংরাভাসা নদীর উৎসস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত এই হাতিনালা সরকারি খাতায় উমেশ খাল নামে পরিচিত। প্রতিবছর এই হাতিনালা বর্ষার মরশুমে রুদ্ররূপ ধারণ করে বানারহাট, লক্ষ্মীপাড়া, বিন্নাগুড়ি, মোরাঘাট, তেলিপাড়া সহ বিস্তীর্ণ এলাকাকে প্লাবিত করে। বানারহাটের বুক চিরে যাওয়া হাতিনালার দুই ধারে বাঁধ দেওয়ার ফলে এই শীর্ণকায় হাতিনালার জলধারণ ক্ষমতা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। যদিও সেচ দপ্তরের অনুমান বানারহাট বাজারে রাজ্য সড়কে হাতিনালার ওপরে থাকা কালভার্টে অতিরিক্ত জল বাধা পেয়ে এই এলাকাগুলি প্লাবিত হচ্ছে। বানারহাট সেচ দপ্তরের মতে, হাতিনালায় প্রতিবছর ড্রেজিং করে নাব্যতা বাড়িয়ে কোনও লাভ হয়নি। পিডব্লিউডি-র কর্তাদের নিয়ে এই এলাকাগুলি পরিদর্শন করানো হলেও পূর্ত দপ্তর বিষয়টিতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না।

বানারহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুবীর দাসের মতে, 'প্রশাসনের উচিত ছিল হাতিনালার গা ঘেঁষে এভাবে বাড়িঘর তৈরি করার অনুমতি না দেওয়া। এগুলি বন্ধ করলে বানারহাট বাজার এলাকায় হাতিনালার প্রসার করা যেত। তাহলে এভাবে বাজারে জল ঢুকে ভোগান্তি হত না।'

ময়নাগুড়ি কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক মধুসূদন কর্মকারের মতে, 'এরকম হঠাৎ ফুলেফেঁপে ওঠা নদী বা নালাগুলির জল থেকে এলাকাকে বাঁচানোর একটাই উপায়, তা হল প্রশাসনকে সবসময় সজাগ থাকতে হবে। নালা বা নদীর পাশে জনবসতি থাকলে তাদের সচেতন করতে হবে।' বীরপাড়া কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ময়না মহন্ত জানান, এই ধরনের নালাগুলি বছরের অন্য সময় একরকমের এবং বর্ষাকালে আরেক রকমের। তাই বর্ষায় জল আসার প্রবণতা বুঝে নালার প্রসার করতে হবে যাতে অতিরিক্ত জল যেতে পারে। না হলে কোনওভাবে জলের অভিমুখ পরিবর্তন করা গেলে তা করতে হবে।

বালি-পাথরে হাতিনালার নাব্যতা কমায় ফের বন্যার আশঙ্কা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ পান্ডা - কে

18.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 89D 17804 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি এবং ডিয়ার লটারির প্রতি আমি সত্যি কৃতজ্ঞ। ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে, এটা আমাকে নতুন আশা দিয়েছে যে আমি এখন আমার পরিবারের জন্য ভালো কিছু করতে পারবো এবং নিজের স্বপ্নগুলি পূরণ করতে পারব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৩৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২ আশ্বিন ১৪৩২

# সংকট গভীরে

সনাতন ধর্মের দোহাই পেড়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের দিকে জুতো ছোড়া মোটেও সাধারণ ঘটনা নয়। অভিযুক্ত আইনজীবী রাকেশ কিশোরের বিরুদ্ধে সেই অর্থে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, এত বড় কাণ্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুধু নিন্দা করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। তা-ও কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রমুখ সরব হওয়ার অনেক পরে তিনি মুখ খোলেন।

প্রধান বিচারপতি বিষয়টি নিয়ে খুব একটা হেলদোল না দেখালেও তাঁর মা ও বোন ঘটনাটিকে কলঙ্কজনক আখ্যা দিয়েছেন। প্রধান বিচারপতির ওপর আক্রমণকে দেশের বিচার ব্যবস্থা ও সংবিধানের মর্যাদার ওপর আঘাত বলে মন্তব্য করেছেন রাহুল। প্রধানমন্ত্রী তাঁর নিন্দাবার্তায় বলেছেন, প্রধান বিচারপতির ওপর আক্রমণ প্রত্যেক ভারতীয়কে ক্ষুব্ধ করেছে। একইসঙ্গে প্রধান বিচারপতি ওই ঘটনার পর নিজেকে শান্ত রাখায় তাঁর প্রশংসা করেন মোদি।

প্রধান বিচারপতিকে জুতো ছোড়া স্বাধীন ভারতে বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে নজিরবিহীন বলা চলে। পদমর্যাদার দিক থেকে প্রধানমন্ত্রীর থেকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নন। দুটিই সাংবিধানিক পদ। এরকম একটি উচ্চ পদাধিকারীর দিকে জুতো ছোড়া ভারতের বিচার ব্যবস্থার চরম অপমান তো বটেই। অভিযুক্ত রাকেশ কিশোরের সাফাই, সনাতন ধর্মের অপমান ভারত সহ্য করবে না। প্রধান বিচারপতি গাভাই অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে ভিন্ন অবস্থান নেন বলে তাঁর দাবি।

প্রধান বিচারপতি গাভাই নিজে দলিত, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং আম্বেদকরবাদী। তাঁর বাবা আরএস গাভাই ছিলেন আম্বেদকরবাদী নেতা ও রাজনীতিক। ১৯৫৬ সালে বিআর আম্বেদকরের সঙ্গে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে প্রধান বিচারপতিকে লক্ষ্য করে জুতো ছোড়া বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা নয়। বরং মনুবাদী, ব্রাহ্মণ্যবাদী, কট্টর হিন্দুত্বের মতাদর্শের অনুসারী ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ওই ঘটনা।

সম্প্রতি রায়বরেলিতে হরিওম বাল্মীকি নামে এক দলিত তরুণকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তার আগে রোহিত ভেমুলা নামে হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দলিত তরুণের আত্মহত্যাকে হেনস্তার জের বলা হয়েছিল। আদিবাসী তরুণের গায়ে প্রস্রাব করার মতো ঘৃণ্য অপরাধও এদেশে ঘটেছে। দলিতদের বিরুদ্ধে একের পর এক অত্যাচারের ঘটনা সামনে এসেছে। অথচ দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাসটুকু দেওয়া ছাড়া কিছুই হয়নি।

দলিত, অনগ্রসর, আদিবাসীদের প্রতি সমাজের একাংশের বক্রদৃষ্টি যে স্বাধীনতার অমৃতকালেও রয়ে গিয়েছে, প্রধান বিচারপতি গাভাইয়ের দিকে জুতো ছোড়া তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। বিরোধী শিবির দলিতদের ওপর অত্যাচারের নিন্দা করে ঠিকই। কিন্তু দলিতবিরোধী মানসিকতা এখনও কোণঠাসা হয়নি। উগ্র হিন্দুত্বের ধ্বজাধারীরা উচ্চবর্ণের প্রাধান্য চান। জাতপাত, ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সবাই যে ভারতবাসী, সেটা এখনও তাঁরা বুঝতে চান না।

হরিওম বাল্মীকির হত্যার নিন্দায় রাহুল এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, রায়বরেলিতে যা হয়েছে, তা দেশের সংবিধানের প্রতি ঘোরতর অপরাধ। ভারতে মেরুকরণ এখন প্রকট। আমরা-ওরার বিভাজনরেখায় চিহ্নিত করা হচ্ছে মানুষকে। ভাগবাঁটোয়ারার যে বীজ দেশভাগের সময় বপন করা হয়েছিল, তা এখন মহীরুহের আকার নিয়েছে। তার শিকড় ছড়াচ্ছে সমাজের অন্দরে। কখনও জাতপাত, কখনও ভাষা আবার কখনও ধর্ম নিয়ে।

এই বিভাজনকে সূক্ষ্মভাবে রাজনীতির অস্ত্রে পরিণত করা হচ্ছে। তাতে আমজনতাকে শামিল করানো হচ্ছে। ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে সকলেই যে মানুষ- সেই সরল সত্যিটাকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যে ভারত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিল, যে ভারত হাজারো অমিলের মধ্যে 'মিলে সুর মেরা-তুমহারা' ছন্দ-তালে একত্রিত হয়েছিল, সেই ভারতে বিভাজন ও বিভেদ ক্রমশ বাড়ছে। প্রধান বিচারপতির দিকে জুতো ছোড়া বা দলিত তরুণকে হত্যা তারই অশনিসংকেত।

## অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

# নদী-পাহাড়ের ব্যবস্থাপনা সময়ের দাবি

নদীকে আটকে রাখা মানে বিপদকে জমিয়ে রাখা। বরং অতিরিক্ত জল মাটিতে শোষণের ব্যবস্থায় নদীতীরে চাপ কমে।

**আবীরলাল**

প্রকৃতি হঠাৎ রুদ্ররূপ ধারণ করেছে। মানুষ বড়ই অসহায় সেই প্রলয়ের সামনে। চারদিকে জলের উথালপাতাল তরঙ্গে ভেসে গিয়েছে ঘরবাড়ি, মাঠ, ফসল, গবাদিপশু, এমনকি মানুষের স্বপ্নও। এই ভয়াবহতা মানুষের অদূরদর্শিতা, সরকারি অবহেলা আর পরিবেশের প্রতি দীর্ঘদিনের অপরাধের ফল। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে উত্তরবঙ্গ বরাবরই বন্যাপ্রবণ। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বৃষ্টিপাত এখন অনিয়মিত ও অস্বাভাবিকভাবে তীব্র। ফলে নদীর জলধারণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে।

প্রকৃতির এই ক্রোধের পেছনে মানুষের ভূমিকা অনেকটাই। একের পর এক বাঁধ ও ব্যারেজে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ। তাছাড়া যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না থাকায় অতিবৃষ্টিতে সেই বাঁধের গেট খুলে দিতে হলে বাড়তি জল গ্রাস করে অববাহিকা অঞ্চলকে। নদীর তীর দখল করে গড়ে উঠেছে বাড়িঘর, বাজার, বিলাসবহুল রিসর্ট। ফলে নদী তার প্রাকৃতিক প্রস্থ হারিয়েছে। নদীর পুনঃখনন, বাঁধ সংস্কার, পাহাড়-বন সংরক্ষণ ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নেই বললেই চলে। উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতিজনিত সমস্যার ব্যাপ্তি অনেকটাই। এখানকার অধিকাংশ নদীর উৎস সিকিম ও ভুটান। এই কারণে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক নদী ব্যবস্থাপনা চুক্তি যাতে সবাই মিলে নদীগুলোর জলবণ্টন ও ব্যবস্থাপনা করতে পারে। লাগাতার বননিধন, অবৈধভাবে বালি উত্তোলন, নদী দখল, পাহাড় কেটে রিসর্ট ইত্যাদিতে প্রকৃতির ভারসাম্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বন ধ্বংসে পাহাড়ের মাটি ধারণক্ষমতা কমে যায়। ফলে অল্প বৃষ্টিতে ভূমিধস হয়। সেই মাটিতে নদী ভরাট হয়। ফলে পরের বৃষ্টিতেই নদী উপচে পড়ে। প্রশাসন রাজনৈতিক চাপে মুখ বুজে থাকে আর নদী ধীরে ধীরে প্রাণ হারায়।

বন্যা মোকাবিলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক আগাম সতর্কতা ও তথ্যভিত্তিক পূর্বাভাসের ব্যবস্থা। জাপান, নেদারল্যান্ডস ও দক্ষিণ কোরিয়া এক্ষেত্রে বিশ্বে অগ্রগামী। সেখানে নদীর জলস্তর, মাটির আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা এবং উপগ্রহচিত্রের তথ্য একত্র করে এআইভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের আগেই জানা যায় কোন অঞ্চলে কত জল নামবে, নদীর কোন অংশ উপচে পড়তে পারে, কোথায় লোক সরাতে হবে। এই ধরনের ব্যবস্থায় উত্তরে তিস্তা বা মহানন্দার তীরে সেন্সর বসিয়ে রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহ করা গেলে কয়েক ঘণ্টা আগেই বন্যার বার্তা প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে যাবে। এতে প্রাণহানি অনেক কমানো সম্ভব। অসমের ফ্লাড মনিটরিং সিস্টেম আরও উন্নত করে উত্তরবঙ্গে তৈরি করা যেতে পারে বাংলার নিজস্ব মডেল।

এরপর আসে নদী ব্যবস্থাপনা। সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে অবস্থিত নেদারল্যান্ডস বন্যা নিয়ন্ত্রণে এখন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তারা ব্যবহার করে ডেল্টা নামে এক অনন্য প্রকল্প, যেখানে বাঁধ, স্লুইস গেট, কৃত্রিম জলাধার ও ভাসমান বাঁধ একত্রে কাজ করে। এই প্রযুক্তি অনুসরণ করে উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জন্য পরিকল্পনা করা যেতে পারে। যেখানে জল ধীরে ধীরে প্রবাহিত করে দেওয়াই হবে মূল লক্ষ্য। কারণ, আধুনিক হাইড্রোলজি অনুযায়ী, নদীকে আটকে রাখা মানেই বিপদকে জমিয়ে রাখা। বরং নদীর জন্য একাধিক ক্ষুদ্র জলাধার, বাঁকের কাছাকাছি রেঞ্জার পয়েন্ট ও কৃত্রিম ওয়েটল্যান্ড তৈরি করা হলে, অতিরিক্ত জল প্রাকৃতিকভাবে মাটিতে শোষিত হবে এবং নদীতীরে চাপ কমবে।

বাংলাদেশেও ফ্লাড এমব্যাংকমেন্ট ও আর্লি ওয়ার্নিং টেক সিস্টেম চালু হয়েছে। এর মাধ্যমে মোবাইলে মেসেজ পাঠিয়ে মানুষকে আগে থেকে সতর্ক করা যায়। উত্তরবঙ্গে একইভাবে পঞ্চায়েত পর্যায়ে ডিজিটাল বন্যা সতর্কতাকেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব। সরকার তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার আগে এই কেন্দ্রগুলিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকেত পাঠালে বাসিন্দারা ঘণ্টাখানেক আগেই নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারবেন। ত্রাণে ড্রোন প্রযুক্তির ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন চিন ও থাইল্যান্ডে করা হয়। যেখানে ড্রোন দিয়ে বন্যাপীড়িত অঞ্চলের বাস্তব চিত্র দেখে পাঠানো হয় ত্রাণ ও ওষুধ।

তবে শুধু প্রযুক্তি যথেষ্ট নয়, দরকার পরিকল্পনাবদ্ধ নগর ও গ্রামীণ অবকাঠামো। উত্তরবঙ্গের শহর ও গ্রামগুলিতে পরিকল্পনাহীন বসতি নদীর প্রাকৃতিক প্রবাহকে বন্ধ করে দিয়েছে। এখনই প্রয়োজন নদী সংলগ্ন ১০০ মিটার অঞ্চলকে ফ্লাড বাফার জোন ঘোষণা করা, যাতে সেখানে কোনও নির্মাণ না হয়। এই নীতি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও নেদারল্যান্ডস প্রয়োগ করেছে। সেখানে নদীর ধার বরাবর সবুজ পার্ক বা উন্মুক্ত এলাকা রাখা হয়। বন্যার সময় এই জমিগুলো জল শোষণ করে, শহরকে রক্ষা করে। উত্তরবঙ্গেও তিস্তা বা তোর্ষার ধার ধরে এমন সবুজ বাফার তৈরি গেলে নদী নিজের গতিপথ ফিরে পাবে এবং ভাঙন কমে যাবে।

হিমালয়ের পাদদেশে লাগাতার বন কেটে ফেলার ফলে মাটির বাঁধন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই ভূমিধস হয়, মাটি গিয়ে নদীতে পড়ে, নদী ভরাট হয়ে যায়। ভুটান এই সমস্যা মোকাবিলায় ইকো-স্লোপ ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। যেখানে পাহাড়ের ঢালে কংক্রিটের পরিবর্তে গাছপালা ও বাঁশের গাছ দিয়ে প্রাকৃতিক প্রাচীর তৈরি করা হয়। যা মাটিতে জল ধরে রাখে, জলাধারও পুনরুজ্জীবিত হয়। উত্তরবঙ্গে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা গেলে পাহাড়ের মাটি রক্ষা পাবে, নদীতে পলি জমা কমবে, বন্যার চাপ হ্রাস পাবে। বন্যা রোধে জলধারণ ক্ষেত্র নির্মাণ করা যায়। চিন, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে শহরের পাশে বড় বড় কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করা হয়েছে। যেখানে বর্ষার অতিরিক্ত জল জমে থাকে। পরে সেই জল কৃষি ও পানীয়ের কাজে ব্যবহার হয়। উত্তরবঙ্গে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু নীচু জমি চিহ্নিত করে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করলে বন্যা রোধ হবে। আবার খরার সময়ে এই জল কাজে লাগবে।

বন্যা প্রতিরোধে উন্নত দেশগুলো এখন 'স্মার্ট রিভার' ধারণা ব্যবহার করছে। অর্থাৎ নদীকে প্রযুক্তিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। নদীর তীর ধরে বসানো হচ্ছে সেন্সর, স্যাটেলাইট কানেকশন ও আইওটি ডিভাইস, যা প্রতি ঘণ্টায় জানাচ্ছে নদীর গতি, গভীরতা, জলস্তর, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। এই তথ্য কম্পিউটার অ্যালগরিদম বিশ্লেষণ করে বিপদের পূর্বাভাস দেয়। এই প্রযুক্তি তিস্তা বা মহানন্দায় চালু হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বন্যার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত তথ্য পাওয়া যাবে। এতে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ, উভয়েই প্রস্তুতি নিতে পারবে।

কিন্তু সব উন্নত প্রযুক্তি তখনই ফলপ্রসূ হবে, যখন প্রশাসনিক সদিচ্ছা ও জনগণের সহযোগিতা একত্র হবে। বন্যা প্রতিরোধ শুধু সরকারের দায় নয়, জনগণেরও দায়িত্ব। নদী দখল, বালি চুরি, বন কাটা ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে একত্র হতে হবে। তিস্তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও প্রতিবেশী দেশগুলির জয়েন্ট রিভার বেসিন অথরিটি গঠন করা উচিত, যাতে জল নিয়ন্ত্রণ, বন্যা ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ এক নীতির অধীনে চলে।

আজকের প্রযুক্তিনির্ভর যুগে যখন স্যাটেলাইট থেকে মেঘের গতিপথ পর্যন্ত জানা যায়, তখন মানুষের প্রাণ বাঁচাতে ব্যর্থ হওয়া মানে কেবল অব্যবস্থাপনা নয়, নৈতিক ব্যর্থতাও। শিক্ষা ও সচেতনতা- বন্যা প্রতিরোধের দুই দিক। স্কুল থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত বন্যার সময় নিজেকে নিরাপদ রাখার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। জাপানে যেমন প্রতি বছর ফ্লাড ড্রিল ডে পালিত হয়, যেখানে মানুষ শিখে নেন বিপদের সময় কী করতে হবে। স্থানীয় ভাষায় রেডিওবার্তা, মোবাইল অ্যাপ ও কমিউনিটি ট্রেনিং এক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।

*(লেখক সাহিত্যিক ও সমাজ বিশ্লেষক)*

## আজ

**১৯২৯**

শিল্পী সুধীন দাশগুপ্তর জন্ম আজকের দিনে।

**২০২৪**

প্রয়াত হন টাটা গ্রুপের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রতন টাটা আজকের দিনে।

## আলোচিত

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে গুন্ডারাজ চলছে। পুলিশ যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করছে না। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। রাজ্যের এই পরিস্থিতি চলতে দেওয়া যায় না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, গুরুতর কিছু হয়নি। কিন্তু আমি জানি পরিস্থিতি গুরুতর। গ্রাউন্ড জিরো সম্পর্কে আমি অবহিত।

*- সি ভি আনন্দ বোস*

## ভাইরাল/১

'কান্তারা চ্যাপ্টার ১'। তামিলনাড়ুর ডিন্ডিগুলির এক হলে চলছিল সিনেমাটি। প্রদর্শনী শেষে এক ব্যক্তি দৈব বেশে স্ক্রিনের সামনে দিয়ে দর্শকের মাঝে চলে আসেন। নানা অঙ্গভঙ্গি করতে থাকেন। লাইভে 'কান্তারা'কে দেখে দর্শকরা অবাক।

## ভাইরাল/২

এক ছাত্রকে নির্মমভাবে মারার ভিডিও ভাইরাল। দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাচ্ছিল ছাত্রটি। উত্তরপ্রদেশের কানপুরে পুলিশ তাকে ধরে ফেলে। প্রতিবাদ করায় তাকে এলোপাতাড়ি ঘুসি-লাথি মারেন এক পুলিশ আধিকারিক। ক্ষুব্ধ নেটিজেনরা। বরখাস্ত ওই আধিকারিক।

## জনমন জনমত

### রিচার ব্যাটিংয়ে আলোর ঝলকানি

৫ অক্টোবর রবিবাসরীয় সন্ধ্যাটা যদিও ছিল চতুর্দশী তিথি, তবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের উইকেটরক্ষক ব্যাটার রিচা ঘোষের মনোরঞ্জক ব্যাটিং দেখে মনে হয়েছিল যেন আগাম লক্ষ্মীপূর্ণিমার আলোর ঝলকানি দেখলাম।

কলম্বোর মাঠে আইসিসি মহিলা একদিবসীয় বিশ্বকাপের আসরে পাকিস্তানের বিপক্ষে রিচা ঘোষের ২০ বল খেলে ৩৫ রান করার ইনিংসটা ছিল যেন একটা এন্টারটেইনমেন্ট প্যাকেজ। বিশেষ করে পাকিস্তানি মিডিয়াম পেসার ডায়না বেইগের বলে রিভার্স স্কুপ করে থার্ডম্যান দিয়ে মারা বাউন্ডারিটা তো ছিল অতুলনীয়। ভারতীয় ইনিংসের শেষ ৪-৫ ওভারে রিচা ঘোষ মারকাটারি ব্যাটিং না করলে ভারতের রানটা ২৪৭-এ পৌঁছাত না, ২২০ থেকে ২২৫ রানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

যাইহোক, চলতি আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের বাদবাকি ম্যাচগুলিতেও রিচা ঘোষের ব্যাটিং এবং উইকেট কিপিং দুটো বিভাগেই সাফল্য কামনা করছি। সদ্য ২২ বছর বয়সে পা রাখা রিচা ঘোষ সফল হলে, সেটা একদিকে যেমন হবে দেশের জন্য হিতকর, ঠিক তেমনি উত্তরবঙ্গবাসীর জন্যও হবে একটা দারুণ গৌরবের বিষয়।

**সঞ্জীবকুমার সাহা**
**উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।**

### সবে মিলে করি কাজ

৫ অক্টোবর অকাল বৃষ্টিপাতে জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে কবলিত হয়েছে বিস্তৃত এলাকা। সরকার আর স্বেচ্ছাসেবক সংস্থার সহযোগিতায় উদ্ধারকাজ থেকে খাবার, জামাকাপড়, পানীয় জল বিলি চলছে। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সাধারণ জনতাও। এখানেই মানবতার অস্তিত্ব টিকে রয়েছে। কিন্তু কিছু উসকানিওয়ালা মানুষ জোর করে গেঁথে চলেছে রাজনীতি। আমার বিনীত অনুরোধ, এই বিপদে কোনও রাজনীতির রং ছড়াবেন না। সেইসঙ্গে প্রশাসনকেও এ বিষয়ে সজাগ থাকতে অনুরোধ করছি।

**মনোজকুমার রায়, ডাউকিমারি, ধূপগুড়ি।**

**পত্রলেখকদের প্রতি**

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

# শূন্য বিজয়ার উঠোন মাতাচ্ছে কার্নিভাল

আমাদের চেতনার শরীরে জমেছে ধুলো, বোধের ঘরে বাস একাকিত্বের। চিরাচরিত পথই সঠিক দিশা দেখাবে।

**অজিত ঘোষ**

যে পথে পায়ের ছাপ ফেলে বিসর্জনের ঘাটে গিয়েছেন দুর্গা সে পথ ধরেই উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে আমার দ্বিতীয় মা। ধাইমা। গ্রাম্য ভাষায়, নাড়িকাটা মা। বারান্দায় এসে বসেছে। মা এসে বিজয়ার প্রণাম করছে। আমাকে আগেই বলে রেখেছিল, 'প্রথমে ধাইমাকে প্রণাম করবি তারপরে আমাকে।' ধাইমাকে প্রণাম করলাম। স্নেহের পরশ ছড়িয়ে দিলেন। মা, ওঁর পরিধেয় শাড়ির কোঁচড় ভরে দিল নাড়ু-মুড়কি-মোয়া এবং সাধ্যমতো প্রণামি। অনেক কথা, গল্প শেষে 'দুগ্গা, দুগ্গা' বলতে বলতে ফিরে গেল বছরের বিশেষ দিনটিতে দেখতে পাওয়া আমার ধাইমা।

একটু পরেই এল শুকরা, কেরু, থাসুসরা। উঠোনজুড়ে আদিবাসী নৃত্য। বছরের এই দিনটিতে কী মন্ত্রে যেন বাঙালি মাতৃবিরহ মিলে যেত আদিবাসী নৃত্যে। নাড়ু খেতে খেতে থাসুস একদিন বলেছিল, পরের জন্মে সে নীলকণ্ঠ পাখি হবে।

ঠিক দুপুরে লাল শালুতে মোড়া ঢাক কাঁধে ঝুলিয়ে আসত মতি ঢাকি। একঝোপা কাশফুল গোঁজা থাকত সেদিনের ঢাকে। সুরটা অন্যরকম। শুনে মনে হত, মা দুর্গা কী এই সুরের মায়া ফেলে যেতে পারে? সবার শেষে আসত মোহন মুচি। আমি মোহনজেঠু বলতাম। পাকানো গোঁফের মানুষটার মুখের হাসি দেখে মনে হত লোকটা বিনা যুদ্ধে অনায়াসে সবার মন জয় করতে পারে। হরি বোষ্টমির কথা মনে আছে। লালপেড়ে সাদা শাড়ি, সিঁথিতে টকটকে সিঁদুরে সেও যেন এক মাতৃমূর্তি। দিনের আলোতেও শঙ্খ ফুঁ দিতে দিতে এসে দাঁড়াত উঠোনে। সারা বছর, 'হরি হরি' বোল তুললেও বিজয়ার উঠোনে বলত, 'দুগ্গা দুগ্গা'। এমন অনেকেই আসত। আমি-আমরাও দশমীর প্রতিমা জলে ভাসলেই ছুটতাম আচার্য জেঠিমার বাড়ি। প্রণাম করলেই আদর করতেন, থালা সাজিয়ে দিতেন মিষ্টি— 'সারাবছর যেন মিষ্টিমুখ থাকে।'

এছাড়াও ছিল দাস জেঠিমা এবং মৈত্র বাড়ির কাকিমা। মা বলত, মা দুর্গা কী আমাদের ছেড়ে যায় রে! যায় না। ছড়িয়ে থাকে এই সব কাকিমা, জেঠিমার মধ্যে। এরাইতো মায়ের প্রতিরূপ। প্রণাম করবি। জীবনে ভালো মানুষ হতে ওঁদের আশীর্বাদ চাই। মনে হত এই আনন্দের, এই ভালোলাগার, এই মুগ্ধতার আলো যেন হারিয়ে না যায়।

জৌলুস বেড়েছে আলোর। হারিয়েছে ভালোলাগা আর সম্পর্কের কোমলতা। মার্বেল পাথরে মোড়া উঠোনজুড়ে শিউলি ফুলের মতো ঝরে পড়ছে অহং। মোহন মুচিরা 'তুই-তোকারি' শুনতে শুনতে মূল্যহীনের সংসারে বিজয়ার পাট চুকিয়ে দিয়েছে। দশমীর উঠোনে কাশফুল গোঁজা ঢাকে কাঠি পড়ে না বহুকাল। ধাইমারা বেঁচে আছে অভিধানে।

মূল্যবোধ এক আলো। যার সর্বোচ্চ প্রকাশ ছিল বিজয়ার উৎসবে। আলো হারিয়েছে আলেয়ায়। বিজয়ার উঠোনজুড়ে কার্নিভালের মাতামাতি। উদ্বোধনের প্রদীপ জ্বালার আগেই মণ্ডপের গেট খুলে দেওয়া পুজো দশমীর পরেও জলে বিসর্জিত হয় না। নীলকণ্ঠ পাখি দুর্গার ঘরে ফেরার বার্তা পৌঁছে দেবার পথেই থমকায় কার্নিভাল পর্যন্ত। শাস্ত্রমতে দেবীর সময়ে ফিরে যাওয়াই সংসারের পক্ষে মঙ্গল। নইলে, 'আসছে বছর এসো মা' বলার পরে এক বছরের অপেক্ষার শোক কাঁধে কাঁধ রেখে (কোলাকুলি) সামলাত না বাঙালি।

মৃত সম্পর্কগুলো আমরা বয়ে চলেছি। আমাদের চেতনার শরীরে জমেছে ধুলো, বোধের ঘরে বাস করছে একাকিত্ব! এই ধুলো এই একাকিত্ব সরিয়ে বিজয়ার উঠোনে দাঁড়ানো, সামাজিক সম্পর্কগুলোকে সম্মান জানানো সম্ভব? সম্ভব হবে, কার্নিভালের ডিজের তালে না হারিয়ে চিরাচরিত ঢাকের তালে ফেরা?

*(লেখক সাহিত্যিক। গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।**
মেল—ubsedit@gmail.com

## শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬১

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ★ | ৩ | | | |
| | ★ | ৪ | | | ★ | ★ | ★ |
| | ★ | | ★ | ৫ | | ৬ | |
| ৭ | ৮ | ★ | ★ | | ★ | | ★ |
| ★ | | ★ | ৯ | ★ | ★ | ১০ | ১১ |
| ১২ | | | | ★ | ১৩ | ★ | |
| ★ | ★ | ★ | ১৪ | | | ★ | |
| ১৫ | | | ★ | ১৬ | | | |

**পাশাপাশি** : ১। দুর্গার অনেক নামের মধ্যে একটি ৩। এখানে প্রথম বারোয়ারি পুজো হয় ৪। কবচ বা মাদুলি ৫। রাস্তায় ছিনতাই ৭। এক ধরনের ধাতু ১০। বহু পুরোনো ইনডোর গেম ১২। ঘরের জিনিসপত্র ১৪। সূর্যের আলো বিশ্লেষণ কাচ ১৫। পিতৃ তর্পণের তিথি ১৬। তরুণ, তাজা বা আনকোরা।

**উপর-নীচ** : ১। হিমালয়ে কন্যা ২। যে অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় ৩। গান্ধিজি যে রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৬। দৈনিক হিসেবের খাতা ৮। কলা গাছের ভেলা ৯। শিবের প্রিয় দেবী দুর্গা ১১। ঘরের জানলা ১৩। আদালতের পরওয়ানা।

**সমাধান ■ ৪২৬০**

**পাশাপাশি** : ২। কুশাসন ৫। হুবহু ৬। হর্ষবর্ধন ৮। বক ৯। তাগা ১১। অসমতল ১৩। মিথুন ১৪। মানচিত্র।

**উপর-নীচ** : ১। বহুরূপী ২। কুহু ৩। সহর্ষ ৪। অজিন ৬। হক ৭। বরগা ৮। বয়াম ৯। তাল ১০। কোকনদ ১১। অনূঢ়া ১২। তর্জন ১৩। মিত্র।

## বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

### ইডির হানা

গ্রহরত্ন বিক্রির নামে বিদেশি মুদ্রা তছরুপের অভিযোগে কলকাতা, আমেদাবাদ ও হায়দরাবাদে একযোগে তল্লাশি ইডির। কোন চক্র কাজ করত তা জানতে চাইছে তদন্তকারীরা।

### ডাকাতি

ডাকাতির সোনা বিক্রিতে দেওয়া হত ছাড়। তমলুকের মিলননগর বাজারের এক সোনার দোকানে ডাকাতির তদন্তে নেমে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে পেল পুলিশ। ঘটনায় ধৃত ৩।

### গয়না চুরি

তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক পুলিনবিহারী রায়ের ঠাকুরনগরের বাড়িতে নগদ টাকা সহ সোনার গয়না চুরি হওয়ার ঘটনা ঘটল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ।।

### দেরিতে ট্রেন

বজবজ-শিয়ালদা শাখায় লাইনচ্যুত হল তেলের ট্যাঙ্কার। ঘটনার জেরে দেরিতে চলল একাধিক লোকাল ট্রেন। ভোগান্তিতে যাত্রীরা। লাইনচ্যুত হওয়ার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়।।

## এগিয়ে ভূমি ও আবগারি, ব্যর্থ পরিবহণ দপ্তর

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে সামাজিক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে বরাদ্দ পায়নি রাজ্য সরকার। তার ওপর চলতি সামাজিক প্রকল্পের পাশাপাশি পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য নতুন ‘শ্রমশ্রী’ প্রকল্প হাতে নিয়েছে রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে রাজস্ব বৃদ্ধির ওপর জোর দিতে গত মন্ত্রীসভার বৈঠকেই নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুজোর ছুটির পর বুধবার সরকারি অফিস খুলতেই রাজস্ব বৃদ্ধি নিয়ে অর্থ দপ্তরের কর্তারা পর্যালোচনা বৈঠকে বসেছিলেন। বৈঠকে দেখা গিয়েছে, ভূমি ও আবগারি দপ্তরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলেও পরিবহণ দপ্তরের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি। তাই পরিবহণ দপ্তরকে রাজস্ব আদায়ের দিকে বেশি নজর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের রাজস্ব আদায় কতটা বাড়ল, তা নিয়ে এক মাস পরে ফের রিপোর্ট দিয়ে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতি বছর এই সময়ে প্রথম ৬ মাসের পর্যালোচনা বৈঠক বসে। কিন্তু পুজোর ছুটি চলার কারণে এতদিন তা করা সম্ভব হয়নি। বুধবার নবান্ন খুলতেই এই নিয়ে বৈঠকে বসেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। সেখানে পর্যালোচনায় উঠে এসেছে, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে চলতি আর্থিক বছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৫৫ শতাংশ আয় হয়েছে। আবগারি দপ্তর প্রথমে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল ১৮ হাজার কোটি টাকা। পরবর্তীকালে তা বাড়িয়ে ১৯ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গিয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। এখন উৎসবের মরশুম চলছে। অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত মদ বিক্রির প্রবণতা বেশি থাকে। ফলে চলতি আর্থিক বছরের পরবর্তী ৬ মাসে যে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা সম্ভব হবে, তা নিয়ে নিশ্চিত অর্থ দপ্তরের কর্তারা। তবে পরিবহণ দপ্তরের রাজস্ব আদায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী হয়নি। চলতি আর্থিক বছরে পরিবহণ দপ্তরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ২২৭৩ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই দপ্তরের রাজস্ব আদায় এখনও পর্যন্ত হয়েছে মাত্র ১০৩২ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাকি রাজস্ব আদায়ে জোর দিতে দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফের বৈঠকে বসবেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। সেখানেই ফের রাজস্ব আদায় নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

# শা-কে ‘মিরজাফর’ বলে কটাক্ষ

## প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ মমতার

**কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** আগেও একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে সুর নরম থাকলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এবার সরাসরি শা’কে ‘মিরজাফর’ বলে কটাক্ষ করলেন মমতা। এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সব সময় ভরসা না করতেও তিনি মোদিকে পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিন উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মমতা বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীকে বলব, সব সময় অমিত শা’কে ভরসা করবেন না। দেখবেন একদিন উনিই সবচেয়ে বড় মিরজাফর হয়ে যাবেন। একটু খেয়াল রাখুন।’ রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আগামী বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই সক্রিয় হচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এমনকি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বারবার দেখা করে আসার পরই কোনও না কোনও তৃণমূল নেতা বা মন্ত্রীর বাড়িতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা হানা দিয়েছে। তাই তৃণমূলনেত্রী মনে করছেন, শুধুমাত্র অমিত শা’র অঙ্গুলিহেলনেই এই রাজ্যে তদন্তকারী সংস্থা বেশি সক্রিয়। তাই বারবার তাঁকেই আক্রমণের লক্ষ্যবিন্দু করে নিয়েছেন মমতা।

বৃহস্পতিবার খড়্গপুরে বিড়লাদের একটি সিমেন্ট কারখানার উদ্বোধনে যাওয়ার কথা ছিল মমতার। কিন্তু ওই অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে গিয়েছে। এই অনুষ্ঠান বাতিলের পিছনে চক্রান্তের আশঙ্কাও করছেন তিনি। এদিনই ওই অনুষ্ঠান বাতিলের খবর তাঁর

প্রধানমন্ত্রীকে বলব, সব সময় অমিত শা’কে ভরসা করবেন না। দেখবেন একদিন উনিই সবচেয়ে বড় মিরজাফর হয়ে যাবেন। একটু খেয়াল রাখুন।

**মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

কাছে এসেছে। বিড়লাদের সরাসরি দোষারোপ না করলেও তিনি বলেন, ‘ওই অনুষ্ঠানে আমি যাব ঘোষণা করার পরই জানতে পারি, এই অনুষ্ঠান বাতিল। এর নেপথ্যে হাইলোডেড ভাইরাস থাকতে পারে।’ এই অনুষ্ঠান বাতিলের পিছনে হুমকিও থাকতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে ওই অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা এজেন্সি জানিয়েছে, কুমারমঙ্গলম বিড়লা অসুস্থ থাকায় তিনি আসছেন না। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীও আসবেন না।

বৃহস্পতিবারই নবান্নে রিভিউ বৈঠক ডেকেছেন মমতা। আগামী সপ্তাহের প্রথমেই তাঁর ফের উত্তরবঙ্গে যাওয়ার কথা। উত্তরবঙ্গের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে বৃহস্পতিবারের মধ্যে দপ্তরগুলির কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তিনি চেয়েছেন। ওই বৈঠকে এই নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা আছে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পিতভাবে উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ে কোনও আর্থিক সাহায্য করেনি, তা এদিন ফের অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘অনেক সরকার দেখেছি। এইরকম অহংকারী ও স্বৈরাচারী সরকার আমি দেখিনি। ওঁদের দলের এক নেতা প্রকাশ্য সভায় বলেন যে, এই বাংলার এক কোটি ভোটারের নাম কেটে বাদ দেওয়া হবে। এটা কীভাবে সম্ভব?’

উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও আর্থিক সাহায্য করার কথা এখনও ঘোষণা করেনি। এদিন তা নিয়ে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এর আগে যতবার এই রাজ্যে বিপর্যয় হয়েছে, কোনওবার কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের সাহায্য করেনি। প্রতিবার আমরাই রাজ্যবাসীর পাশে ছিলাম ও থাকব। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের প্রাপ্য টাকাই দিচ্ছে না। ওরা নানাভাবে আমাদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে। কিন্তু বাংলা কোনওদিন মাথা নত করেনি, আগামী দিনেও করবে না।’

*সাজাব যতনে... কালীপুজোর আগে নলহাটিতে। ছবি-তথাগত চক্রবর্তী।*

## জাঁকিয়ে আসছে ঠান্ডা

### লা নিনা’র সতর্কবার্তা

**নয়নিকা নিয়োগী**

**কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** বৃষ্টি কাটলেই জাঁকিয়ে পড়বে শীত। আবহবিদরা জানিয়েছেন, গোটা দেশ হাড় কাঁপানো ঠান্ডার সাক্ষী হবে আসন্ন বড়দিন ও বর্ষবরণে। ঘন ঘন আবহাওয়ার পরিবর্তন অসুস্থ করতে পারে সাধারণ মানুষকে। কখনও প্রবল গরম, কখনও বা শরৎকালে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি, আবার কখনও রাতে বেশ ঠান্ডার আমেজ। পরিবেশের এই অদ্ভুত গোলকধাঁধার কারণ ‘লা নিনা’। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে ইতিমধ্যেই সিলমোহর দিয়েছে ইউএস ক্লাইমেট প্রেডিকশন সেন্টার।

আবহাওয়া দপ্তরের সতর্কতা, অক্টোবর থেকে জানুয়ারির মধ্যে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব বাড়বে। বছরের শেষের দিকে প্রশান্ত মহাসাগরে আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে কনকনে ঠান্ডা ‘জেট স্ট্রিম’ বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে প্রবেশ করবে। এই হাওয়া উত্তর ভারতে অবস্থান করার ফলে কলকাতা সহ সারা বাংলায় হাড়কাঁপানো শীত পড়তে পারে। তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে পাহাড়ি অঞ্চলেও। যদিও ইন্ডিয়া মিটিওরোলজিকাল ডিপার্টমেন্টের অধিকর্তা মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস থাকলেও তার সঠিক খবর ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার ১৫ দিন আগেই দেওয়া সম্ভব। ১৯৭১, ১৯৯৯ ও ২০১৩ সালের পর ফের ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে লা নিনার বিধ্বংসী প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছেন পরিবেশবিদরাও। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ পশুপালকের কথায়, অক্টোবর ও নভেম্বরে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরির সম্ভাবনা ৭০-৮০ শতাংশ। পোশাকি নাম লা নিনার অর্থ ‘ছোট্ট মেয়ে’। ২০২০ থেকে ২০২২ পর্যন্ত রীতিমতো এই ছোট্ট মেয়ে সক্রিয় থাকায় ৩০টি ঝড়ের সাক্ষী হয়েছিল প্রকৃতি। পরিবেশ বিশেষজ্ঞ জয়ন্ত বসুর কথায়, ‘উত্তরবঙ্গে ইতিমধ্যেই লা নিনার প্রভাবে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। সুন্দরবন সহ উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতেও এর ফলে অক্টোবর-নভেম্বরে নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড় তৈরি হতে পারে।’

দক্ষিণবঙ্গেও এবার যথেষ্ট সতর্কতা জারি হয়েছে। বৃষ্টি ও ঠান্ডায় অসুস্থতা এড়াতে চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাসের পরামর্শ, ‘যাঁদের অ্যালার্জি রয়েছে, তাঁরা ঠান্ডা জল ও এসি থেকে দূরে থাকবেন। সর্দিকাশি হলে ও বাড়িতে পোষ্য থাকলে মাস্ক ব্যবহার করুন। ভারী পোশাক পরে ঘুমোনোর পাশাপাশি কানে ঠান্ডা যাতে না লাগে সেই দিকে নজর রাখতে হবে। সতর্ক থাকতে হবে নিউমোনিয়ার রোগীদেরও।’ বর্তমানে আবহাওয়ার যেভাবে পরিবর্তন হচ্ছে, সেভাবে পরিস্থিতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না বলে দোলাচলে রয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

## অক্টোবরের যে কোনও দিন এসআইআর ঘোষণা

# তৃণমূলের বিরোধিতার আঁচ কমিশনে

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** এসআইআর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে এসে তৃণমূলের প্রতিবাদ, বিক্ষোভের মুখে পড়লেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। বুধবার সকাল থেকেই কলকাতায় সিইও দপ্তরের বাইরে ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন, পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়রা। পরে বিকালে রাজারহাট জেলা পরিষদ ভবনে রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভার এসআইআর প্রস্তুতি সরেজমিন খতিয়ে দেখতে গেলে সেখানেও রীতিমতো পোস্টার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ জানায় তৃণমূল।

বুধবার সকাল ১০টায় কলকাতায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর থেকে রাজ্যের সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিক তথা জেলা শাসক ও ওসি ইলেকশন, ইআরও এবং এইআরও-দের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে দফায় দফায় বৈঠকে করেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী, কমিশনের ডিজি আইটি সীমা খন্না, কমিশনের সচিব ও উপসচিব এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালও।

সূত্রের খবর, সেই বৈঠকেই জেলা নির্বাচনি আধিকারিক সহ বাকিদের ১৫ অক্টোবরের মধ্যে প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন ভারতী। বৈঠকের পর প্রথমে রাজারহাট-গোপালপুর বিধানসভা ও পরে বারাসতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার এসআইআর-এর কাজ সরেজমিন খতিয়ে দেখতে যান তাঁরা।

বৈঠকে প্রত্যেক জেলা শাসককে তাঁর জেলার এসআইআর সংক্রান্ত প্রস্তুতি নিয়ে খুঁটিনাটি জানতে চাওয়া হয়। প্রস্তুতির কাজে কোনও সমস্যা থাকলে তাও জানতে চান তাঁরা।

বৈঠকের পর মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, ‘এসআইআর-এর জন্য সব জেলা প্রস্তুত।’ তবে সূত্রের খবর, বৈঠকে বিএলও-দের অনলাইনে এসআইআর-এর ফর্ম পূরণ করার ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় খামতি রয়েছে বলে একাধিক জেলা প্রশাসন বৈঠকে জানিয়েছে।

সূত্রের খবর, এদিন বৈঠকে ১১ থেকে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে সব জেলাকে এসআইআর প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন ভারতী। সেই কারণে কমিশনের আধিকারিকরা মনে করছেন দেওয়ালির পরে ২১ অক্টোবর নাগাদ রাজ্যে এসআইআর শুরুর ঘোষণা হতে পারে। বিহার দিয়ে এসআইআর শুরু করলেও, বিরোধী শাসিত কোনও রাজ্য হিসাবে এরাজ্যেই প্রথম এসআইআর শুরু করতে চলেছে কমিশন।

বিহারে শেষপর্যন্ত ৪৭ লক্ষ নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ গেলেও, সেভাবে প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়নি কমিশনকে। কিন্তু রাজ্যে প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এসেই যেভাবে তৃণমূলের বিরোধিতার মুখে পড়তে হল, তাতে এসআইআর-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত কমিশন। তবে মুখে তা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি ভারতী বা প্রতিনিধিদলের সদস্যরা।

এদিন সিইও দপ্তরের বৈঠকে বিহার এসআইআর-এর প্রতিটি ধাপ খুঁটিয়ে লক্ষ করতে বলা হয়েছে জেলা শাসক ও নির্বাচনি আধিকারিকদের।

পরিস্থিতির কারণে এদিনের বৈঠক থেকে উত্তরবঙ্গের জেলা শাসক ও নির্বাচনি আধিকারিকদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করবেন তাঁরা।

১৫ অক্টোবরের পর এরাজ্যে এসআইআর চালু হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরে কলকাতা বিমানবন্দরে এই ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারকেও একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, ‘এখন উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লন্ডভন্ড অবস্থা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৫ দিনের মধ্যে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। কার নির্দেশে এটা হচ্ছে, তা সবাই জানে। নির্বাচন কমিশনকে বিজেপি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে। কিন্তু তা আমরা হতে দেব না। এক নেতা প্রকাশ্যে বলছেন, এই রাজ্যের এক কোটি মানুষের নাম বাদ দেওয়া হবে। এটা চক্রান্ত ছাড়া কী?’

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এসআইআর-কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, ‘এসআইআর হবেই। যারা ভারতীয় তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মৃত, স্থায়ী, স্থানান্তরিত ভোটার, ভুয়ো ভোটার আর বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে না।’

এসআইআর হবেই। যারা ভারতীয় তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মৃত, স্থায়ী, স্থানান্তরিত ভোটার, ভুয়ো ভোটার আর বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে না।

**শুভেন্দু অধিকারী**

## আজ বিজেপির প্রস্তুতি বৈঠক

**কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** এসআইআর ও দলের সাংগঠনিক ধাঁচা তৈরির লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সল্টলেকে বৈঠক করবেন রাজ্যের নির্বাচনি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব ও সহকারী পর্যবেক্ষক বিপ্লব দেব। দিনভর দফায় দফায় এই বৈঠকের জন্য সল্টলেকে বিজেপি দপ্তর সংলগ্ন আরেকটি বাড়ি নেওয়া হয়েছে। সেখানেই সকাল ১১টা থেকে বৈঠকে বসবেন ভূপেন্দ্র। মোট চার দফায় বৈঠক হবে। প্রথমে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, সহকারী সম্পাদক সতীশ ধন্ড-দের সঙ্গে বৈঠক হবে। এর পর রাজ্যের সাধারণ সম্পাদকদের সঙ্গে বৈঠক ও শেষ দুই দফায় তাঁরা বৈঠক করবেন রাজ্য ও জেলার বাছাই করা ভোট কর্মীদের সঙ্গে।

’২৬-এর বিধানসভা ভোটে নির্বাচনি পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ার পর বিজয়া দশমীর পরের দিনই কলকাতায় এসে বৈঠকে বসেছিলেন ভূপেন্দ্র-বিপ্লবরা। এটি দ্বিতীয় বৈঠক। বিগত বৈঠকে ১০ অক্টোবরের মধ্যে রাজ্যের প্রতি বিধানসভায় ১ থেকে ৩ জন বিএলও ও বুথপিছু ১ জন করে বিএলএ নিয়োগ চূড়ান্ত করতে নির্দেশ দেন যাদব। বৈঠকে সেই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হবে। এলাকাভিত্তিক রাজনৈতিক কর্মসূচি ও প্রচারে জোর দিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বড় মাপের কর্মসূচি কিছু ঘোষণা করতে পারেনি দল।

রাজ্য সভাপতি হওয়ার পর নতুন রাজ্য কমিটি গড়ার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন শমীক ভট্টাচার্য। কিন্তু জেলা কমিটি ঘোষণার পর জেলায় জেলায় দলের গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে সেই প্রক্রিয়া থমকে যায়। নির্বাচনের কাজে পুরোদমে নেমে পড়ার আগে রাজ্য কমিটি চূড়ান্ত করে ফেলতে চাইছেন শমীক। তবে কোন্দল মিটিয়ে সেই কাজ কতটা করা যাবে তা নিয়ে সংশয় আছে। তবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাইছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দলের সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত করে দলকে নির্বাচনমুখী করা। সেই লক্ষ্যেই এগোতে চাইছেন ভূপেন্দ্র।

## পুর-দুর্নীতিতে ফের চার্জশিট

**কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির পর পুর নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সক্রিয় হচ্ছে সিবিআই। অভিযোগ, দুর্নীতির মাধ্যমে পুরসভাগুলিতেও চাকরি পেয়েছিলেন প্রভাবশালীদের পরিবারের লোকজন। তাই এবার ফের চার্জশিট দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করছে সিবিআই।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় তদন্ত করতে গিয়ে পুরসভাতেও নিয়োগ দুর্নীতির হদিস পেয়েছিলেন তদন্তকারীরা। অয়ন শীলকে প্রথম গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়েই পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রেও দুর্নীতির বিষয়টি জানতে পারে সিবিআই। অয়ন পুর নিয়োগের ক্ষেত্রেও ওএমআর-এর দায়িত্বে ছিলেন। অয়ন ছাড়াও শমীক চৌধুরী নামে এক এজেন্টের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল চার্জশিটে। এখন তদন্তের মাধ্যমে সিবিআই জানতে পেরেছে, অয়নের মাধ্যমে বেশ কয়েকজন প্রভাবশালীর পরিবারের লোকেরা চাকরি পেয়েছেন। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতেও একই অভিযোগ রয়েছে। তাই অয়নের মাধ্যমে কারা চাকরি পেয়েছিলেন, সেই বিষয়গুলি উল্লেখ করা হবে। ফলে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পরিজনদের নামও থাকবে।

*অন্তিম সময়... বুধবার নদিয়াতে। ছবি-পিটিআই।*

## ক্যানসারের ‘বন্ধু’ ব্যাকটিরিয়া

**কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** মারণ রোগ ক্যানসার প্রতিরোধে ‘বন্ধু’ ব্যাকটেরিয়া তৈরি করছেন বিজ্ঞানীরা। কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ বা আইসার গবেষকরা এই কাজ করছেন। এই সংস্থা সম্প্রতি জানিয়েছে, এই ব্যাকটিরিয়া রোগীর শরীরের ভিতর থেকে নিরাপদ ও কার্যকরীভাবে ক্যানসারের মোকাবিলা করতে সক্ষম। গবেষকদের দাবি, এই থেরাপি কীভাবে এগোয় তা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি শনাক্তকরণ পদ্ধতিও তৈরি করা হয়েছে। এই উদ্ভাবন ক্যানসার চিকিৎসার পদ্ধতিতে একটি নতুন দিক উন্মোচন করবে। এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে রিসেট বা রিপ্রোগ্রামিং দ্য সাপ্রেসিভ এনভায়রনমেন্ট অফ টিউমার মাইক্রোএনভায়রনমেন্ট। ক্যানসারের চিকিৎসায় এটি একটি থেরাপিউটিক ও ডায়গনস্টিক পদ্ধতির যৌথ ব্যবস্থা বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা।

# দীপাবলিতে ফিরছে চোখধাঁধানো চিনা লাইট

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** কেউ চাইছেন মনি ল্যাম্প, কেউ মিনি ফোয়ারা, কেউ বাবল ল্যাম্প, কেউ ঝুমর আবার কেউ জল পদ্ম বা এলইডি প্রদীপ ও মোমবাতি। দিনের এজরা স্ট্রিট যেন আলো ঝলমলে বড় দিনের পার্কস্ট্রিট। শুধু এজরা স্ট্রিট নয়, কলকাতার চাঁদনি মার্কেট, ডালহৌসি, নিউ মার্কেটে ফুটের দোকানগুলিরও একই অবস্থা। কালীপুজো ও দীপাবলির আগে গমগম করছে ভিড়। পা ফেলার জায়গা নেই। বিক্রেতা সাকলেন বললেন, ‘এবছর নতুন ডিজাইনের অনেক চিনা লাইট বাজারে এসেছে। ক্রেতারা কিনছেনও। আগের বারের থেকে এবার বেচাকেনা একটু ভালো।’

২০২০ সালে পূর্ব লাদাখে চিনের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাতের পর চিনা পণ্য বয়কটের ডাক দেয় সাধারণ মানুষ। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তৈরি পণ্য কেনাবেচায় জোর দেওয়া হয়। ওই বছরের জুন মাসে ৫৯টি চিনা অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয় ভারতে। সেই সময় থেকে দীপাবলির সময়ে চিনা লাইট কেনায় একটু ভাটার টান ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ভূরাজনীতির মোচড়ে চিন-ভারত আবার অনেকটাই কাছাকাছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও শি জিনপিংয়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর সম্পর্ক কিছুটা হলেও ইতিবাচক অবস্থায় ফিরেছে। আর এই পরিবর্তন আসতেই আবার বাজার মাত করছে চিনা লাইট। দীপাবলির আগে পাইকারি ও খুচরো বাজারগুলিতে দেদার বিকোচ্ছে এই লাইটগুলি।

বিক্রেতা মেহবুব হোসেন বললেন, ‘এখন সবে বাজার শুরু হয়েছে। এবছর এলইডি, তারা, ফুল, প্রজাপতি, পাতা, ঝুমর লাইটের চাহিদা রয়েছে। ১৫০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে বিক্রি করছি।’ ভিড়ের মধ্যেই বছর ২৫-এর নম্রতা ভদ্র বেছে নিলেন গোলাপি

রঙের স্টার লাইট। বললেন, ‘প্রতিবছর এজরা স্ট্রিটে আসি। এত কম দাম ও সহজলভ্য আলো দিয়ে ঘর সাজানো আমার পছন্দের।’ বহু বছর ধরেই চিনা লাইটের দাপটে মাটির প্রদীপ এক প্রকার দুয়োরানি। এখন কৃত্রিম প্রদীপ, মোমবাতি, ঝাড়লণ্ঠন বাজারে এসেছে। সেগুলিও প্রচুর বিকোচ্ছে।

চাঁদনি মার্কেটের এক ক্রেতা মৌমিতা নস্কর বললেন, ‘তুলোর সলতে দিয়ে তেলের মাটির প্রদীপ বা মোমবাতি জ্বালানো এক প্রকার রীতি। কিন্তু বাড়িতে শিশুদের জন্য ভয় থাকে। তাই এগুলো যখন মাত্র ২০ টাকা থেকে ৭০ টাকায় পেয়ে যাচ্ছি, তাহলে কিনব না কেন?’

সেপ্টেম্বর মাসে দেশজুড়ে চালু হয়েছে জিএসটির নতুন কাঠামো। তার পরই প্রতিটি রাজ্যে স্বদেশি পণ্যের উৎপাদনের গতি বৃদ্ধির কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু কলকাতার লাইটিংয়ের বাজারগুলিতে চিনা আলোর চাহিদাই বেশি বলে জানাচ্ছেন বিক্রেতারা। বিক্রেতা আশুতোষ দুবে বললেন, ‘আমাদের কাছে দেশের তৈরি লাইটগুলিও রয়েছে। কিন্তু ক্রেতারা এসে দরদাম জিজ্ঞাসা করে চিনা আলোগুলির। এবছর আরও বেশি।’

ক্রেতা রাজীব মল্লিক বললেন, ‘অবশ্যই দেশের তৈরি পণ্যের দিকে ঝোঁক রয়েছে। কিন্তু দেশি লাইটের দাম অনেক।’ বিক্রেতা ইরফান মোল্লা ১৮০ টাকায় খুচরো দামে রোপ লাইট প্যাকেটে ভরতে ভরতে বললেন, ‘এখানে ভিন রাজ্য থেকেও অনেকে কিনতে আসেন। গত দু-তিন বছরের তুলনায় এবছর চিনা আলোর প্রতি ঝোঁক আরও বেড়েছে।’

## দুর্গতদের পাশে প্রধান শিক্ষকরা

**কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** ক্লাসরুমের গণ্ডি পেরিয়ে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ালেন প্রধান শিক্ষকরা। উত্তরবঙ্গের দুর্গত মানুষদের হাতে সাহায্য ও ত্রাণ তুলে দেবেন জলপাইগুড়ির বিবেকানন্দ হাইস্কুলের আলো সরকার, আলিপুরদুয়ারের গোবিন্দ হাইস্কুলের রাজীব দাস, শিশুবাড়ি হাইস্কুলের মানস ভট্টাচার্য ও কোচবিহারের খোলটা হাইস্কুলের রাজদীপ রায় সহ একাধিক স্কুলের প্রধানরা। ৪ হাজারেরও বেশি প্রধান শিক্ষকের কেউ বাড়িয়ে দিয়েছেন অর্থ সাহায্য, কেউ বা আবার দিয়েছেন শুকনো খাবার, কেউ ব্যবস্থা করেছেন পানীয় জলের।

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার যে যে অঞ্চলে সরকারি সাহায্য এখনও পৌঁছোয়নি, সেখানে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধানরা। মানস বলেন, ‘ধূপগুড়ির জলঢাকা নদীর দু-পাশে একাধিক অঞ্চলের অবস্থা সংকটজনক। বাচ্চাদের বইখাতা ভেসে গিয়েছে। পুজোর ছুটি শেষ হলেই পরীক্ষা। তাই বইখাতা সহ পড়াশোনার যাবতীয় সামগ্রী আমরা তাদের হাতে তুলে দেব।’ রাজ্যের স্কুলগুলিতে বর্তমানে বড় সমস্যা বার্ষিক কম্পোজিট স্কুল গ্র্যান্ট না পৌঁছোনো। প্রধান শিক্ষকদের অভিযোগ, চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত সরকার অনুদান পৌঁছে না দেওয়ায় স্কুলগুলির পরিকাঠামো যথেষ্ট সংকটজনক হয়ে পড়েছে।

কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চন্দন মাইতি বলেন, ‘দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, মিরিক, ডুয়ার্স সহ প্রতিটি এলাকায় পৃথক পৃথকভাবে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের দল গঠন করা হয়েছে। টানা বৃষ্টিতে বহু স্কুলের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। সরকারের কাছে অনুরোধ করব শীঘ্রই নির্ধারিত অনুদান উত্তরবঙ্গ সহ কলকাতার ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলির কাছে পৌঁছে দিতে, যাতে শীঘ্রই তারা নিজেদের পরিকাঠামো ফিরিয়ে আনতে পারে।’ একই সঙ্গে সারা রাজ্যের স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষকের কাছে অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস যথাসাধ্য ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে।

## নির্দেশিকা হাইকোর্টের

**কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলাকালীন সন্তানের জৈবিক বাবা-মা কখনোই তৃতীয় কাউকে বাবা-মা ডাকার জন্য চাপ দিতে পারবেন না। সম্প্রতি দাম্পত্য কলহ ও বিবাহবিচ্ছেদ চলাকালীন সন্তানের হেপাজত ও নিরাপত্তা নিয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। ‘চাইল্ড অ্যাকসেস অ্যান্ড কাস্টডি গাইডলাইন ও প্যারেন্টিং প্ল্যান ২০২৫’ নামক ওই নির্দেশিকায় বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও সন্তানের সুরক্ষায় অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে ও বেশকিছু বিষয়ে জানানো হয়েছে।

নির্দেশিকায় আরও জানানো হয়েছে, ক্রমশ বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা শিশুদের মধ্যে প্রভাব ফেলছে। এর ফলে তারা মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এক্ষেত্রে জৈবিক বাবা-মা যদি নতুন সম্পর্কে জড়ান তাহলে শিশুটিকে নতুন পরিবারের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে সময় দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবে পারিবারিক আদালত। একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের মাধ্যমে শিশুর অনুভূতি সম্পর্কে জানতে হবে। সন্তানের সঙ্গে দেখা করার বিষয়টি তিন মাসের মধ্যে নিম্ন আদালতকে নিষ্পত্তি করতে হবে।

## গাছেই মেলে রোগের ওষুধ

প্রকৃতির মাঝে সময় কাটালে, বিশেষ করে বনে হাইকিং করলে শরীর ও মন ভালো থাকে। এর কারণ, গাছ থেকে নির্গত হওয়া 'ফাইটনসাইড' নামক কিছু রাসায়নিক। এই যৌগগুলো গাছকে জীবাণু ও পোকামাকড় থেকে রক্ষা করে। যখন আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে এই যৌগগুলো গ্রহণ করি, তখন আমাদের শরীরে এক ধরনের কোষ বেড়ে যায়, যাকে 'ন্যাচারাল কিলার' বা এনকে সেল বলে। এই কোষগুলো রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ক্যানসার কোষ ও ভাইরাস আক্রান্ত কোষকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, গাছের এই ঘ্রাণ সরাসরি এনকে সেলের কার্যকারিতা বাড়াতে পারে। এমনকি হোটেলে কৃত্রিমভাবে এই ঘ্রাণ ছড়িয়েও একইরকম ফল পাওয়া গিয়েছে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হল, বনে ঘুরে আসার পরেও এর প্রভাব প্রায় ৭ দিন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এক মাস পর্যন্ত থাকতে পারে।

## খাওয়ার পর দাঁত মাজা নয়

খাওয়ার পর দাঁত মাজলে কি দাঁতের ক্ষতি হতে পারে? হ্যাঁ, বিশেষ করে অম্লীয় খাবার যেমন-লেবু, টমেটো, সফট ড্রিংকস বা কফি খাওয়ার পর যদি আপনি সঙ্গে সঙ্গে দাঁত মাজেন, তবে এটি আপনার দাঁতের এনামেলের ক্ষতি করতে পারে। কারণ, খাওয়ার পর মুখের পিএইচ কমে যায়, যা দাঁতের এনামেলকে ক্ষণিকের জন্য নরম করে দেয়। আর এই নরম এনামেলের ওপর ব্রাশ করলে তা ঘষে উঠে যায়। ডেন্টাল হাসপাতাল এবং ডেন্টাল বিশেষজ্ঞদের মতে, খাওয়ার পর দাঁত মাজতে অন্তত ৩০ মিনিট, এমনকি এক ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। এই সময়টুকুতে আপনার মুখের লালা অম্লকে নিরপেক্ষ করতে এবং এনামেলকে আবার শক্ত করতে সাহায্য করে। তাই দাঁতের সুরক্ষার জন্য খাওয়ার আগে ব্রাশ করুন অথবা খাওয়ার পর শুধু জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন।

## ভিটামিন কম, দৃষ্টিশক্তিও কম

ভিটামিন বি কম হলে কি চোখ খারাপ হয়? হ্যাঁ, বিজ্ঞানীরা ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের অভাব এবং রেটিনার ক্ষতির মধ্যে একটি সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন, যা গ্লুকোমা এবং দৃষ্টিশক্তি হারানোর ঝুঁকি বাড়াতে পারে। ভিটামিন বি, যেমন বি১, বি৬, বি৯ এবং বি১২, চোখের স্নায়ু, রক্ত সঞ্চালন এবং কোষের শক্তির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভিটামিনগুলোর অভাব হলে চোখে প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়ে, যা রেটিনার ক্ষতি করে এবং গ্লুকোমা রোগের কারণ হতে পারে। গবেষকরা মনে করেন, ভিটামিন বি-এর মাত্রা আগেভাগে পরীক্ষা করা হলে দৃষ্টিশক্তি হারানো প্রতিরোধ করা সম্ভব। চোখের বিশেষজ্ঞরা তাই ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার ওপর জোর দিচ্ছেন। এটি দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করার এক সহজ উপায়।

## নেলপলিশে বিপদসংকেত!

নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটির কিছু শিক্ষার্থীর একটি দল এমন এক নেলপলিশ তৈরি করেছে, যা পানীয়তে কোনও ক্ষতিকর বস্তু আছে কি না, তা বলে দিতে পারে। এই নেলপলিশটির নাম দেওয়া হয়েছে 'আন্ডারকভার কালার্স'। এই ধারণাটি খুব সহজ। আপনার রং করা নখটি পানীয়তে ডুবিয়ে দিন। যদি পানীয়তে কোনও ক্ষতিকর পদার্থ থাকে, নেলপলিশের রং বদলে যাবে। অনেকেই এটিকে নিরাপত্তা সরঞ্জাম হিসেবে প্রশংসা করেছেন।

লুকসান বাগানে ত্রাণ বিলি করছেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা।

## ত্রাণকাজে রামকৃষ্ণ মিশন

**নিউজ ব্যুরো**

**৮ অক্টোবর :** সাম্প্রতিক বন্যায় জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত পোড়াঝাড় এলাকা (শিলিগুড়ি সংলগ্ন) অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন এই সংবাদ পেয়ে পোড়াঝাড় এলাকায় ত্রাণবিলির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মিশনের শাখা সম্পাদক স্বামী বিশ্বধরানন্দ বন্যাকবলিত এলাকায় পানীয় জল, শুকানো খাবার ও চিকিৎসকদের নিয়ে পৌঁছে যান। পরে আশ্রমের তরফে রান্না করা খাবার, বস্ত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। মিশনের তরফে ২৫০টি পরিবারের অন্তত ২,০০০ লোককে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এই কাজে মিশনকে সাহায্য করে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ও শিলিগুড়ি পুরনিগম। বুধবার শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে লুকসান চা বাগান এলাকাতেও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

## 'মিনি টাউন'

*প্রথম পাতার পর*

সেতুর দু'দিকেই চরের ওপর দিয়ে রীতিমতো বড় গাড়ি, ট্রাক চলাচলের রাস্তাও তৈরি হয়ে গিয়েছে।

আপার দুধিয়া থেকে বুংকুলুং-এর দিকে বালাসনের চরের ওপর যেখানে-সেখানে পাকাপোক্ত রেস্তোরাঁ তৈরি করা হয়েছে। সেগুলি হয়ে উঠেছে মূলত ফুর্তি করার জায়গা। যাতায়াত ও গাড়ি চলাচলের সুবিধার জন্য ওই দীর্ঘ এলাকায় অবৈজ্ঞানিকভাবে ট্রাকে ট্রাকে বোল্ডার চুরি করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। আর সব জেনেও চোখ বুজে রয়েছেন প্রশাসন থেকে পুলিশের কর্তারা। এইসব কার্যকলাপে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন নদীবিশেষজ্ঞ সুবীর সরকার। তাঁর কথায়, 'গতিপথ সংকুচিত করার ফলে নদীর জলধারণ ক্ষমতা কমছে। অতিবৃষ্টিতে তাই দু'কূল ছাপিয়ে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে। দুধিয়াতেও তাই হয়েছে। প্রশাসন এখনও চোখ বুজে থাকলে ভবিষ্যতে ওই এলাকার অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়বে।'

বেআইনি রিসর্ট, রেস্তোরাঁ চালানোর জন্য স্থানীয় নেতা এবং মাতব্বরদের যে মোটা টাকা উপঢৌকন দিতে হয়েছে সেকথা গোপন করেননি অনেকেই। আপার দুধিয়ার এক রেস্তোরাঁ মালিকের কথা, 'স্থানীয় এক নেতার মাধ্যমে পাহাড়ের এক বড় নেতাকে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা দিয়েই রফা করেছি। এখন মাঝেমধ্যে ওদের মিটিং হলে বিনা পয়সায় কিছু খাবারদাবার দিতে হয়। সবাই এভাবেই চালাচ্ছে।' জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার দাবি, তিনি নদী দখলের বিষয়ে কিছুই জানেন না। তাঁর কথা, 'জিটিএ'র বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে পদক্ষেপ করা হবে।' যদিও অনীতের সবুজ সংকেত ছাড়া জিটিএ এলাকায় কোনও নির্মাণ যে সম্ভব নয় সেকথা পাহাড়ে কান পাতলেই শোনা যায়।

বালাসনের চর দখল নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল। দখলদারি নিয়ে প্রশ্ন করা হলেও তিনি কোনও উত্তর দেননি। নদী দখলকে প্রাতিষ্ঠানিক অপরাধ হিসাবেই বর্ণনা করেছেন রাজ্যের ৬৪টি পরিবেশ সংগঠনের যৌথ সংগঠন সবুজ মঞ্চের সম্পাদক নব দত্ত। তাঁর কথায়, 'সব বিপর্যয়ের মূলেই নদী সংস্কার না করা এবং নদীর গতিপথ দখল করা। নদী এখন আর্থিক মুনাফার বড় জায়গা। প্রশাসন ও রাজনীতির লোকেরা সব জেনেও নিজেদের স্বার্থেই নীরব দর্শক সেজে তামাশা দেখছেন আর সাধারণ মানুষকে ভয়ংকর বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন।'

## দাম্পত্য কলহের ভয়ানক পরিণতি বেলডাঙ্গায়

# বৌ-ছেলের গলা কেটে 'আত্মঘাতী'

**পরাগ মজুমদার**

**বহরমপুর, ৮ অক্টোবর :** দাম্পত্য কলহের যে এমন পরিণতি হতে পারে তা ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেননি হালদার দম্পতির প্রতিবেশী, এমনকি বাড়ির লোকজনও। বুধবার সকালে তাই যখন সঞ্জিত (৩৯), তাঁর স্ত্রী মৌসুমি (২৭) ও তাঁদের সন্তান রায়হানের (৭) দেহ মিলল শোয়ার ঘর থেকে, গোটা মহল্লা হতবাক। অভিযোগ, স্ত্রী ও ছেলেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে ও মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে খুন করার পর গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হয়েছেন সঞ্জিত। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর মহকুমার বেলডাঙ্গার আণ্ডিরণ হালদারপাড়া এলাকায়। বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলে, এর পিছনে উঠে আসছে পরকীয়া ও সেই সম্পর্ক নিয়ে বিবাদের প্রসঙ্গ। রায়হান ছিল দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়া। দাম্পত্য কলহের এই পরিণতি থেকে বাদ যায়নি সেও।

বুধবার সকালে সঞ্জিত-মৌসুমিদের ঘরের জানলা দিয়ে প্রথমে ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে

পরিবারের তিনজনকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন আত্মীয়রা।

পান সঞ্জিতের মা। তিনি চিৎকার শুরু করেন। ঘরে ঢুকতেই নজরে আসে খাটের উপর মৌসুমি ও রায়হানের রক্তাক্ত দেহ। তিনজনের এমন ভয়ানক মৃত্যু দেখে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে যান সঞ্জিতের মা। চিৎকারে প্রতিবেশীরাও জড়ো হন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পেশায় ঠিকাশ্রমিক সঞ্জিতের পরিবারের এমন ঘটনায় হতবাক সকলে। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বেলডাঙ্গা থানার পুলিশ।

বেলডাঙ্গার এসডিপিও উত্তম গড়াই বলেন, 'সবদিক খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে রক্তমাখা ধারালো করাত সহ ভারী লোহার ঘাতক বস্তুটিও উদ্ধার হয়েছে।'

কয়েক বছর আগে বেলডাঙ্গা নিশ্চিন্তপুরের বাসিন্দা মৌসুমির সঙ্গে সঞ্জিতের বিয়ে হয়। এর আগে মৌসুমির একবার বিয়ে হয়েছিল বলেও স্থানীয়রা জানান। সম্প্রতি সঞ্জিত ও মৌসুমির মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে গণ্ডগোল চলছিল। সঞ্জিতের সন্দেহ ছিল, স্ত্রী পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়েছেন। দুজনের মধ্যে ঝামেলা চরমে পৌঁছায়। মঙ্গলবার রাতে ওই দম্পতির মধ্যে নতুন করে গণ্ডগোল বাধে। দীর্ঘক্ষণ বচসার পর রাতের খাওয়া শেষ করে সকলেই ঘুমোতে যান। আর তারপরে মাঝরাতে ঘটে যায় এই ঘটনা।

এদিন সকালে সঞ্জিতের মা ঘটনার দায় সরাসরি পুত্রবধূর ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বৌমার জন্য সবকিছু শেষ হয়ে গেল। ছেলে সব সময় চেয়েছিল বৌমাকে নিয়ে শান্তিতে ঘর-সংসার করতে। নাতিটাও চলে গেল। শুধু আমি রয়ে গেলাম।' সঞ্জিতের দিদি শিবানী মণ্ডলেরও একই কথা। তিনি বলেন, 'এই পরিণতির জন্য বৌদিই দায়ী। বৌদি এর আগেও কয়েকবার অন্য পুরুষের সঙ্গে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন আগেই বাড়িতে ফিরে আসে। এই নিয়ে দাদার সঙ্গে অশান্তিও চলছিল।' সঞ্জিতের দাদা অনুপ বলেন, 'বাইরে থেকে ওদের অশান্তির বিষয়টা অতটা আঁচ করতে না পারিনি। তবে সম্প্রতি ওদের মধ্যে যে অশান্তি চলছিল সেটা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু তা বলে পুরো পরিবারটা যে এইভাবে শেষ হয়ে যাবে তা আমরা কেউ দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।'

এব্যাপারে মৌসুমির বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তাই তাঁদের বক্তব্যও জানা যায়নি। তবে তাঁদের মধ্যে যে এমন অশান্তি চলছিল, তার আঁচ কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পাননি প্রতিবেশীরা। এলাকার এক বাসিন্দা সনাতন হালদারের কথায়, 'মঙ্গলবারও সঞ্জীবের সঙ্গে কথা হয়েছে। দেখে কিছু বোঝা যায়নি যে একদিনের মধ্যে এত কিছু ঘটে যাবে। সঞ্জিত কোনওদিন বাইরে এসব নিয়ে খুব একটা আলোচনা করত না।'

**যা ঘটেছে**

- বেলডাঙ্গার আণ্ডিরণ এলাকায় স্ত্রী ও ছেলেকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামী
- তিনটি দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে পুলিশ
- সম্প্রতি স্ত্রীর পরকীয়ার জন্য দাম্পত্য কলহ থেকে এই পরিণতি বলে অনুমান

দারুণ সাজে... বন্যপ্রাণ সপ্তাহ উপলক্ষ্যে কর্ণাটকের চিকমাগালুরের রাস্তায় অভিনব নৃত্য। -পিটিআই

## মমতা ফিরলেও

*প্রথম পাতার পর*

ধূপগুড়ি লাগোয়া জলঢাকা নদীতে ওই দুটি দেহ উদ্ধার হয়। জলঢাকা পার্ক সংলগ্ন জলঢাকা নদীতে একজনের পচাগলা লাশ পাওয়া যায়। আরেকটি কঙ্কাল মেলে জলঢাকা বাজারের পাশে বিসর্জনঘাটে। তবে বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজের দুজন এখনও নিখোঁজ। বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জেলা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিতে। মিরিকে ৪০০ প্যাকেট কিট পাঠানো হয়েছে। যাতে রান্নার বিভিন্ন উপকরণ এবং খাদ্যসামগ্রী রয়েছে। পোশাক, সোয়েটার, কম্বলও আছে। কিন্তু বিজেপি ত্রাণে চরম দলবাজির অভিযোগে সোচ্চার হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, 'প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে না। বরং ত্রাণ নিয়ে রাজনীতি করছে সরকার।'

তাঁর অভিযোগ, যেখানে বিজেপির গ্রাম পঞ্চায়েত, সেখানে সরকারি ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে না। সুকান্তের বক্তব্য, 'আমি তিনটি বিধানসভা এলাকায় গিয়েছিলাম। কোথাও আমার চোখে পড়েনি যে রাজ্য সরকার ত্রাণ দিচ্ছে। বোয়ালমারি-নন্দনপুরে আমাদের প্রধানকে না জানিয়ে তৃণমূলের লোকজনকে সরকারি ত্রাণ দেওয়া হয়েছে।' ধূপগুড়ির নলডোবার ত্রাণশিবিরে বুধবার বিক্ষোভের মুখে পড়ে প্রশাসন। ধূপগুড়ির হোগলাপাতা এলাকায় সব দুর্গতর বাড়িতে না যাওয়ায় স্থানীয়দের একাংশের উষ্মার মুখে পড়েন সুকান্তও।

তবে এই তৎপরতায় স্পষ্ট, দুর্যোগকে হাতিয়ার করে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে মাটি শক্ত করতে মরিয়া বিজেপি। পাহাড় ও সমতলে সমানভাবে নজরদারিতে ব্যস্ত বিজেপি নেতারা। একদিকে ত্রাণ নিয়ে অভিযোগ, অন্যদিকে নাগরাকাটায় দলের সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলা এখন বিজেপির প্রচারের মূল ফোকাস। দুর্যোগের পরদিন না এসে কলকাতায় পুজোর কার্নিভালে মুখ্যমন্ত্রীর 'বিনোদন' ও একদিন পর তিনি উত্তরবঙ্গে আসায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে সেটাকে অস্ত্র করেছে বিজেপি। এই প্রচারের মূল সুরটি যেন বেঁধে দিলেন সুকান্ত। তিনি নিশানা করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে। সুকান্ত বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকা সত্ত্বেও একজন সাংসদ আক্রান্ত হন। এখানে এসে তিনি নাটক করছেন। এরকম অপদার্থ পুলিশমন্ত্রী থাকার চাইতে তাঁকে বন্যার জলে ফেলে দিলে ভালো হবে।' কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর আস্ফালন, 'হয় পুলিশ ব্যবস্থা নেবে, নয় পালটা আমরা মারব। উত্তরবঙ্গে বিজেপি সেই ক্ষমতা রাখে। আমরা চাইলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথ অবরুদ্ধ করে দিতে পারতাম।'

সুকান্তের এই মন্তব্যে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের প্রতিক্রিয়া, 'সুকান্ত মজুমদার একজন অধ্যাপক। তাঁর মুখ থেকে এধরনের কথা কাম্য নয়।' নাগরাকাটার বিজেপি বিধায়ক পুনা ভেংরা অবশ্য বলেন, 'এটা রাজনীতি করার সময় নয়। তবে যারা আমাদের সাংসদ ও বিধায়ককে মারধর করেছে, তাদের সবাই গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকব না।'

যদিও হামলার তিনদিন পর অবশ্য দুজনকে নাগরাকাটা এলাকা থেকে বুধবার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের নাম এক্রামুল হক ও গোবিন শর্মা। তৃণমূলের নেতা, মন্ত্রীদের মুখ্যমন্ত্রী কড়া নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কেউ এলাকা ছেড়ে যাবেন না। সরকারি ত্রাণের বাইরে নিজেদের টাকায় যতটা ত্রাণের ব্যবস্থা করতে পারেন, করুন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত ত্রাণশিবিরগুলিতে চুল্লি বন্ধ করা যাবে না।'

কিন্তু মন্ত্রী বা নেতাদের বদলে পাহাড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দেখা গেল প্রশাসনের কর্তাদের। দার্জিলিং সদরের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা তাবাকোশি এলাকায় যান। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) কর্তারাও ঘুরে দেখেন। জিটিএ প্রধান অনীত থাপা বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। ঘর তৈরির টাকার জন্য ওই তালিকা দ্রুত পাঠানো হবে।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ অবশ্য জানান, ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে তাঁর দপ্তরে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার অর্থ জোগানো শুরু করেছে। ক্ষয়ক্ষতির রিপোর্ট নবান্নে পাঠানো হবে।

*(তথ্য সহায়তা : রাহুল মজুমদার, সাগর বাগচী, শুভজিৎ দত্ত, সৌরভ দেব ও স্বরূপ বিশ্বাস)*

## শংকরের 'ট্যাটু' নিয়ে কটাক্ষ গৌতমের

**রাহুল মজুমদার**

**শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হওয়া উত্তরবঙ্গে তুঙ্গে রাজনৈতিক চর্চা। বুধবার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। বিধানসভার বিরোধী দলের মুখ্য সচেতকের যুক্তি, মুখ্যমন্ত্রী চাইলেই কার্নিভাল বন্ধ করে একদিন আগেই বন্যাবিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গে আসতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটা করেননি। এদিকে, শংকরের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া নিয়ে পালটা প্রশ্ন তুলেছেন ঘাসফুলের নেতারা। তাঁদের কটাক্ষ, ফুটেজ নিতে দু'দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন বিজেপি বিধায়ক। শাসকদলের নেতাদের দাবি, প্রথমে নাগরাকাটার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যখন শংকরের প্রাথমিক চিকিৎসা চলছিল তখন তাঁর বাঁ হাতে চিকিৎসা করতে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু শিলিগুড়িতে এসে দেখা গেল তাঁর ডান হাতে চোট লেগেছে!

শংকরকে কটাক্ষ করেছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবও। তিনি বলেন, 'প্রথমে তো ওঁর বাঁ হাতে চোট লেগেছিল। এখন দেখি ডান হাতে ব্যাগ ঝোলানো। বারবার হাতের ট্যাটু ঢাকার চেষ্টা করছিলেন। ট্যাটু আছে তো কী হয়েছে? আগে সিপিএম করতেন তাই চে গেভারার ফ্যান ছিলেন। এখন বিজেপি করেন তাই অন্য কারও ফ্যান। আর মুখ্যমন্ত্রী কোন সময়ে আসবেন সেটা এরকম অবাচীনরা ঠিক করবেন নাকি!'

শিলিগুড়ির মেয়রের বক্তব্যের জবাব দিতে দেরি করেননি বিজেপি বিধায়ক। শংকরের কথায়, 'আমার কোথায় চোট রয়েছে সেটা মেডিকেল রিপোর্টে স্পষ্ট করা রয়েছে। যে দলের মুখ্যমন্ত্রী পায়ে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে ঘোরেন সেই দলের নেতারা এমনই বলবেন।'

এদিকে, হাসপাতালের রিপোর্ট অনুযায়ী, খগেনের বাঁ চোখের নীচের হাড় ভেঙেছে। অন্যদিকে, শংকরের ডান হাতে চোট রয়েছে। দলের সাংসদ, বিধায়কের ওপর হামলার পর রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী। এরপরই উত্তরকন্যা থেকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী। যদিও আহত বিজেপি সাংসদের সঙ্গে দেখা করলেও, বিধায়কের সঙ্গে দেখা করেননি তিনি। যা নিয়ে দুই দলের বাগযুদ্ধ দেখা যায়। এদিকে, এদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরই মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরকে কটাক্ষ করার পাশাপাশি পুলিশ, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিজেপি বিধায়ক। শংকরের অভিযোগ, 'পুলিশ আমাদের গাড়ি আটকে দিয়েছিল যাতে আমাদের পিটিয়ে মারতে পারে। তিন-চারটে পুলিশ পালিয়ে যাচ্ছিল। আগে কার্নিভালে নাচলেন, তার একদিন পর মুখ্যমন্ত্রী এলেন। ২০২৪ সালে ১ এপ্রিল যখন ময়নাগুড়িতে ঝড় হল তখন তো রাতারাতি চলে এসেছিলেন। তখন কী ভোটের জন্যে রাতবিরেতে এসেছিলেন?'

## পরকীয়ার অভিযোগে গৃহবধূকে মার

**শিলিগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** পরকীয়ার অভিযোগে এক মহিলাকে ঘরের মেঝেতে ফেলে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। বুধবার এমনই এক চরম অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকলেন পূর্ব চয়নপাড়ার নরেশ মোড়ের বাসিন্দারা। শুধু ওই মহিলা নন, তাঁকে বাঁচাতে গেলে মার খেতে হয় তাঁর দুই নাবালিকা মেয়েকেও। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মহিলা ও তাঁর মেয়েদের উদ্ধার করে।

ওই মহিলার স্বামীর অভিযোগ, 'বেশ কয়েকমাস থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল তেলিপাড়া এলাকার এক বাসিন্দার। প্রায় আড়াই মাস ধরে আশিঘর এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সারাদিন সেখানে কাটাত তারা। সকালে কাজে যাচ্ছে বলে বেরিয়ে দিনভর ওই বাড়িতেই থাকত স্ত্রী। রাতে ফিরে আসত বাড়িতে। সন্দেহ হয়েছিল কিছুদিন আগেই। লক্ষ্মীপুজোর দিন ওই ভাড়াবাড়িতে গিয়ে হাতেনাতে দুজনকে ধরি।' তখন থেকেই গোলমাল বড় আকার নেয়। বুধবার স্ত্রীর প্রেমিকের সঙ্গে বচসা বাধে স্বামীর পরিবারের। স্বামী এবং তাঁর আত্মীয়কে মারধরের হুমকি দিলে ওই প্রেমিকের দোকানে যান তাঁর পরিবার ও প্রতিবেশীরা। মারধর করা হয় ওই প্রেমিককে। পরে পুলিশ এসে প্রেমিককে নিয়ে যায়। এরপর উত্তেজিত প্রতিবেশীরা হামলা চালায় ওই মহিলার ওপর। ঘরে ঢুকে তাঁকে বেধড়ক মারা হয়। আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ এসে উদ্ধার করে নিয়ে যায় ওই মহিলা ও তাঁর মেয়েদের। যদিও থানায় এখনও কোনও পক্ষের অভিযোগ দায়ের হয়নি।

## রিপোর্ট রাষ্ট্রপতিকে

*প্রথম পাতার পর*

সভ্য সমাজে এধরনের ঘটনা গ্রহণযোগ্য নয়। গত কয়েকদিন ধরে বাংলায় যা চলছে, তা সভ্য সমাজে অকল্পনীয়।'

তৃণমূলের পক্ষ থেকে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এই বক্তব্যে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য যে সিভি আনন্দ বোসের মতো একজন রাজ্যপাল পেয়েছে।' রাষ্ট্রপতির হাতে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট জমা দিয়ে রাজ্যপাল বলেন, 'একদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অন্যদিকে মানুষের ওপর অত্যাচার। আইনশৃঙ্খলার গলা টিপে ধরা হচ্ছে। যাঁদের আইন রক্ষা করার কথা, তাঁরাই অন্যের কথায় চলছেন। এই পরিস্থিতি চলতে পারে না। বাংলায় এখন মানুষ ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন।'

রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া তাঁর রিপোর্টে রাজ্যের কিছু অংশে নির্বাচনের আগেই আধাসেনা মোতায়েনের প্রস্তাব আছে। তবে বাংলায় সংবিধানের ৩৫৫ বা ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না প্রশ্ন করলে রাজ্যপাল বলেন, 'এই মুহূর্তে এনিয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি।' তবে তাঁর কথায়, 'রাষ্ট্রপতিকে আমার যা জানানোর ছিল, জানিয়ে দিয়েছি। আমি যা রিপোর্ট দিয়েছি, তা প্রকাশ করব না। তবে এটুকু বলব, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্যের, সেটা পালনে ব্যর্থতা চলতে পারে না।'

রাষ্ট্রপতিকে রাজ্যপাল জানিয়েছেন, তিস্তা, জলঢাকা, ডায়না নদী থেকে প্রচুর পরিমাণে অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি চুরি এবং জাতীয় উদ্যানের গাছ বেআইনিভাবে কাটার ফলে ওইসব নদী গতিপথ পরিবর্তন করেছে। এর ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় উদ্ধারকাজ দেরিতে শুরু হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় পানীয় জল সময়মতো পৌঁছায়নি। বেশ কিছু জায়গায় সরকারের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দেখা গিয়েছে।

সাংসদ খগেন মুর্মু বা বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলার সময় পুলিশ তৎপরতা দেখায়নি বলেও তিনি রাষ্ট্রপতিকে জানান। যদিও বোস জানান, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা অটুট। তবে তাঁর কথায়, 'ব্যক্তিগত সম্পর্ক আলাদা, দায়িত্ব আলাদা। আমি রাজনীতির খেলোয়াড় নই, আমি রাজ্যপাল। আইনের শাসন ভেঙে পড়লে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়।'

## একের পর এক

*প্রথম পাতার পর*

তাহলে ছোট ও মাঝারি বন্যপ্রাণী কত যে নদীতে ভেসে গিয়েছে তার কোনও ধারণা করে উঠতে পারেননি কোনও বনকর্তা। গরুমারায় গত মার্চ মাসে গন্ডার শুমারি হয়েছিল। সেই সময় গরুমারায় ৬১টি গন্ডারের সন্ধান মিলেছিল। এরপর বেশ কয়েকটি গন্ডারের জন্ম হয়েছিল। এই গন্ডার শাবকগুলির কী পরিণতি হয়েছে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন বনকর্তারা। একইভাবে হস্তীশাবক ও হাতিদের কী পরিণতি হয়েছে সেটাও তাঁরা বুঝতে পারছেন না। কারণ, গরুমারার ভিতরে টহলদারি রাস্তায় পলি জমে থাকায় সেখানে হেঁটে নজরদারি চালানো তো দূরের কথা হাতি নিয়েও নজরদারি চালানো যাচ্ছে না। বন দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জঙ্গলের বাফার এলাকায় বেশ কয়েকটি গন্ডারকে দেখা গিয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে আরও একটি গন্ডারের সন্ধান মিলছে না। একটি গন্ডারকে আমগুড়ি বেদগাড়া জলঢাকা রেলব্রিজের কাছে দেখা গিয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, গত রবিবার উত্তাল জলঢাকা পেরোতে দেখা গিয়েছে একটি গন্ডারকে। সেটি সুরক্ষিত জায়গায় উঠতে পেরেছে কি না তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। গরুমারার বন্যপ্রাণী, বিশেষ করে গন্ডারের প্রকৃত সংখ্যা জানতে ফের শুমারির দাবিও উঠেছে। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় বলেন, 'এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বন্যপ্রাণের কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা জানতে সমীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।' পরিবেশপ্রেমী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদারও বলেন, 'দ্রুত যাতে এই সমীক্ষা করা হয় সেই দাবি জানানো হয়েছে।

# অরণ্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত আদিবাসীরা

*প্রথম পাতার পর*

এই চোখ ধাঁধানো চুক্তি না হয় একরকম। গোল বেধেছে আরেকটা জায়গায়। ওই বিপুল পরিমাণ জমি অসমের ডিমা হাসাও এলাকায়। ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিল অনুযায়ী যে এলাকা আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত। তাঁদের জীবনধারণ, বসবাসের অগ্রাধিকার দিতে সরকার আইনত বাধ্য। এই অঞ্চল উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পর্ষদের অধীন।

ক্ষিপ্ত আদালত সরকারের কাছে জানতে চেয়েছে, কী করে এত জমি একটি সিমেন্ট কারখানার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে? কোন নীতির ভিত্তিতে? ডিমা হাসাওয়ের উমরাংসো প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য বিখ্যাত। সেখানে রয়েছে উষ্ণ প্রস্রবণ। নানা ধরনের পরিযায়ী পাখি সেখানে আসে। রয়েছে নানা ধরনের প্রাণীও।

বিষয়টা প্যাঁচালো হয়ে পড়েছে এর সঙ্গে আদানিদের নাম জুড়ে যাওয়ায়। আদানিরা জানিয়েছে, অসমের কোকরাঝাড়ে তারা ১৬০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র বানাতে চাইছে ঠিকই, কিন্তু ডিমা হাসাওয়ের সিমেন্ট কোম্পানির সঙ্গে তাদের কোনও লেনাদেনা নেই। ওটা আলাদা কোম্পানি। তবে বিতর্ক কোকরাঝাড়েও আদানিদের পিছু ছাড়েনি। সেখানকার পর্বতঝোরা এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ করছেন, তাঁদের ৩৪০০ বিঘা জমি জোর করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

যে জমিতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হবে আদানিদের। আদিবাসী ছাত্র সংগঠন দাবি করছে, এভাবে জমি দেওয়া অসাংবিধানিক। ষষ্ঠ তফশিলে আদিবাসীদের দেওয়া জমিতে অধিকার একমাত্র তাঁদেরই। সেই আইনের তোয়াক্কা না করে সবকিছু কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ওই এলাকায় রয়েছে পাগলিঝোরা সংরক্ষিত বনাঞ্চলও। বনভূমি সংরক্ষণের যাবতীয় আইন ভেঙে সেখানে আদানিদের জমি দেওয়া হয়েছে। এজন্য কোনও ছাড়পত্রও নেওয়া হয়নি।

জমি নেওয়ার আগে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কোনও আলোচনা হয়নি। সরকারি কর্তারা অবশ্য ভরসা দিয়েছেন, কথা না বলে কোনও জমি নেওয়া হবে না। আদানিরা জানিয়েছে, তারা অসমে এয়ারপোর্ট, গ্যাস, রাস্তা, পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানিতে আরও ৫০ হাজার কোটি টাকা লগ্নি করবে। তার মধ্যে জমি নিয়ে ঝামেলা সরকারের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। কীভাবে জমি অধিগ্রহণ করা হবে, তা নিয়ে চিন্তায় দু'পক্ষই।

এবছরের গোড়া থেকে বিক্ষোভে নেমেছেন আদিবাসীরা। কিন্তু আরও বড় বিতর্ক যে ছত্তিশগড়ের হসদেও আরান্দ সংরক্ষিত বনাঞ্চল নিয়েও। ওই এলাকায় বহু মানুষের বসবাস। তাঁদের মধ্যে বেশি গোন্ড আর ওরাওঁ জনগোষ্ঠীর। এখানেও চলছে খনির কাজ। তার জেরে বাস্তুচ্যুত আদিবাসীরা। তাঁদের জমির অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁরা নির্ভর করেন জঙ্গলের ওপর। অথচ কাটা পড়েছে লাখ লাখ গাছ। ফলে ন্যাড়া হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ বনভূমি।

অসমের মতো ছত্তিশগড়ের সরকারও এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে খনি তৈরির অনুমতি দিয়েছে। এখানকার পারসা ইস্ট আর কান্তাবাসন কোল ব্লকে খনির জন্য যেসব কোম্পানি এসেছে, তাদের মধ্যে আছে আদানিরা। একইরকম অবস্থা ঝাড়খণ্ডের গোড্ডায়। সেখানে তৈরি হয়েছে বিদ্যুৎকেন্দ্র। আদানিদের। এখানেও অভিযোগ, পশ্চাৎপদ শ্রেণির গরিবদের জীবনজীবিকা কেড়ে নেওয়ার।

ন্যায্য ক্ষতিপূরণ, প্রতিশ্রুতিমতো চাকরি না দেওয়ায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য একশো কিলোমিটার লম্বা পাইপে গঙ্গা থেকে জল আনার কথা। এর জন্য লাগবে মোট ১২১৪ একর জমি। তাতে চলে যাবে ১০টি গ্রাম। তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ধুলোধোঁয়ায় ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন মানুষ। ক্ষতি হচ্ছে প্রকৃতির। কে শুনবে এসব কথা? প্রশ্ন তুললেই তো দেশবিরোধী তকমা সাঁটিয়ে দেওয়া হবে। সে হুমকি আগাম দিয়ে রেখেছেন গোড্ডার মাননীয় বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে!

## ধ্বংসের ক্ষত

*প্রথম পাতার পর*

কার্যত ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে সেই রাতে। ম্যানেজার ব্রিজেশ রাই বলেন, 'স্থানীয়দের যাতায়াত থেকে শুরু করে বাগানের জিনিসপত্র নিয়ে আসা এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' ক্যারন বাগানের ম্যানেজার সত্যনারায়ণ জয়সওয়াল বলেন, 'এখানে ঢোকার একমাত্র সেতুই তো ভেঙে আছে। নদীর ওপর দিয়ে যাঁরা পারছেন যাতায়াত করছেন।'

জিতি চা বাগানের শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক পার্থ ভাদুড়ি বলেন, 'বহু কালভার্ট উড়ে গিয়েছে নয়তো দুর্বল হয়ে ব্যবহারের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।' গাঠিয়া চা বাগানও ভয়ংকর প্লাবনে নানা ধরনের ক্ষতির শিকার। সবথেকে চর্চায় থাকা বামনডাঙ্গার পরিস্থিতি দেখলে অনেকেই আঁতকে উঠছেন।

**ছোট্ট তারা**

মর্নিং স্টার স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী আরুশী দাম ময়নাগুড়ি আঞ্চলিক বৃত্তি প্রতিযোগিতার আবৃত্তি ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দুটি বিভাগেই প্রথম হয়েছে।

## গোরুর মৃতদেহ না সরানোয় অবরোধ

**ধূপগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** চারদিন ধরে এলাকায় পড়ে আছে একটি পূর্ণবয়স্ক গোরুর মরদেহ। না সরানোয় তীব্র দুর্গন্ধ এবং দূষণে অতিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের একাংশ বুধবার সকালে ধূপগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার চত্বরে পথ অবরোধ করেন। ফলে ফের রাজ্য কৃষি বিপণন দপ্তরের অধীন সুপার মার্কেট চত্বরকে কেন্দ্র করে গবাদিপশুর কারবারের প্রমাণ মিলল বলে দাবি তাঁদের। বাজার চত্বরের ব্যবসায়ী বলরাম ঘোষের কথায়, 'এই সমস্ত গোরুর গলায় নির্দিষ্ট রঙের দড়ি রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে, মালিক আছে গোরুর। আজ চারদিন হল গোরুটা মরে পড়ে রয়েছে। কুকুরে খুবলে খাচ্ছে। আজ আমরা না পেরে অবরোধ করলাম।'

আধ ঘণ্টার ওপর সুপার মার্কেটের ভেতর মূল সড়ক বন্ধ থাকায় যানজট শুরু হয়। শেষপর্যন্ত ধূপগুড়ি থানার পুলিশ অবরোধকারী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে এবং অবরোধ উঠে যায়। পুলিশের মধ্যস্থতায় বাজার কর্তৃপক্ষ গোরুর দেহ সরাবে বলে জানা যায়।

## পরপর তিনটি দোকানে চুরি

**জলপাইগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** পরপর তিনটি দোকানে চুরির ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পান্ডাপাড়া কালীবাড়ির বাইপাস রোডের লক্ষ্মীর মোড়ে। জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন সেই এলাকায় তিনটি মুদিখানার দোকানের টিন কেটে চুরি হয়েছে মঙ্গলবার রাতে। স্থানীয়রাই কোতোয়ালি থানায় খবর দেন। চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

উৎপল সরকার, সুবল রায় ও সাধন বর্মন নামে তিনজনের দোকানে চুরি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী উৎপল বলেন, 'টিন কেটে চোর ঢুকলেও তেমন কিছু নেয়নি। আমার মনে হয়, তিনটি দোকানে চুরি করতে গিয়ে হয়তো বেশি সময় পায়নি তারা।' তাঁর দোকানে এর আগেও একবার চুরি হয়েছিল বলে জানিয়েছেন। আরেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী সাধনের বাড়ি দোকানের পাশে। তিনি বলেন, 'প্রতিদিনই টাকা নিয়ে যাই। কিন্তু মঙ্গলবার রাতে ব্যবসার বেশিরভাগ টাকাটাই ক্যাশ বাক্সে রেখে গিয়েছিলাম। প্রায় ৬ হাজার টাকা নিয়েছে চোরেরা।'

## স্মারকলিপি

**মালবাজার, ৮ অক্টোবর :** নাগরাকাটার বামনডাঙ্গায় খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে নিগৃহীত হলেন চারজন সাংবাদিক। সেই ঘটনার প্রতিবাদে মালবাজারের তরাই ডুয়ার্স প্রেস ক্লাবের তরফে বুধবার বিকেলে মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের দপ্তরের মাধ্যমে জেলা পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো হল একটি স্মারকলিপি। সেইসঙ্গে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের আর্জি জানিয়েছে তারা।

সোমবারের সেই ঘটনায় পুলিশের সামনেই বাঁশ দিয়ে মারার তীব্র নিন্দা করেছেন প্রেস ক্লাবের চেয়ারপার্সন শম্পা ভট্টাচার্য। এদিনের স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে ছিলেন সভাপতি সোমেশকুমার মাহাতো, সম্পাদক অমিত দাম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক দীপঙ্কর দে সহ অন্যরা। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ জানান, স্মারকলিপিটি জেলা পুলিশ সুপারের কাছে পাঠানো হবে।

### সংস্কারের নামে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ

# রাস্তার অবস্থা যে-কে-সেই

**অনীক চৌধুরী**

**জলপাইগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** পুজোর আগে সাতদিন ধরে রাস্তার কাজ করেছিল জলপাইগুড়ি পুরসভা। শহরের রাস্তায় যেখানে গর্ত কিংবা ভাঙা ছিল কিছু ঘণ্টার মধ্যেই তাতে পড়ে গিয়েছিল পাথর আর পিচের প্রলেপ। রাস্তা সংস্কারের নামে ভাঙা জায়গায় জোড়াতালি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। দুই সপ্তাহের মধ্যেই ওই জোড়াতালির আয়ু ঘনাতে শুরু করেছে। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা থেকে পিচের প্রলেপ আর পাথর উঠে যেতে শুরু করেছে। স্টেশন রোড থেকে বাবুপাড়া, পোস্ট অফিস মোড় হোক কিংবা দেশবন্ধুপাড়া সব জায়গায় এখন রাস্তা ফের আগের অবস্থায় ফিরতে শুরু করেছে।

এতে ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা। শহরবাসীর অভিযোগ, প্রতিবছর পুজোর আগে রাস্তায় সংস্কারের নামে জোড়াতালি দেওয়া হয়। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই পিচ উঠে গিয়ে পুনরায় রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ে। পুরসভা কবে রাস্তাগুলো ভালো করে সংসার করবে এখন সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা সৌমিক সরকারের কথায়, 'এই জোড়াতালির

*রাস্তার পিচ-পাথর উঠতে শুরু করেছে। জলপাইগুড়িতে।*

কাজ করে কোনও লাভ নেই। সামান্য বৃষ্টি হলে কিংবা প্রতিদিন এই জোড়াতালির উপর দিয়ে গাড়ি চললেই সপ্তাহখানেকের মধ্যেই আসল রূপ বেরিয়ে যায় রাস্তার। আমরা তো পুর কর দিই, তাহলে কেন ভালো পরিষেবা পাব না।'

শহরের প্রায় প্রতিটি রাস্তা বেহাল হওয়া সত্ত্বেও সেখানে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চলছে বলে অভিযোগ। এভাবে রাস্তা সংস্কার করলে তা বেশিদিন টিকবে না। এমনকি নতুন যেই রাস্তাগুলো তৈরি হচ্ছে সেগুলোতেও নিম্নমানের কাজ হচ্ছে, বলছেন শহরবাসী। যদিও পুরসভার পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সন্দীপ মাহাতো বলেন, 'পুজোর আগে সাময়িকভাবে রাস্তা সংস্কারের কাজ করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও যদি সেই সংস্কারের কাজ ঠিকঠাক না হয় এবং পিচ-পাথর উঠে যায় তবে আমরা ঠিকাদারদের বলব সেই কাজ ভালোমতো করতে। আমরা চাই মানুষ ভালো রাস্তা দিয়ে চলাচল করুক।' পুরসভা সূত্রে খবর, শহরের যেসব রাস্তা নতুনভাবে তৈরি হচ্ছে, সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার উপর দেওয়া হবে। এছাড়া, শহরের বেশ কিছু রাস্তার ডিপিআর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলেই নতুন রাস্তার কাজ শুরু হবে।

শুধু পুরসভার রাস্তা নয়, রাজ্য সড়কের অবস্থাও খারাপ। বহুদিন ধরে বেহাল পড়ে থাকলেও শুধু জোড়াতালি দিয়ে কাজ করা হয়। কিছুদিন পর আবার পিচ উঠে যায়। নতুন করে রাস্তা তৈরি করা দরকার বলে জানিয়েছেন শহরের দিনবাজারে আসা সন্ধ্যা দাস।

**কাঠগড়ায় পুরসভা**

- পুজোর আগে ভাঙা রাস্তায় পিচ ও পাথর দিয়ে জোড়াতালি দেওয়া হয়েছে
- শহরের প্রায় প্রতিটি রাস্তা বেহাল হওয়া সত্ত্বেও সেখানে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চলছে বলে অভিযোগ
- এখনই রাস্তাগুলো আগের অবস্থায় ফিরতে শুরু করেছে
- পুরসভা কবে রাস্তাগুলো ভালো করে সংস্কার করবে এখন সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে

# উচ্ছেদের আশঙ্কায় ছোট গাড়ির চালকরা

**অভিষেক ঘোষ**

**মালবাজার, ৮ অক্টোবর :** সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের কারণে বুকিং বাতিল প্রায় সব গাড়িচালকের। ভাড়া না থাকায় অধিকাংশ গাড়ি এখন প্রায় বসা অবস্থায়। এই অবস্থায় উচ্ছেদের আশঙ্কা করছেন ছোট গাড়ির চালকরা। চালকদের দাবি, তাঁদের গাড়ি রাখার নির্দিষ্ট জায়গার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। মাল পার্ক ট্যাক্সি ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আরবাজ খানের কথায়, 'এর আগেও প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহার কাছে জায়গার আবেদন করেছিলাম। কিন্তু তিনি কোনও ব্যবস্থা করেননি। গাড়ির তুলনায় জায়গা অনেক কম।'

রাস্তার পাশে যেভাবে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে বলে জানালেন মালের ট্রাফিক ওসি দেবজিৎ বোস। তাঁর বক্তব্য, বিকল্প উপায় নিয়ে ভাবতে হবে পুরসভাকেও। যদিও পার্কিং ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা হবে বলে চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি জানিয়েছেন।

মালবাজার শহরে ১৯৮৮ সাল থেকে বাসস্ট্যান্ড চত্বরে ছোট গাড়ির স্ট্যান্ড চালু হয়। যদিও আরও কিছু গাড়ির স্ট্যান্ড আছে। এখন মাল পার্ক ট্যাক্সিস্ট্যান্ড ইউনিয়নের অধীনে থাকা

*১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে একাধিক গাড়ি।*

মোট গাড়ির সংখ্যা ৭২। তবে ৪০-৪৫টি গাড়ি হামেশাই থাকে স্ট্যান্ডে। সেই ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের নির্দিষ্ট স্থান বলতে জাতীয় সড়কের পাশে একটু জায়গা। সেই জায়গাটি আগে বেশি থাকলেও এখন কমেছে। কিছু জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে ছোট উদ্যান। তারপর থেকেই গাড়ি রাখার জায়গার সমস্যা তৈরি হয়েছে।

ওই ট্যাক্সিস্ট্যান্ডটি ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে থাকায় বেশকিছু গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে জাতীয় সড়কের ওপর। কখনও বা জাতীয় সড়কের সীমানা ঘেঁষে। গাড়িচালক রাজেশ কুণ্ডু জানান, স্ট্যান্ড থাকলেও নেই কোনও শেড, খোলা আকাশের নীচেই থাকে গাড়ি। বর্ষায় সমস্যায় পড়তে হয় পর্যটকদের।

এ ব্যাপারে সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তর বক্তব্য, মাল বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া এলাকায় বেশকিছু জায়গা এখনও ফাঁকা আছে। সেখানে তাঁদের গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। এদিকে বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহার অভিযোগ, এর আগে এই ট্যাক্সিস্ট্যান্ড তুলে মাল পার্কের সামনে নিয়ে গিয়েছিলেন তৎকালীন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। তারপর সেখানে দোকানঘর তৈরির জন্য সেখান থেকে তাঁদের উৎখাত করা হয়। এই ঘটনার সঙ্গে বর্তমান চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি যুক্ত ছিলেন।

*প্রদীপে রংয়ের প্রলেপ দেওয়ার মুহূর্তে।*

# কুমোরপাড়ায় চিন্তা

**অনসূয়া চৌধুরী**

**জলপাইগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাথায় হাত পালপাড়ার মৃৎশিল্পীদের। দীপাবলির আগে প্রতি বছরই জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন রাহুতবাগানের পালপাড়ায় গেলে চোখে পড়ে হয় বাড়ির সামনে কেউ প্রদীপ শুকোতে দিয়েছেন। নয়তো কেউ চাকা ঘুরিয়ে একের পর এক প্রদীপ বানিয়েই চলেছেন। এবছর সেই ব্যস্ততা থাকলেও সঙ্গে রয়েছে দুশ্চিন্তা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাগান থেকে পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকা বিধ্বস্ত। যেখানে জীবনযাপনই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে, সেখানে কি দীপাবলি উৎসব পালন করবেন দুর্গতরা। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে প্রদীপ শুকোতে দিতেও। এখনও অর্ডার না পাওয়ায় তাই অনেকেই প্রদীপ, ধুনুচি বানাতে চাইছেন না।

জলপাইগুড়ির পালপাড়ার সুকু পাল পরিবারের সকলকে নিয়ে এবার প্রদীপ বানিয়েছেন প্রায় ৫০ হাজার। হলদিবাড়ির এক পাইকারের কাছ থেকে প্রায় ২৫ হাজার প্রদীপের অর্ডার পেয়েছেন। বাকিগুলো কিনতে এখনও কেউ আসেননি। সুকুর কথায়, 'আগে এক ট্রলি মাটি কিনতাম তিন-চার হাজার টাকায়। এখন ট্রলির বদলে ছোট গাড়িতে মাটি আসে। কিনতে হয়েছে ৭ হাজার টাকায়। চিন্তা একটাই প্রাকৃতিক দুর্যোগে কেউ বাড়ি হারিয়েছে, কেউ চাষের জমি, গৃহপালিত পশু সহ কেউ আবার পরিবারের সদস্যদের। এমন অবস্থায় কি কেউ দীপাবলি উদযাপন করবে?' আক্ষেপের সুরে জানালেন, আর্থিকভাবে অনেকেই ভেঙে পড়েছেন। পাইকাররা মৃৎশিল্পীদের থেকে প্রদীপ কিনে ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি সহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় পাঠাতেন। এবছর সেই সংখ্যাটা অনেকটাই কমবে বলে আশঙ্কা করছেন সুকু। বললেন, 'ভেবেছিলাম প্রদীপ বেচে যে টাকা আসবে, তা দিয়ে ঘরের কাজ করব। কিন্তু আদতে সেই আশা কতটা পূরণ হবে, সেটা জানি না।'

একই কথা বললেন আরেক মৃৎশিল্পী রণিতা পালও। তাঁর কথায়, 'এবছর এখনও কোনও পাইকার যোগাযোগ করেননি। দুর্গাপুজোর পর প্রদীপ, ধুনুচি বানাব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন তো পরিস্থিতি দেখে আর সাহস হচ্ছে না।' কোনও সরকারি সাহায্য না পাওয়ার আক্ষেপও জানালেন।

কথায় আছে, 'প্রদীপের নীচে অন্ধকার'। প্রবাদটি পালপাড়ার এই মৃৎশিল্পীদের জন্য যথাযোগ্য বলে মনে করছেন শহরবাসী। তাঁদেরই মধ্যে একজন তমাল ঘোষ বললেন, 'এমনিতেই টুনি কিংবা অন্যান্য লাইটের দাপটে প্রদীপ বানানোর ইচ্ছে অনেকেই হারিয়ে ফেলছেন। তার ওপর এই দুর্যোগ নিয়ে চিন্তা হওয়াটা অবাস্তব নয়।'

# সংস্কারকাজ শুরু

**মালবাজার, ৮ অক্টোবর :** বহুদিন অচল হয়ে পড়ে থাকার পর মালবাজার শহরের পরিচিত ল্যান্ডমার্ক ঘড়ি মোড়ের ঘড়ি অবশেষে প্রাণ ফিরে পেতে চলেছে। বুধবার থেকে ঘড়ির টাওয়ারের সংস্কারকাজের শুরু হয়েছে, এতে শহরবাসী খুবই খুশি। স্থানীয় নাগরিক চন্দন রায়, সুমিত সাহা, অভি দাসরা জানান, ঘড়ি মোড় শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং পর্যটকদের প্রিয় স্থান। দীর্ঘদিন ধরে ঘড়ি বন্ধ থাকায় শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছিল। এখন কাজ শুরু হওয়ায় ভালো লাগছে। তাঁরা চাইছেন, নিয়মিত এর রক্ষণাবেক্ষণ করা হোক। পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেছেন, 'কালীপুজোর আগেই ঘড়ি সারিয়ে তা বসিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।'

# জাগরণীতে এআই সচেতনতা

**বাণীব্রত চক্রবর্তী**

**ময়নাগুড়ি, ৮ অক্টোবর :** পুজো মানেই অশুভ শক্তির বিনাশ। নতুন কিছু ভাবনা। ময়নাগুড়ির জাগরণী ক্লাব কর্তৃপক্ষও প্রত্যেকবার কালীপুজোয় নতুন কিছু উপহার দিতে চায় দর্শনার্থীদের। এবারও সেইরকমই পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানালেন ক্লাবের কর্মকর্তারা। এবার জাগরণীর থিম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই। এআই আশীর্বাদ না অভিশাপ, সেটাই ফুটিয়ে তোলা হবে পুজোমণ্ডপে।

ময়নাগুড়ি শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ড মিলপাড়ায় এই পুজোর এবার ৪৯তম বর্ষ। চলতি বছরের অগাস্ট মাসের শেষে মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। কলকাতার শিল্পী সুবল পাল মণ্ডপ তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন। কলকাতার পনেরোজন মণ্ডপশিল্পী প্রথমে কাজ করছিলেন। হাতে খুব বেশি সময় নেই। তার উপর আকাশের খামখেয়ালিপনা দুশ্চিন্তার কারণ বাড়িয়েছে। এখন তাই পঁয়ত্রিশজন শিল্পী কাজটা শেষ করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

মণ্ডপশিল্পী সুবল পাল বললেন, 'সামনের পনেরো থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটবে। এআইয়ের দৌলতে কর্মহীন হয়ে পড়বেন অনেক মানুষ। সেইসবই ফুটে উঠবে মণ্ডপে।' বাটাম, কাঠ, লোহার কাঠামো, প্লাইবোর্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে পুজোমণ্ডপ তৈরির কাজে।

জাগরণীর প্রতিমা আসছে কলকাতার কুমোরটুলি থেকেই। সুবল পালের কুমোরটুলিতে তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমা তৈরি করা হচ্ছে। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রাজর্ষি বিশ্বাস ও তুহিনকান্তি চৌধুরী। রাজর্ষি বললেন, 'শুধু মণ্ডপ কিংবা প্রতিমা নয়, চমক থাকবে আলোকসজ্জাতেও। চন্দননগর থেকে আলোকশিল্পীরা এসে পুজোমণ্ডপ সহ প্রাঙ্গণ এবং সংলগ্ন রাস্তা আলো দিয়ে সাজিয়ে তুলবেন। আলোকসজ্জার মধ্যে দিয়েও সামাজিক সচেতনতার দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হবে। সবমিলিয়ে আয়োজন দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে।'

*ময়নাগুড়ি জাগরণীর কালীপুজোর মণ্ডপ।*

পুজো কমিটির সভাপতি কমল দে জানালেন, এবছর পুজোর বাজেট ধরা হয়েছে পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা। প্রতিকূল আবহাওয়া এবং বন্যা পরিস্থিতির কারণে পুজো সম্পন্ন করতে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছে। বরাবরই বিগ বাজেটের পুজো হয় জাগরণী ক্লাবে। গোটা উত্তরবঙ্গের দর্শনার্থীদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের জায়গা এই পুজো। যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ প্রবীর বিশ্বাস এবং আশিস রায়ের কথায়, এবারও সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে। তাঁরা আশাবাদী, এবারও দর্শনার্থীদের ভালো লাগবে জাগরণীর পুজো।

## জুবিনের মৃত্যুতে গ্রেপ্তার পুলিশ ভাই

**গুয়াহাটি, ৮ অক্টোবর :** অসমিয়া গায়ক জুবিন গর্গের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনায় নতুন মোড়। তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও অসম পুলিশ সার্ভিসের অফিসার সন্দীপন গর্গকে বুধবার গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি। জুবিন-মৃত্যু মামলায় এটি পঞ্চম গ্রেপ্তার।

সন্দীপন জুবিনের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন শুধু তা-ই নয়, যে প্রমোদতরীতে (ইয়ট) থাকাকালীন গায়ক মারা যান, সেখানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। সিআইডি গত কয়েকদিন ধরে তাঁকে জেরা করছিল। অবশেষে পর্যাপ্ত

*একফ্রেমে সন্দীপন, জুবিন। -ফাইলচিত্র*

তথ্য পাওয়ার পর তাঁকে হেপাজতে নেওয়া হয়। বুধবার তাঁকে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের (সিজেএম) আদালতে তোলা হলে সাতদিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠানো হয়।

৫২ বছর বয়সি জুবিন বলিউড ও অসমিয়া সংগীত জগতে জনপ্রিয় নাম ছিলেন। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে একটি দ্বীপের কাছে নৌকাবিহারে বেরিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সেখানে গিয়েছিলেন 'নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল'-এ অংশ নিতে।

## এগিয়ে এয়ারবাস

**প্যারিস, ৮ অক্টোবর :** বিমান নির্মাণ শিল্পের দীর্ঘ চার দশকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইউরোপীয় সংস্থা এয়ারবাস একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক ছুঁয়েছে। তাদের এ৩২০ জেট বিমানটি মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী বোয়িং-এর ৭৩৭ মডেলকে টপকে বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সরবরাহকৃত জেটলাইনারের খেতাব অর্জন করেছে।

এই সপ্তাহে সৌদি উড়ান সংস্থা ফ্লাইনাস-কে একটি এ৩২০ জেট সরবরাহের মাধ্যমেই রেকর্ডটি ভাঙে। ইউকে-ভিত্তিক পরামর্শদাতা সংস্থা সিরিয়ামের তথ্য অনুসারে, ১৯৮৮ সালে পরিষেবা শুরু করার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১২,২৬০টি এ৩২০ জেট সরবরাহ করা হয়েছে।

এয়ারবাসের এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ছিল ১৯৮৪ সালে তাদের এ৩২০ মডেলে প্রথমবারের মতো 'ফ্লাই-বাই-ওয়্যার' কন্ট্রোল সিস্টেম চালু করার সাহসী সিদ্ধান্ত। অন্যদিকে, দীর্ঘকাল ধরে বোয়িং ৭৩৭ মডেলটি বিক্রির শীর্ষে থাকলেও সাম্প্রতিক কালে দু'টি মারাত্মক দুর্ঘটনার পর বহু দেশে ৭৩৭ ম্যাক্স ফ্লিট বসিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ক্ষতি হয়েছে তাদের ব্যবসার।

## নিখোঁজ ২ অগ্নিবীর

**শ্রীনগর, ৮ অক্টোবর :** জম্মু ও কাশ্মীরে সেনার বিশেষ বাহিনীর দুই কমান্ডো সোমবার থেকে নিখোঁজ। দু'জনেই অগ্নিবীর। কিস্তওয়ার ও অনন্তনাগ জেলার ঘন জঙ্গলের মধ্যবর্তী অংশে গিয়েছিলেন তাঁরা। জায়গাটি দুর্গম। তাঁদের খুঁজে পেতে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তাবাহিনী। সেনার বিভিন্ন ইউনিটকে নামানো হয়েছে। খোঁজা হচ্ছে তন্ন তন্ন করে। আকাশপথে চলছে হেলিকপ্টার। এবিষয়ে বিস্তারিত খবর না পাওয়া গেলেও তল্লাশি অভিযানে যুক্ত বাহিনীর একটি সূত্র দু'জনের নিখোঁজ হওয়ার পিছনে জঙ্গিদের জড়িত থাকার বিষয়টি উড়িয়ে দিয়েছে।

## লুক আউট নোটিশ

**লখনউ, ৮ অক্টোবর :** কোটি কোটি টাকার প্রতারণা মামলায় বিশিষ্ট হেয়ার স্টাইলিস্ট জাভেদ হাবিব ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিশ জারি করল সম্ভাল পুলিশ। তাঁর ছেলে এবং অন্য আরও তিনজনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ২০টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। সম্ভালের পুলিশ সুপার কেকে বিষ্ণোই বলেন, 'অপরাধ এবং অপরাধীদের দৌরাত্ম্য কমাতে প্রতারক জাভেদ হাবিব, তাঁর ছেলে এবং আরও তিনজনের বিরুদ্ধে মোট ২০টি মামলা রুজু করা হয়েছে। তাঁরা ৫-৭ লক্ষ টাকা নগদ হাতিয়ে মানুষকে লগ্নি করার জন্য প্রলোভন দেখাতেন।'

## মৃত বেড়ে ১৬

**সিমলা, ৮ অক্টোবর :** হিমাচলপ্রদেশে ভয়াবহ ভূমিধসে একটি বেসরকারি বাস চাপা পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৬। মঙ্গলবার পর্যন্ত সংখ্যাটি ছিল ১৫। বুধবার সকালে আরও একজনের দেহ ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার হয়েছে।

*জলে নেবো না আর থই পাবে না...*

*স্বর্ণমন্দিরের সরোবরে অবগাহন। বুধবার অমৃতসরে।*

# অণুর ঘরের নকশায় নোবেল ৩ বিজ্ঞানীর

**স্টকহোম, ৮ অক্টোবর :** ২০২৫ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জাপানের সুসুমু কিতাগাওয়া, অস্ট্রেলিয়ার রিচার্ড রবসন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওমর এম ইয়াগি। তাঁরা ধাতু ও জৈব যৌগের মিলনে তৈরি নতুন উপাদান 'মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্কস' (এমওএফ) আবিষ্কারের জন্য এই সম্মান পেয়েছেন।

এই উপাদান এমনভাবে গঠিত যে অণুগুলির মাঝে ফাঁকা জায়গা বা 'ঘর' থাকে, যার ভিতর দিয়ে গ্যাস ও রাসায়নিক পদার্থ প্রবাহিত হতে পারে। এই কাঠামো দিয়ে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড আটকানো, ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ (যেমন, পার- এবং পলিফ্লুরোঅ্যালকাইল পদার্থ, সংক্ষেপে পিএফএএস) শোষণ করা কিংবা প্লাস্টিক দূষণ কমানো সম্ভব হতে পারে।

তিন বিজ্ঞানীর এই গবেষণাকে 'অণুর স্থাপত্য' বলে বর্ণনা করেছে সুইডিশ নোবেল কমিটি। কমিটির চেয়ারম্যান হেইনার লিঙ্কে বলেন, 'মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক আমাদের কল্পনার বাইরের নতুন নতুন উপাদান তৈরির সুযোগ এনে দিয়েছে। আজ এই ফ্রেমওয়ার্ক প্রযুক্তি পরিবেশ সংরক্ষণ থেকে শুরু করে টেকসই জ্বালানি উন্নয়নের ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।' অন্যদিকে, এই গবেষণা ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরে স্বভাবতই খুশি অন্যতম বিজ্ঞানী কিতাগাওয়া বলেন, 'আমি গভীরভাবে সম্মানিত ও আনন্দিত।'

*সুসুমু কিতাগাওয়া রিচার্ড রবসন ওমর এম ইয়াগি।*

*বুধবার নভি মুম্বই বিমানবন্দরের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী।*

# ২৬/১১ নিয়ে নমো নিশানায় কংগ্রেস

**মুম্বই, ৮ অক্টোবর :** ২৬/১১ মুম্বই হামলা নিয়ে কংগ্রেসকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে চিদম্বরম দাবি করেছিলেন, মুম্বই হামলার পর তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ইউপিএ সরকার আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা থেকে পিছু হটেছিল। সেই প্রসঙ্গ তুলে মোদি বুধবার নবি মুম্বই বিমানবন্দরের উদ্বোধনে গিয়ে বলেন, 'একজন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা যিনি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন, সম্প্রতি দাবি করেছেন, ভারতের সশস্ত্র বাহিনী ২৬/১১-র পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হামলার জন্য প্রস্তুত ছিল। দেশও একই জিনিস চেয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস নেতার কথা যদি মেনে নিতে হয় তাহলে সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানা থেকে বাহিনীকে বাধা দিয়েছিল। কারণ অন্য একটি দেশের চাপ ছিল।'

নমোর তোপ, 'আন্তর্জাতিক চাপের মুখে কে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেটা কংগ্রেসকে জানাতে হবে। কংগ্রেসের দুর্বলতা সন্ত্রাসবাদীদের শক্তিশালী করেছিল এবং ভারতের নিরাপত্তাকে দুর্বল করেছিল। জীবনহানির মাধ্যমে বারবার ভারতকে এর মূল্য চোকাতে হয়েছে।' সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার অপারেশন সিঁদুর থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেছিলেন। কিন্তু অপারেশন সিঁদুর মার্কিন চাপে থামেনি বলে পালটা দাবিও করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর জন্য মোদিকে 'নরেন্দর, সারেন্ডার' কটাক্ষও করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। কিন্তু সেই কটাক্ষ দূরে সরিয়ে মোদি এদিন বলেন, 'এখনকার ভারত পাকিস্তানের ঘরে ঢুকে মারে।' অপারেশন সিঁদুরের ভূয়সী প্রশংসাও শোনা যায় তাঁর মুখে।

## দাগি-তালিকা অস্পষ্ট

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর :** শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনেই স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা নিয়েছে। এবার ফল প্রকাশের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি জানায়, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশ করা হবে নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল। পাশাপাশি, দাগিদের তালিকা নিয়ে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি এনভি অঞ্জরিয়ার বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, 'তালিকা অস্পষ্ট। বিষয়ভিত্তিক ও সংরক্ষণভিত্তিকভাবে বিস্তারিত তথ্য সহ দাগি অযোগ্যদের নতুন করে তালিকা প্রকাশ করতে হবে।'

এসএসসির পক্ষে এদিন আদালতে সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কপিল সিবাল। তাঁদের দাবি, অযোগ্যদের তালিকায় সকলের নামই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আদালতের পর্যবেক্ষণ, তাতে যথেষ্ট স্বচ্ছতা নেই। বেঞ্চের মন্তব্য, 'কোনও গোপনীয়তা রাখবেন না। বিস্তারিত ভাবে তালিকা প্রকাশ করুন, নয়তো আবার জটিলতা তৈরি হবে। কেউ নতুন করে আদালতের দ্বারস্থ হবেন।'

## মালয়ালম মেগাস্টারের বাড়িতে ইডি

**তিরুবনন্তপুরম, ৮ অক্টোবর :** মালয়ালম চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তি অভিনেতা মামুট্টি ও তাঁর একাধিক আত্মীয়ের বাড়ি, অফিস এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে বুধবার হানা দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেরল ও তামিলনাডু মিলিয়ে মোট ১৭টি জায়গায় অভিযান চালিয়েছেন ইডি আধিকারিকরা। কোয়েম্বাটোর ভিত্তিক একটি বিলাসবহুল গাড়ি পাচার চক্রের সূত্র ধরে হয়েছে ইডির এদিনের তল্লাশি অভিযান। কেন্দ্রীয়

### বিপাকে মামুট্টি

গোয়েন্দাদের সন্দেহ, কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশ থেকে বহু দামি গাড়ি আমদানি করা হয়। এভাবে বেশ কয়েকটি বিলাসবহুল গাড়ি কিনেছেন মামুট্টি ও তাঁর ঘনিষ্ঠরা। যদিও দক্ষিণী অভিনেতার দপ্তর থেকে যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। ইডির সূত্র জানিয়েছে, তদন্তের পোশাকি নাম 'অপারেশন নুমখোর'। ভুটানি ভাষায় নুমখোর কথার অর্থ গাড়ি। ২৩ সেপ্টেম্বর কোচি থেকে ৩৭টি দামি বিদেশি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছিল শুল্ক দপ্তর। ভুটান থেকে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে গাড়িগুলি কেরলে আনা হয়েছিল। ওইসব গাড়ির কয়েকটির মালিক মালয়ালম সুপারস্টারের ঘনিষ্ঠরা।

### দরকারে আমি যাব, হুমকি বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর

# ত্রিপুরায় বাধা তৃণমূলকে

**আগরতলা ও কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** নাগরাকাটায় বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর আক্রমণের পর মঙ্গলবার ত্রিপুরার আগরতলায় তৃণমূলের সদর দপ্তরে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবারই তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেবের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের প্রতিনিধিদল আগরতলায় গেলে বিমানবন্দরেই তাঁদের আটকে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এমনকি হুমকি দিয়ে তাঁদের গাড়ি চালকদেরও আসতে বাধা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। এই ঘটনার খবর কলকাতায় পৌঁছোনো মাত্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার হুঁশিয়ারি, 'আমি এবার ত্রিপুরায় যাব। দেখব কার কত ক্ষমতা।' এদিন ত্রিপুরায় রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গেও দেখা করেন তৃণমূলের পরিষদীয় দল।

এদিন সকালেই সাংসদ সুস্মিতা দেব, প্রতিমা মণ্ডল, সায়নী ঘোষ, রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ও সুদীপ রাহা আগরতলায় পৌঁছোন।

*আগরতলা বিমানবন্দরের বাইরে তৃণমূলের ধর্না। বুধবার।*

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে, এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে বিমানবন্দরেই তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। বিমানবন্দরের বাইরে দীর্ঘক্ষণ তাঁরা ধর্না দেন। এরপর তাঁরা তৃণমূলের রাজ্য অফিসে যান। রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে চিঠি দেন সুস্মিতা। সুস্মিতা দেব বলেন, 'যেভাবে আমাদের পার্টি অফিসে ভাঙচুর করা হয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা বিমানবন্দরে আসার পর ট্যাক্সিচালকদের ভয় দেখানো হয়েছে। তাই তাঁরা আমাদের নিতে আসেননি। আমাদের দলের কর্মীরা বাইক নিয়ে আসার চেষ্টা করলেও তাঁদের বাধা দিয়েছে পুলিশ।'

এদিন রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গেও দেখা করেন তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। ভাঙচুরের ঘটনায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানান তাঁরা। তবে তৃণমূলকে বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গে ক্ষুব্ধ মমতা বলেন, 'আমাদের প্রতিনিধিদলকে বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়েছে। কর্মীদের বাইকেও সেখানে পৌঁছোতে দেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে যেখানে খুশি হেঁটে যেতে। এবার আমি হেঁটে যাব। দেখব কত স্পর্ধা।' মমতা বলেন, 'শুধু এখন নয়,

> আমাদের প্রতিনিধিদলকে বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়েছে। কর্মীদের বাইকেও সেখানে পৌঁছোতে দেওয়া হয়নি।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এর আগে অভিষেকের গাড়িতেও হামলা চালানো হয়েছিল। দোলা সেন, সুস্মিতা দেবের গাড়িতে হামলা হয়েছিল। ডাবল ইঞ্জিন সরকার হলে কি সব মাফ?' এদিন সকালে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, 'বিজেপি তৃণমূলকে ভয় পেয়েছে। তাই তারা আমাদের কর্মীদের বাধা দিয়েছে। কিন্তু তৃণমূল কোথাও মাথা নত করেনি, করবেও না।'

## ঔরঙ্গজেব বিতর্কে হাওয়া

**ইসলামাবাদ, ৮ অক্টোবর :** ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার একমাত্র কারিগর মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব। তিনি সিংহাসনে বসার আগে নাকি ভারত ঐক্যবদ্ধ ছিল না। এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করেছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ।

তিনি বলেন, 'ভারত কখনোই কোনও ঐক্যবদ্ধ দেশ ছিল না। পাকিস্তানের বিভিন্ন ঘরোয়া সমস্যা, সংকট ও বিবাদ রয়েছে। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গোটা দেশ সবসময় একজোট থাকে। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে ভারত কখনও ঐক্যবদ্ধ ছিল না। আজও নয়। একমাত্র ঔরঙ্গজেবের আমলেই দেশে কিছুটা ঐক্য ছিল।' পাক মন্ত্রীর আরও দাবি, 'আমি দু-দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির পক্ষপাতী নই। তবে যুদ্ধের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। যদি সত্যিই যুদ্ধ হয় তাহলে আমরা আগের চেয়ে বেশি সাফল্য অর্জন করব।'

## দিল্লি-কলকাতা সড়কে যানজট

**পাটনা, ৮ অক্টোবর :** বিহারের রোহতাস জেলায় টানা বৃষ্টিতে দিল্লি-কলকাতা জাতীয় সড়ক (এনএইচ-১৯)-এ ভয়াবহ যানজট তৈরি হয়েছে। অন্তত চারদিন ধরে রাস্তার ওপর ন যযৌ হয়ে রয়েছে শতাধিক লরি ও গাড়ি। জলজমা

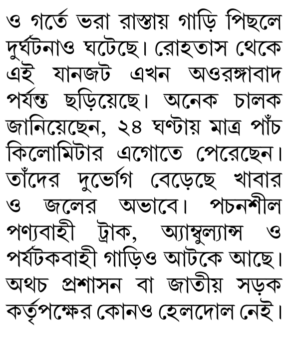

ও গর্তে ভরা রাস্তায় গাড়ি পিছলে দুর্ঘটনাও ঘটেছে। রোহতাস থেকে এই যানজট এখন অওরঙ্গাবাদ পর্যন্ত ছড়িয়েছে। অনেক চালক জানিয়েছেন, ২৪ ঘণ্টায় মাত্র পাঁচ কিলোমিটার এগোতে পেরেছেন। তাঁদের দুর্ভোগ বেড়েছে খাবার ও জলের অভাবে। পচনশীল পণ্যবাহী ট্রাক, অ্যাম্বুল্যান্স ও পর্যটকবাহী গাড়িও আটকে আছে। অথচ প্রশাসন বা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই।

# টাটা ট্রাস্টে ঝামেলা মেটাতে সক্রিয় কেন্দ্র

**নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর :** রতন টাটার মৃত্যুর পর টাটা ট্রাস্টের অন্দরে নেতৃত্বের টানাপোড়েন ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে দ্বন্দ্ব মেটাতে সক্রিয় হতে হয়েছে কেন্দ্রকে। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার রাতে টাটা ট্রাস্ট এবং টাটা সন্সের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। দিল্লিতে এক ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলা ওই বৈঠকে টাটা গোষ্ঠীর তরফে হাজির ছিলেন টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান তথা প্রয়াত রতন টাটার সৎ ভাই নোয়েল টাটা, ভাইস চেয়ারম্যান ভেনু শ্রীনিবাসন, টাটা সন্সের চেয়ারম্যান এন চন্দ্রশেখরন ও ট্রাস্টি দারায়ুস খাম্বাটা।

সেখানে টাটা গোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনে রাশ টানার পক্ষে সওয়াল করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। শা ও সীতারামনের সঙ্গে বৈঠক সেরে নিজেদের মধ্যে আলাদা করে আলোচনায় বসে ছিলেন টাটা গোষ্ঠীর পরিচালকরা। তবে কোনও বৈঠক নিয়েই সরকার বা টাটা, কারও তরফে কিছু জানানো হয়নি। সূত্রটি জানিয়েছে, টাটা ট্রাস্টে ট্রাস্টির সংখ্যা ৭। রতন টাটার মৃত্যুর পর ট্রাস্টের অন্দরে ২টি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। একদিকে রয়েছেন নোয়েল টাটা, ভেনু শ্রীনিবাসন ও বিজয় সিং।

### দিল্লিতে বৈঠক

অন্যদিকে আছেন দারায়ুস খাম্বাটা, জেহাঙ্গির এইচসি জেহাঙ্গির, প্রমিত জাভেরি ও মেহলি মিস্ত্রি।

নোয়েল টাটা চেয়ারম্যান হলেও ট্রাস্টি বোর্ডে তিনি সংখ্যালঘু। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন দারায়ুস খাম্বাটা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ ট্রাস্টিরা। তাঁরাই বোর্ড মিটিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র পরীক্ষা করছেন। স্বাধীন ডিরেক্টরদের নিয়োগও হচ্ছে ৪ ট্রাস্টির মতামতের ভিত্তিতে। যার জেরে ট্রাস্টি বোর্ডে কার্যত কোণঠাসা অবস্থা নোয়েল টাটার। ট্রাস্টের এই টানাপোড়েন টাটা সন্সেও প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। কারণ, টাটা ট্রাস্টের ৬৬ শতাংশ অংশীদারি রয়েছে টাটা সন্সের কাছে। আবার টাটা সন্সের মাধ্যমে পরিচালিত হয় টাটা গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থা। এই অশান্তি যাতে ওইসব সংস্থার ওপর না পড়ে তা নিশ্চিত করতে চাইছে কেন্দ্র।

সরকারি সক্রিয়তার পর বিরোধ কেটে যাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল। তবে টাটা ট্রাস্টের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব টাটা গোষ্ঠীর সংস্থাগুলির অগ্রগতিতে ছায়া ফেলতে পারেনি। গত কয়েকদিন ধরে টানা বেড়েছে টাটা সন্স সহ গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারের দাম। গত বছর ৯ অক্টোবর প্রয়াত হন টাটা গোষ্ঠীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান রতন টাটা। বৃহস্পতিবার তাঁর স্মরণে মুম্বইয়ে একটি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে টাটা ট্রাস্টের দুই যুযুধান গোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিতে পারে বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা।

## দুটি আসনে লড়বেন তেজস্বী

**পাটনা, ৮ অক্টোবর :** আসন্ন বিধানসভা ভোটে দুটি আসনে লড়তে চলেছেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। সূত্রের খবর, দু'টি আসনের মধ্যে একটি হল, যদু বংশের দুর্গ বলে পরিচিত রাঘোপুর। অন্যটি হল, মধুবনির ফুলপরস আসন। ওই আসনের বর্তমান বিধায়ক হলেন জেডিইউয়ের শীলা কুমারী। গতবার কংগ্রেসের কৃপানাথ পাঠককে প্রায় ১১ হাজার ভোটে পরাজিত করেছিলেন তিনি। ২০১০ সাল থেকে ওই আসনটি জেডিইউয়ের হাতে রয়েছে। অপরদিকে রাঘোপুর আসনে অতীতে আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব এবং তাঁর স্ত্রী রাবড়ি দেবী জিতেছিলেন। ২০১৫ থেকে ওই আসনের বিধায়ক তেজস্বী। এবার রাঘোপুর নিয়ে রাজনৈতিক মহলের চর্চা বেড়েছে অন্য কারণে। বিহারের রাজনীতিতে নবাগত জন সুরাজ পার্টির সুপ্রিমো প্রশান্ত কিশোর তথা পিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি ওই আসনে প্রার্থী হতে পারেন। সেক্ষেত্রে রাঘোপুর আসনে কাঁটে কা টক্কর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে এলজেপি (রামবিলাস) নেতা চিরাগ পাসোয়ান এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতনরাম মাঝির হামের সঙ্গে জন সুরাজের যে জোট জল্পনা চলছে তা খারিজ করে দিয়েছেন পিকে। তিনি বলেন, 'বিহারের মানুষের সঙ্গেই আমাদের জোট হয়েছে। জন সুরাজ কোনও দল বা নেতার সঙ্গে কোনওপ্রকার জোট করবে না। আমরা নিজেদের ক্ষমতায় বিহারের ২৪৩টি আসনে প্রার্থী দেব।'

## আত্মবিশ্বাসী ওয়াংচুক-পত্নী

**যোধপুর, ৮ অক্টোবর :** রাজস্থানের যোধপুর জেলে লাদাখের পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে বুধবার দেখা করেন তাঁর আইনি পরামর্শদাতা রিতম খারে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমো জানান, গ্রেপ্তারির পর সোনম ওয়াংচুক নিজের লক্ষ্যের প্রতি অনেক বেশি অবিচল। লাদাখের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তিনি। গীতাঞ্জলির দাবি, সরকার আইনি পদক্ষেপ করলেও সোনমের 'আত্মা অটল' রয়েছে। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'সোনমের গ্রেপ্তারির নির্দেশকে আমরা চ্যালেঞ্জ করব। তাঁর মনোবল অটুট রয়েছে। তিনি প্রতিশ্রুতি পালনের ব্যাপারে অটল। তিনি সমর্থনের জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন।'

# কাফ সিরাপের নিষিদ্ধ বস্তুই কেড়েছে প্রাণ

**নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর :** মধ্যপ্রদেশে কাশির ওষুধ খেয়ে ২০টি শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা 'কোল্ডরিফ' কাফ সিরাপে এমন উপাদান পাওয়া গিয়েছে, যা চার বছরের নীচে শিশুদের জন্য দু'বছর আগেই নিষিদ্ধ হয়েছিল। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (সিডিএসসিও) এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল বলে সংবাদমাধ্যমের হাতে আসা নথি থেকে জানা গিয়েছে।

'কোল্ডরিফ' সিরাপে রয়েছে ক্লোরোফেনিরামিন মেলিয়েট, প্যারাসিটামল ও ফিনাইলেফ্রিন— যেগুলি সাধারণত সর্দি-কাশির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তবে সরকার জানিয়েছিল, এই উপাদানগুলির নির্দিষ্ট যৌথ মাত্রা (ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন) চার বছরের কম বয়সি শিশুদের জন্য বিপজ্জনক এবং এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। ওষুধের লেবেলে সতর্কবার্তা যোগ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বেশিরভাগ ওষুধ কোম্পানি সেই নির্দেশ মানেনি, রাজ্য সরকারগুলিও কোনও

সচেতনতামূলক অভিযান চালায়নি।

তামিলনাডুর কাঞ্চিপুরমের শ্রীসান ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরি এই কাফ সিরাপে আরও মারাত্মক সমস্যা ধরা পড়েছে। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, সিরাপটিতে ডাই-ইথিলিন গ্লাইকোল (ডিইজি) নামের বিষাক্ত পদার্থ ৪৮.৬ শতাংশ পর্যন্ত রয়েছে, যা মানুষের কিডনি, লিভার ও স্নায়ুতন্ত্রে ভয়াবহ ক্ষতি করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) আগেই সতর্ক করেছিল, ডিগ বা ইথিলিন গ্লাইকোল-মিশ্রিত দূষিত সিরাপ থেকে বিশ্বের নানা দেশে শতাধিক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। ২০২২ সালে গাম্বিয়ায় এমনই ঘটেছিল।

ভারতে বর্তমানে ৫,৩০৮টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ওষুধ কোম্পানির মধ্যে মাত্র ৩,৮৩৮টি হু-জিএমপি মানের ছাড়পত্র পেয়েছে। বাকিরা এখনও তা পায়নি। শ্রীসান ফার্মাও সেই তালিকায় ছিল—তাদের কারখানা থেকে অনুমোদনবিহীন বিষাক্ত রাসায়নিকও উদ্ধার হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় তদন্তে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, সিরাপ কেলেঙ্কারিতে এক 'সরকারি চিকিৎসককে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে' বলে অভিযোগ করেছে 'ফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন'। সংগঠনের প্রধান রোহন কৃষ্ণান বলেন, অনুমোদন দেওয়া কর্মকর্তাদেরও দায় নিতে হবে। তিনি জানান, নিষিদ্ধ ওষুধ সহজে বাজারে পাওয়া যাচ্ছে, অথচ সরকার সচেতনতা বাড়াতে ব্যর্থ হয়েছে।

# আজ ডু অর ডাই ম্যাচ ভারতের

ভারতের দুর্গ সামলাতে তৈরি হচ্ছেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। বুধবার সিঙ্গাপুরের কালাংয়ে।

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** এখন না হলে এবার আর নয়।

সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগে ভারতীয় দলের অবস্থান ঠিক এরকমই। বৃহস্পতিবার জিততে না পারলে ২০২৭ সালের এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন অঙ্কের হিসাবে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সিঙ্গাপুর জিতলে এমনিতেই তাদের সঙ্গে ছয় পয়েন্টের পার্থক্য হয়ে যাবে ভারতের। ড্র করলেও অনেক 'যদি' 'কিন্তু'-র উপর নির্ভর করতে হবে। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে ড্র ও হংকংয়ের কাছে হারে ভারত এখন খাদের কিনারে। সেই সময়কার কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকার তৈরি করে যাওয়া এই পরিস্থিতি থেকে বের করে আনার দায়িত্ব এখন খালিদ জামিলের কাঁধে। তিনি যদি পারেন এই কঠিন হার্ডল পার করে ফেলতে তাহলে নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে তাঁর নাম জ্বলজ্বল করবে চিরকালের মতো। আর না হলে ফের নতুন করে শুরু করতে হবে ভারতীয় ফুটবল দলকে। এরকম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগেও অবশ্য কোনও সময়েই খালিদ নিজের পছন্দের সব ফুটবলারকে পুরো সময় শিবিরে পাননি ক্লাবগুলির অসহযোগিতার জন্য। তার পরেও অবশ্য এদিন এদেশের টালমাটাল ফুটবল মরশুমের মতো অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব তাঁকেই দিতে হল। খালিদ অবশ্য দিব্যি সেসব এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আমরা তো কাফা নেশনস কাপে খেলে এলাম। যা আমাদের কাজে লাগবে। তাছাড়া ফুটবলাররা সবাই পেশাদার। জানে এই ম্যাচটার কী গুরুত্ব। তবে এই ম্যাচটা খুবই কঠিন। ভালো ভালো ফুটবলার ও কোচ আছেন ওদের দলে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

প্রতিপক্ষ সিঙ্গাপুর চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে। আগের দুই ম্যাচেই কোচ ছিলেন সুতোমা ওগুরা। তিনি জাপানে ফিরে যাওয়ার পর গাভিন লি অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্বে আসার পর দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলে সিঙ্গাপুর একটাও জেতেনি। তাই এই ম্যাচ জিততে মরিয়া তাঁরাও। যদিও বৃহস্পতিবার জিততে পারলে চার পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা তৈরি হবে ভারতের। হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের সময়ে কাই তাক স্টেডিয়াম যেমন পুরো ভরা ছিল, এখানে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে প্রচুর অবিক্রীত টিকিট রয়েছে এখনও। স্থানীয় মানুষ কম এলে চাপ কমবে। খালিদ অবশ্য প্রবাসী ভারতীয়দের মাঠে আসার আহ্বান জানিয়ে রাখলেন, 'সিঙ্গাপুরে প্রচুর ভারতীয় থাকেন। দয়া করে আপনারা মাঠে এসে আমাদের উৎসাহ দিন।'

কাফাতে না থাকলেও এই ম্যাচে আছেন সুনীল ছেত্রী। তাঁকে নিশ্চিতভাবেই কিছু সময় ব্যবহার করবেন কোচ। এছাড়া লিস্টন কোলাসো ও ছাঙ্গতে আক্রমণে বড় অস্ত্র হতে পারেন ভারতের। ডিফেন্সে সন্দেশের চোট সারিয়ে ফেরা ও গোলে গুরপ্রীত সিং সান্ধুর উপস্থিতি বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে বাকিদের। খালিদ জানান, তিন সিনিয়ারই ৯০ মিনিট খেলার মতো ফিট। কাফায় উপরের দিকে থাকা দলগুলির মতো ক্রমতালিকার নীচের দলের বিরুদ্ধেও রুদ্ধশ্বাস পারফরমেন্স ব্লু টাইগার্সরা উপহার দিতে পারেন কি না তার উপরেই এখন নির্ভর করছে ভারতের এশিয়ান কাপ মূলপর্বের ভাগ্য।

**এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব**

**সিঙ্গাপুর বনাম ভারত**

**সময় :** বিকাল ৫টা, **স্থান :** কালাং
**সম্প্রচার :** ফ্যানকোড অ্যাপ

# চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ে দ্রাবিড়কে কৃতিত্ব রোহিতের!

## মুখ খুলেই ঘুরিয়ে নিশানা গম্ভীরকে

**মুম্বই, ৮ অক্টোবর :** নেতৃত্ব হারানোর পর প্রথমবার প্রকাশ্যে রোহিত শর্মা।

মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত এক বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে স্ত্রী রীতিকা সজদেওকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন হিটম্যান। মজা নিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনি, রিকি পন্টিং, ড্যানি মরিসনকে নিয়ে কৌতুক শিল্পী শরাঙ্গ শ্রীঙ্গাপুরির মিমিক্রির। হাসিতে কার্যত লুটোপুটি খেলেন রোহিত। স্ত্রী রীতিকাও। অনুষ্ঠানে রোহিতের বিন্দাস মেজাজ দেখে বোঝা মুশকিল গত কয়েকদিন কেমন ঝড় বয়ে গিয়েছে তাঁর ওপর দিয়ে।

> আমি এবং রাহুলভাই যখন টি২০ বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরিকল্পনা করছিলাম, তখন দলের এই সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আমাদের ভীষণভাবে সাহায্য করেছিল। আমরা কার্যত এটাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি।
>
> **রোহিত শর্মা**

অধিনায়ক হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ সুনীল গাভাসকার বিশেষ মেমেন্টো তুলে দেন রোহিতের হাতে। যে স্মারক হাতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের স্মৃতি রোমন্থনে ভিতরের যন্ত্রণা, অসন্তোষ বেরিয়ে এল। গৌতম গম্ভীরের কোচিংয়ে ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতলেও তাঁর নামই নিলেন না রোহিত! বলে দেন, সাফল্যের নেপথ্যে পূর্বতন কোচ রাহুল দ্রাবিড়! ২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পর দ্রাবিড় দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ান। গম্ভীরের প্রথম বড় সাফল্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়।

বছর আটত্রিশের রোহিত যদিও গম্ভীরকে কৃতিত্ব দিতে নারাজ। যুক্তি, দ্রাবিড়ের আমলেই টি২০ বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নীল নকশা তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। সেই পথে হেঁটেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বাজিমাত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে থাকা প্রত্যেককে দীর্ঘদিন ধরে একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। কীভাবে ম্যাচ জিততে হবে, নিজেদের জন্য নিজেরাই চ্যালেঞ্জ তৈরি করা, আত্মতুষ্টিকে সরিয়ে ফোকাস থাকা- এসব ছিল যে প্রক্রিয়ার অঙ্গ।

টি২০ বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী অধিনায়ক বলেছেন, 'আমি এবং রাহুলভাই যখন টি২০ বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পরিকল্পনা করছিলাম, তখন দলের এই সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আমাদের ভীষণভাবে সাহায্য করেছিল। আমরা কার্যত এটাই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। ২০২৩ সালে ফাইনাল লাইন অতিক্রম করতে পারিনি। তারপর সবাই মিলে বসে দলের জন্য নির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলাম। তারই সুফল পরবর্তী দুই আইসিসি টুর্নামেন্টে।'

২০২৩ সালে ঘরের মাঠে ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন ভেঙে যায় ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে। তার আগে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেও হারতে হয়েছে। যে আক্ষেপ নিয়ে রোহিত বলেছেন, '২০১৫ থেকে আমরা ওডিআই বিশ্বকাপ, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের খুব কাছাকাছি পৌঁছেও বারবার হতাশ হতে হয়েছে। ২০২৩ সালে ফের ফাইনালে হার। অল্পের জন্যের ফের ট্রফি হাতছাড়া।' আক্ষেপ পূরণ করতে চান ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে।

প্রশ্ন, আদৌ কি সেই সুযোগ পাবেন রোহিত? বছর আটত্রিশের রোহিতকে '২৭ পর্যন্ত গম্ভীর-অজিত আগরকাররা টানবেন? রোহিতের চোখ আপাতত অজি সফরে। বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে আমি সবসময় ভালোবাসি। ওদের দেশে খেলা সহজ নয়। প্রতিবার নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করে থাকে। আশা করি, ওখানে আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে যাব, তা পূরণে সক্ষম হব।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের জন্য রোহিত শর্মাকে বিশেষ স্মারক তুলে দিলেন সুনীল গাভাসকার।

# তিন ঘণ্টা প্রস্তুতি হিটম্যানের

**মুম্বই, ৮ অক্টোবর :** চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। চলতি সিরিজ নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের তেমন আগ্রহের খবর নেই।

বরং ক্রিকেটপ্রেমীদের নজরে ১৯ অক্টোবর থেকে পারথে শুরু হতে চলা টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়া। সৌজন্যে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। প্রথমজন সম্প্রতি একদিনের নেতৃত্ব হারিয়েছেন। কিন্তু তারপরও তিনি নিজেকে নতুনভাবে মেলে ধরতে বদ্ধপরিকর। অপরজন কোহলির জন্যও আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফর মহা গুরুত্বপূর্ণ। সূত্রের খবর, রোহিত-বিরাটরা অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের পর ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পথে। শেষপর্যন্ত 'রোকো' জুটি ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন কি না, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা দুই তারকা স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে নিজেদের সেরাটা মেলে ধরতে বদ্ধপরিকর।

মুম্বইয়ে গতকাল রাতে এক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিতকে দারুণ মেজাজে দেখা গিয়েছিল। আজ মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে তিন ঘণ্টার নিবিড় ব্যাটিং অনুশীলনে ডুবে ছিলেন হিটম্যান। অস্ট্রেলিয়ার পিচে বাড়তি বাউন্সের কথা মনে রেখে হিটম্যান আলাদাভাবে বাউন্সি পিচে অনুশীলন করেছেন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধু অভিষেক নায়ারও ছিলেন বলে খবর। জানা গিয়েছে, রোহিতকে আগের মতোই সাবলীলভাবে ব্যাটিং চর্চা করতে দেখা গিয়েছে তিন ঘণ্টার দীর্ঘ অনুশীলনে। হিটম্যানের দীর্ঘ অনুশীলনের দিনই আইসিসি টেস্ট র‍্যাংকিং প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে আহমেদাবাদ টেস্টের সাফল্যের সুবাদে ব্যাটারদের তালিকায় ২৫ নম্বরে উঠে এসেছেন অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাদেজা। ইংল্যান্ড সফরের পর ঘরের মাঠে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে চলতি টেস্টেও বল হাতে সাফল্যের পুরস্কার হিসেবে মহম্মদ সিরাজেরও র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি ঘটেছে। বোলারদের তালিকায় ১২ নম্বরে উঠে এসেছেন সিরাজ।

### দুই দলে ভাগ হয়ে ডনের দেশে ভারত

এদিকে, মিশন অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্যে ১৫ অক্টোবর দুইভাগে ভাগ হয়ে পারথ উড়ে যাচ্ছে শুভমান গিলের ভারত। জানা গিয়েছে, দিল্লি থেকে পুরো দল পারথ যাবে। একই বিমানে পুরো দলের টিকিটের সমস্যা হওয়ার কারণে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একটি দল সকালের বিমানে যাচ্ছে পারথ। অপর দল রাতের বিমানে যাচ্ছে বলে বিসিসিআই সূত্রের খবর।

অনুশীলনের পর রোহিত শর্মা।

#### নয়া অধিনায়ক অভিমন্যু, স্কোয়াডে সুমিতও

# সামিকে রেখেই রনজির দল ঘোষণা বাংলার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** নুতন দিন। নতুন স্বপ্ন। নতুন ভাবনা।

আর বাংলা ক্রিকেটের সেই নয়া ভাবনা নিয়ে সিএবি-র অন্দরে শুরু হয়েছে ধুন্ধুমার। অনুষ্টুপ মজুমদারকে সরিয়ে ১৫ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা রনজি ট্রফি মরশুমে বাংলার নয়া অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরণকে। আগামীর লক্ষ্যে এমন সিদ্ধান্ত বলে দাবি সিএবি-র। সমস্যাটা অন্য জায়গায়। শেষ মরশুমে বাংলার অধিনায়ক তথা সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে সফল ও ধারাবাহিক ক্রিকেটার অনুষ্টুপকে না জানিয়ে তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন এমন সিদ্ধান্ত হল? সন্ধ্যার দিকে বাংলার দল ঘোষণার পর কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলেছেন, 'আগামীর লক্ষ্যে অভিমন্যুকে বাংলার অধিনায়ক করা হয়েছে। সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের কথা বিবেচনা করে সেরা দলই বেছে নিয়েছি আমরা।'

নয়া অধিনায়ক নিয়ে বিতর্কের মাঝেই বাংলা ক্রিকেটের জন্য এসেছে সুখবর। মহম্মদ সামিকে রেখেই দল ঘোষণা হয়েছে আজ। জানা গিয়েছে, আগামী রবিবার রাতে কলকাতায় হাজির হচ্ছেন সামি। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ১৫ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা প্রথম ম্যাচে খেলবেন সামি। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামিকে প্রথম ম্যাচ থেকে পাওয়ার ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। রবিবার রাতে ওর কলকাতায় হাজির হওয়ার কথা। সামি খেললে নিশ্চিতভাবেই বাংলা দলের শক্তি বাড়বে।' কোচ লক্ষ্মীরতন দলের বোলিংয়ের শক্তি বাড়ার কথা জানিয়েছেন। কারণ, চোটের কারণে মুকেশ কুমার ও শাহবাজ আহমেদকে রনজির অন্তত তিনটি ম্যাচে পাবে না বাংলা। ফলে সামি সেই অভাব পূরণ করতে পারবেন নিশ্চিতভাবেই। সামির সঙ্গে আকাশ দীপকেও প্রথম ম্যাচ থেকেই পাবে বাংলা দল। শনিবার রাতে বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতায় হাজির হচ্ছেন আকাশ।

১৭ সদস্যের বাকি বাংলা দলে তেমন কোনও চমক নেই। অনেকটাই প্রত্যাশিত দল। অধিনায়ক অভিমন্যুর ডেপুটির দায়িত্ব পেয়েছেন অভিষেক পোড়েল। শেষ মরশুমে রনজি অভিষেকের পর দারুণ ছন্দে থাকা বালুরঘাটের জোরে বোলার সুমিত মহন্তও রয়েছেন স্কোয়াডে। তাঁকে নিয়ে আশাবাদী বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনও। আজকের মতো আগামীকালও সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে বাংলার অনুশীলন রয়েছে। শুক্রবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হওয়ার কথা বাংলা দলের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। যদিও কলকাতায় টানা বৃষ্টির কারণে শেষপর্যন্ত কতটা অনুশীলন করতে পারবেন অভিমন্যুরা, সেটাই এখন দেখার।

**বাংলার ঘোষিত দল : অভিমন্যু ঈশ্বরণ (অধিনায়ক), অভিষেক পোড়েল (সহঅধিনায়ক), সুদীপকুমার ঘরামি, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ মজুমদার, সুমন্ত গুপ্ত, সৌরভকুমার সিং, বিশাল ভাট্টি, মহম্মদ সামি, আকাশ দীপ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, সাকির হাবিব গান্ধি, ঈশান পোড়েল, কাজি জুনেইদ সইফি, রাহুল প্রসাদ, সুমিত মহন্ত ও বিকাশ সিং।**

রনজি ট্রফির আগে জিম সেশনে মহম্মদ সামি।

# স্পিন বোলিং করতেও প্রস্তুত সঞ্জু!

**মুম্বই, ৮ অক্টোবর :** ব্যাটিং, উইকেটকিপিংয়ের সঙ্গে স্পিন বোলিং!

ভারতীয় দলের টিম ম্যানেজমেন্ট চাইলে দলের প্রয়োজনে তা করতেও রাজি সঞ্জু স্যামসন! এশিয়া কাপের পর বেশ কিছুদিন পার। যদিও সঞ্জুর ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। গতকাল এক অনুষ্ঠানেও যে প্রশ্নের মুখে পড়তে হল সঞ্জুকে। জবাবে বিতর্ককে ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। কিছুটা মজার সুরে ডানহাতি সঞ্জু জানিয়ে দিলেন, প্রয়োজনে ৯ নম্বরে ব্যাটিং, এমনকি বাঁ হাতে স্পিন বোলিং করতেও তিনি রাজি। এতে তিনি কিছু মনে করবেন না।

কেরলের তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার বলেছেন, 'ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপানোর পর কোনও কিছু নিয়ে 'না' বলার জায়গা থাকে না। ভারতীয় জার্সি পাওয়ার জন্য প্রচুর ঘাম ঝরিয়েছি। একমাত্র লক্ষ্য, জায়গা ধরে রেখে ভারতীয় দলের সাজঘরে থাকা। দেশের হয়ে খেলাটা আমার কাছে সবসময় গর্বের। যদি আমাকে ৯ নম্বরে ব্যাটিং, এমনকি বাঁহাতি স্পিন করতে বলা হয়, আমি প্রস্তুত। মূল কথা দেশের হয়ে যে কোনও দায়িত্ব নিতে আমি রাজি। এতে মনে করার কিছু নেই।'

১০ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে বারবার ব্রেক লেগেছে। মাঝেমধ্যেই ছিটকে গেছেন দল থেকে। সঞ্জুর মতে যার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সহজ নয়। বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক কেরিয়ার এক দশক পূর্ণ হল। কিন্তু এই দশ বছরে মোট ৪০টি ম্যাচ খেলেছি। তবে সংখ্যা সবকিছু নয়। আজ যে জায়গায় আছি, তার জন্য গর্বিত আমি। যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে, তার জন্য আমি গর্বিত। বাইরে কে কী বলছে, তাতে কর্ণপাত না করে নিজের কাজে ফোকাস রাখি সবসময়। আগামীতেও যার ব্যতিক্রম হবে না।'

মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে বরুণ চক্রবর্তী, শ্রেয়স আইয়ারের সঙ্গে খোশমেজাজে সঞ্জু স্যামসন।

# অজি দল ছাড়তে অর্থের 'টোপ' কামিন্স-হেডকে!

**নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর :** অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটকে গুডবাই জানিয়ে শুধু ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলতে হবে। যার জন্য পারিশ্রমিকও আকাশছোঁয়া। প্রতিবছর মাথাপিছু ৫৮.২ কোটি টাকা! ক্রিকেট দুনিয়ার মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া এমনই প্রস্তাব নাকি পেয়েছেন প্যাট কামিন্স ও ট্র্যাভিস হেড। শর্ত পরিষ্কার, সংশ্লিষ্ট আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির একাধিক টিম বিভিন্ন লিগে খেলে। কামিন্স, হেডকে ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে সেইসব লিগে অংশ নিতে হবে। জাতীয় দল অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলা যাবে না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে 'ছুটি' নিয়ে ওই আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে বিভিন্ন লিগ খেলতে হবে। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করেছে অস্ট্রেলিয়ার একাধিক সংবাদপত্র।

### ৫৮ কোটির প্রস্তাব আইপিএল টিমের

কামিন্স, হেড বা আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি, কোনও পক্ষই এখনও মুখ না খুললেও এহেন খবরে রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। দুই অজি ক্রিকেটারই দেশের হয়ে খেলার প্রতি দায়বদ্ধ। গত বছর আইপিএল থেকে ১৮ কোটি টাকা পেয়েছেন কামিন্স। সেখানে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার থেকে বছর পিছু প্রাপ্য ৮.৭৪ কোটি টাকা। তার সঙ্গে অধিনায়ক হিসেবে বাড়তি অর্থ। সবকিছু যোগ করলে ৫৮.২ কোটির ধারেকাছে আসবে না! কামিন্স, হেড-দুইজনেই কেরিয়ারের মধ্যগগণে রয়েছেন। আন্তর্জাতিক কেরিয়ার হয়তো আর ৩-৪ বছর। ফলে ভবিষ্যতের আর্থিক সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে বিশাল অঙ্কের যে প্রস্তাব অবহেলা করাও মুশকিল। জল শেষপর্যন্ত কোন দিকে গড়াবে, উত্তর সময়ের হাতে।

এদিকে, পিঠের চোটের জন্য হয়তো আসন্ন অ্যাসেজের প্রথম টেস্ট মিস করতে চলেছেন কামিন্স। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সফরের পর থেকেই অজি অধিনায়ক কামিন্স পিঠের চোটে ভুগছেন। সূত্রের খবর, প্রথম টেস্টের আগে কামিন্সের পক্ষে ১০০ শতাংশ ফিট হয়ে ওঠা মুশকিল।

# প্রোটিয়াদের সমীহ জেমিমার

**ভাইজ্যাগ, ৮ অক্টোবর :** মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে টানা দুই ম্যাচ জিতেছে ভারত। বৃহস্পতিবার হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডের সামনে দক্ষিণ আফ্রিকা। শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানকে হারালেও ভারতের মেয়েদের থেকে এখনও সেরা খেলাটা পাওয়া যায়নি। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে মিডল অর্ডার ছন্দে ছিল না। পাকিস্তান ম্যাচে অন্তত গোটা পাঁচেক ক্যাচ ফেলেছিলেন ভারতীয় ফিল্ডাররা। সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬৯ রানে গুটিয়ে গেলেও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় তুলে নিয়েছে। যার ফলেই প্রোটিয়াদের সমীহ করছেন ভারতীয় মহিলা দলের তারকা ব্যাটার জেমিমা রডরিগেজ। তিনি বলেছেন, 'আমরা এখনও সেরা খেলাটা খেলতে পারিনি। দক্ষিণ আফ্রিকা সেই সুযোগ অবশ্যই নিতে চাইবে। ওরা শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। ওদের হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্নই নেই।'

**মহিলাদের বিশ্বকাপে আজ**

**ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা**

**সময় :** দুপুর ৩টা, **স্থান :** ভাইজ্যাগ
**সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

# নেতৃত্ব হারিয়ে 'অবাক' অনুষ্টুপ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** শেষ মরশুমে তিনি বাংলা রনজি ট্রফি দলের অধিনায়ক ছিলেন। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও তাঁকেই আসন্ন মরশুমে অধিনায়ক রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দল নির্বাচনি সভায় বদলে গেল ছবিটা। অনুষ্টুপ মজুমদারকে সরিয়ে বাংলার নয়া অধিনায়ক হলেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

আজ সন্ধ্যায় সিএবি-তে আসন্ন মরশুমে বাংলার রনজি স্কোয়াড ঘোষণা হয়ে গেল। নতুন অধিনায়ক হিসেবে অভিমন্যুর নাম ঘোষণা হয়ে গেল। মজার কথা, সিএবি বা বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে দলের সবচেয়ে সিনিয়ার সদস্য অনুষ্টুপের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা হয়নি। তাঁকে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে অভিমন্যুকে দায়িত্ব দেওয়ার কথা জানানো হয়নি অনুষ্টুপকে। এমন সিদ্ধান্তে রীতিমতো অবাক অনুষ্টুপ। যদিও সরকারিভাবে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। সিএবি ও বাংলা দলের তরফে আগামীর লক্ষ্যে অভিমন্যুর উপর ভরসা রাখার কথা জানানো হয়েছে। অথচ, বাংলার অধিনায়ক হিসেবে অভিমন্যু একেবারেই নতুন নন। ২০২০ সালের মার্চ মাসে বাংলা যখন রাজকোটে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রনজি ফাইনাল খেলেছিল, সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন অভিমন্যু। তাই অনুষ্টুপকে (সম্ভবত শেষ মরশুম) আচমকা নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে অভিমন্যুকে দায়িত্বে আনার সিদ্ধান্তে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে বঙ্গ ক্রিকেটে। মুখ খুললে শাস্তির কবলে পড়তে হবে, এমন আশঙ্কা থেকে কেউ কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাইছেন না।

# অজিদের 'হোয়াইটওয়াশ' ভারতের

**ম্যাকে, ৮ অক্টোবর :** দুই দিনেই শেষ ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব ১৯ দলের দ্বিতীয় টেস্ট। ৭ উইকেটে অজিদের হারিয়ে সিরিজে 'হোয়াইট ওয়াশ' ভারতের যুবদের।

বুধবার ৭ উইকেটে ১৪৪ রান হাতে নিয়ে খেলতে নেমে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ১৭১ রানে। মঙ্গলবার প্রথম ইনিংসে অজিরা করেছিল ১৩৫ রান। ৩৬ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে তাদের সংগ্রহ ১১৬ রান। ফলে জয়ের জন্য ভারতের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় মাত্র ৮১ রান। ৩ উইকেট হারিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায় তারা। ভারতের হয়ে বেদান্ত ত্রিবেদি ৩৩ রানে অপরাজিত থাকেন। ম্যাচের সেরা হয়েছেন পেসার হেনিল প্যাটেল।

# লিগ সূচি নিয়ে ক্লাবগুলির সঙ্গে যোগাযোগ এফএসডিএলের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** এই মরশুমের আইএসএল পরিচালনা কি এফএসডিএলের হাতেই?

সুপার কাপ শুরু হতে চলেছে। কিন্তু ইন্ডিয়ান সুপার লিগ নিয়ে ভারতীয় ফুটবলে কারও কাছেই তেমন পরিষ্কার ধারণা নেই। প্রায় মাস দুয়েক আগে দুই পক্ষের আলোচনায় ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড নিজেদের স্বত্ব ছাড়ার কথা ঘোষণা করে। তারও আগে তারা এই মরশুমের আইএসএল হঠাৎই চুক্তির মেয়াদ ৮ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং নতুন চুক্তি নিয়ে কোনও ঐকমত্যে আসা যায়নি, একথা জানিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়ার কথা জানানোর পরই এদেশের ফুটবলে অচলাবস্থা শুরু হয়। এরপরেই এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে নিজেদের মধ্যে আসন্ন ফুটবল মরশুম নিয়ে আলোচনা করে কাজ শুরু করার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চ। যা মেনে নিয়ে এফএসডিএল থেকে জানায়, তারা যাবতীয় স্বত্ব ছেড়ে দিচ্ছে এবং বকেয়া টাকাও ফেডারেশনকে দিয়ে দিতে রাজি তারা। কিন্তু মজার কথা হল, এই এফএসডিএল ইতিমধ্যেই আসন্ন মরশুমে কোন কোন তারিখে তাদের রাজ্যে ম্যাচ করতে সমস্যা হতে পারে, এটা জানতে চেয়ে ক্লাবগুলিকে চিঠি দিয়েছে। যা তাদের সূচি তৈরি করার জন্য প্রয়োজন। ফলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, এখনও দরপত্র বাজারে ছাড়া না হলেও কীভাবে এফএসডিএল আসন্ন লিগ নিয়ে কাজ শুরু করে। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া নতুন সংবিধান অনুযায়ী লিগ পরিচালনা করার কথা এআইএফএফের। যা আগামী ১২ অক্টোবর বিশেষ সাধারণ সভার পর সরকারিভাবে গ্রহণ করবে ফেডারেশন। সবমিলিয়ে দেশের সর্বোচ্চ লিগ নিয়ে প্রশ্ন অনেক। তবে এরইমধ্যে মঙ্গলবার ইন্টার কাশীর আই লিগ থেকে আইএসএলে উত্তীর্ণ হওয়ার কথা সরকারিভাবে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। ফলে ১৪ দলের লিগ হওয়া প্রায় নিশ্চিত। একান্তই যদি না মহমেডান স্পোর্টিং বা অন্য কোনও দলের যোগদানে বাধা আসে।

### ফিফার কমিটিতে ভালেঙ্কা, ইন্টার কাশী আইএসএলে

এদিকে, এদিন চার্চিল ব্রাদার্সের অন্যতম কর্ণধার ও এআইএফএফ কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য ভালেঙ্কা আলেমাও ভারত থেকে ফিফা উইমেন্স ফুটবল ডেভেলপমেন্ট কমিটির সদস্য হলেন। ২০২৯ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে থাকবেন। এই প্রথম কোনও ভারতীয় মহিলা ফিফার কোনও কমিটিতে নির্বাচিত হলেন।

# নীতীশকে অলরাউন্ডার ‘তৈরির’ লক্ষ্য ভারতের

**নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর :** প্রথম টেস্ট আড়াই দিনে শেষ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিবর্ণ ক্রিকেট প্রশ্ন তুলে দিয়েছে টেস্ট ক্রিকেট নিয়ে। দ্বিস্তরীয় টেস্ট ফর্ম্যাটের দাবিকে জোরদার করছে ভারতের একবল্গা দাপট। এরমধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রে শুক্রবার শুরু দ্বিতীয় তথা সিরিজের শেষ টেস্টের উইকেট। পিচ প্রস্তুতকারক রাখঢাক না করেই জানিয়েছেন, অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে প্রথম দু’দিন ব্যাটিং উপভোগ করবে ব্যাটাররা।

ম্যাচ যত গড়াবে ক্রমশ স্লো টার্নারে পরিণত হবে কালো মাটির পিচ। ফলে শুরু থেকে ছড়ি ঘোরানো সহজ হবে না স্পিনারদের। আয়োজকদের দাবি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটাররা নিজেদের ঠিকঠাক মেলে ধরতে পারলে অন্তত তিনদিনে ম্যাচ শেষ হবে না। আহমেদাবাদের চেয়ে দীর্ঘ হবে নয়াদিল্লির টক্কর।

কোটলা পিচ নিয়ে এহেন চাপানউতোরের মধ্যে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ব্যস্ততা নীতীশ কুমার রেড্ডিকে নিয়ে! লক্ষ্য ভারতীয় টেস্ট দলে পেস অলরাউন্ডারের অভাব মেটানো। তাই হায়দরাবাদি তারকার বোলিং-ব্যাটিংয়ে ধার বাড়ানোর কাজে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছেন গৌতম গম্ভীররা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে এমনই দাবি গম্ভীরের সহকারী রায়ান টেন ডোসেটের।

সহকারী কোচ রায়ানের কথায়, দলের অন্যতম লক্ষ্য পেস-বোলিং অলরাউন্ডার তৈরি। পেস অলরাউন্ডার থাকা মানে বাড়তি বিকল্প। প্রথম টেস্টে নীতীশ বেশি কিছু করার সুযোগ না পেলেও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট পূর্ণ আস্থা রাখছে। নিয়মিত দলে রাখার পাশাপাশি নেট সেশনে চলছে নীতীশকে নিয়ে বাড়তি পরিশ্রম জারি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অলরাউন্ডার হিসেবে নিজের দক্ষতার প্রমাণ রেখেছিল। যা দলকে আশাবাদী করে তুলেছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রস্তুতি শুরু করলেন শুভমান গিল

## পতনের শুরু অনেক আগে থেকে : স্যামি

অবশ্য দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশ নিয়ে এখনই মুখ খুলতে রাজি নন রায়ান। তবে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রাখলেন। জানান, পিচ কিছুটা শুকনো। পেসাররা কতটা সাহায্য পাবে তা নিয়ে সন্দেহ থাকছে। তবে টিম কম্বিনেশনে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম। নীতীশকে যখন তৈরির প্রচেষ্টা চলছে, তখন তিন স্পিন অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল দলের সম্পদ। ইংল্যান্ডের পর ঘরের মাঠেও যার সুফল মিলেছে। ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্স করে দেখাচ্ছেন জাদেজারা।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ শিবির অপরদিকে আহমেদাবাদের লজ্জাজনক হারের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। অধিনায়ক রোস্টন চেজের মতো হেডকোচ ড্যারেন স্যামির মুখেও ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের পতনের হতাশা। বলেছেন, ‘শেষবার ১৯৮৩ সালে ভারতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিলাম আমরা। গত ৪২ বছরে যে সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। জানি আমার এবং আমার দলের প্রতিটি পদক্ষেপ অনুবীক্ষণ যন্ত্রে মাপা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব হল, সমস্যার শুরুটা ২ বছর আগে হয়নি। তারও অনেক আগে পতনের শুরু।’

মাঠে নামার আগে ব্যাট পরীক্ষায় রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদব।

# সহজ জয়ে শিল্ড শুরু ইস্টবেঙ্গলের

**ইস্টবেঙ্গল-৪ (জয়, সাউল, হামিদ, জিকসন)**
**শ্রীনিধি ডেকান এফসি-০**

**সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়**

**কল্যাণী, ৮ অক্টোবর :** লাল-হলুদ সমর্থকদের মুখে চওড়া হাসি। ৪-০ গোলে সহজ জয়। আইএফএ শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচে বিদেশিহীন শ্রীনিধি ডেকান এফসি-কে হেলায় হারাল ইস্টবেঙ্গল।

প্রতিপক্ষ তেমন শক্তিশালী নয়। তা বুঝেই রক্ষণে চার ভারতীয়র ওপর আস্থা রেখে আপফ্রন্টে চার বিদেশিকে খেলালেন অস্কার ব্রুজোঁ। সম্ভবত দ্রুত গোল তুলে নিতেই এই পন্থা। সেই লক্ষ্যে সফল ব্রুজোঁ। ম্যাচের আগাগোড়া শ্রীনিধি বক্সের আশপাশে অবাধে বিচরণ করলেন মিগুয়েল ফিগুয়েরো, হামিদ আহদাদরা। সেখানে লাল-হলুদ রক্ষণকে একেবারেই পরীক্ষার মুখে পড়তে হল না। নিজেদের রক্ষণ সামাল দিতেই হিমসিম খেল শ্রীনিধি।

৭ মিনিটে পিভি বিষ্ণুর মাইনাস বক্সে পেয়েছিলেন সাউল ক্রেসপো। তাঁর শট বিপক্ষ ডিফেন্ডারের গায়ে প্রতিহত হয়। ১৫ মিনিটে গোলের জন্য বল সাজিয়ে দিয়েছিলেন হামিদ। সহজ সিটার নষ্ট করেন বিপিন সিং। ১৭ মিনিটে বক্সের মধ্যে ফাঁকায় বল পেয়েও লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হন মিগুয়েল। ২১ মিনিটে সেই মিগুয়েলেরই ফ্রি কিক প্রথম প্রচেষ্টায় রুখে দিলেও বল বিপন্মুক্ত করতে পারেননি শ্রীনিধি গোলরক্ষক। ফিরতি বল নিখুঁত প্লেসিংয়ে গোলে পাঠান লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক ম্যাচ খেলতে নামা জয় গুপ্তা। ৩৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করলেন সাউল। বিপিনের ক্রস ভিড়ের মধ্যে থেকে মাথা দিয়ে নামিয়ে জালে পাঠান স্প্যানিশ মিডফিল্ডার।

দ্বিতীয়ার্ধেও ছবিটা বিশেষ বদলায়নি। ১০ জনে মিলে রক্ষণ সামলাতেও কালঘাম ছুটল শ্রীনিধির। ৪৮ মিনিটে ডানদিক থেকে বিপিনের নীচু সেন্টার ডান পায়ের আলতো টোকায় গোলে পাঠান হামিদ। মিনিট তিনেকের ব্যবধানে চতুর্থ গোল করলেন পরিবর্ত নামা জিকসন সিং। সাউলের কর্নার ফ্লিক করে জালে ঠেলে দেন তিনি। চার গোল হলেও এদিন সহজাত ফুটবলটা খেলতে পারেননি মিগুয়েল, মহম্মদ রশিদরা। ওয়ান টাচ খেলতে বেশ সমস্যা হচ্ছিল। তুলনামূলকভাবে মন্থরও মনে হল ইস্টবেঙ্গলকে। তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ম্যাচ শেষে ব্রুজোঁ বলেছেন, ‘মাঠের অবস্থা খুব ভালো নয়। ঘাস শুকনো। বল ঠিকমতো গড়াচ্ছিল না। এই মাঠে গতিশীল ফুটবল সম্ভব নয়।’

ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা এদিন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারলে শেষ বাঁশি বাজার সময় ব্যবধান কোথায় গিয়ে ঠেকত তা বলা বেশ মুশকিল। দলের এই সুযোগ নষ্টের প্রবণতা নিয়েও বেশ চিন্তিত অস্কার। বলেছেন, ‘সব দলের বিরুদ্ধে এত সুযোগ তৈরি হবে না। গোলের সুযোগ পেলে তা কাজে লাগাতে হবে। আশা করছি নতুন স্ট্রাইকার হিরোসি ইবুসুকি চলে এলে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।’ এদিনই আবার লাল-হলুদে একবছর পূর্ণ করলেন ব্রুজোঁ। তিনি বলছিলেন, ‘এই একবছরে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা এসেছে দলের মানসিকতায়। ধীরে ধীরে উন্নতি করছি। ফলাফলই বলছে আমরা সঠিক পথেই রয়েছি।’

**ইস্টবেঙ্গল : দেবজিৎ, রাকিপ, লালচুংনুঙ্গা (জিকসন), মার্তন্ড, জয়, রশিদ (কেভিন), সাউল (সৌভিক), বিষ্ণু, মিগুয়েল, বিপিন (এডমুন্ড) ও হামিদ (ডেভিড)।**

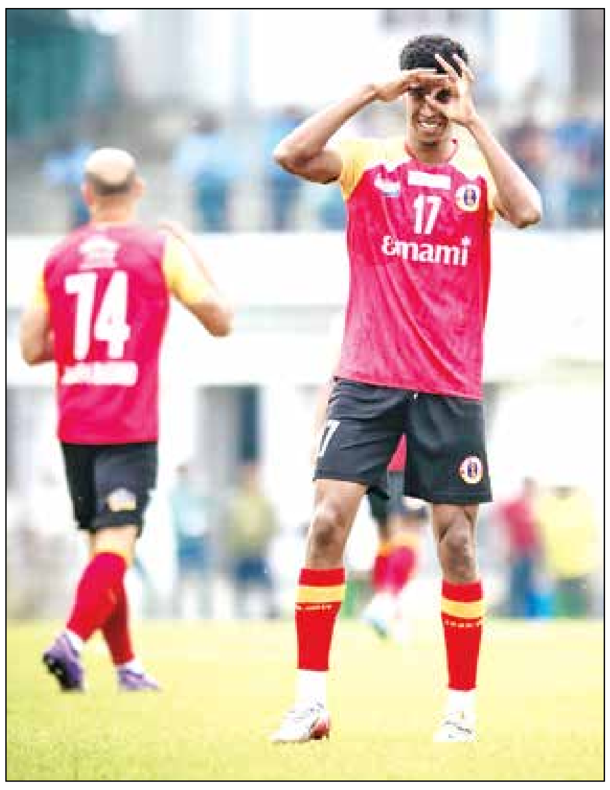

গোলের পর দূরবিন সেলিব্রেশনে ইস্টবেঙ্গলের হামিদ আহদাদ। বুধবার।

## দল ঘোষণা নৌশাদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** ইন্দোনেশিয়ায় প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ১০ ও ১৩ অক্টোবরের এই দুই ম্যাচের জন্য ২৩ সদস্যের দল ঘোষণা করলেন কোচ নৌশাদ মুসা। দুই ম্যাচই হবে জাকার্তার গেলোরা বুং কার্নো মাদ্যা স্টেডিয়ামে।

### ঘোষিত দল

**গোলকিপার :** দীপেশ চৌহান, মোহনরাজ কে, প্রিয়াংশ দুবে। **ডিফেন্ডার :** বিকাশ ইয়ুমনাম, দীপেন্দু বিশ্বাস, হর্ষ পালান্ডে, মুহাম্মদ সাহিফ, রিকি মিতেই হাওবাম, রোশন সিং থাংজাম, সানাতোম্বা সিং ইয়াংলেম, সুমিত শর্মা। **মিডফিল্ডার :** আয়ুষ দেব ছেত্রী, বেকে ওরাম, ড্যানি মেইতেই, লালরিনলিয়ানা নামতে, মহম্মদ আইমেন, ভিবিন মোহানন। **স্ট্রাইকার :** মহম্মদ সুহেল, কোরৌ সিং থিনগুজাম, পার্থিব গগৈ, শ্রীকুট্টান এমএস, সুহেল আহমেদ বাট ও থোই সিং হুইদরোম।

## জোড়া জয় বাংলার

**বেলাকোবা, ৮ অক্টোবর :** নয়ডার ফিজিকাল এডুকেশন ক্যাম্পাসে সিনিয়ার ন্যাশনাল টেন্নিকোয়েট চ্যাম্পিয়নশিপে বুধবার লিগ পর্যায়ে বাংলা প্রথম সিঙ্গলসে ২১-১২, ২১-১৬ পয়েন্টে চণ্ডীগড়কে হারিয়েছে। ডাবলসে বাংলা ২১-২ পয়েন্টে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে জয় পায়।


### বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ

☺ কনের নাম : **নিলুফা ইয়াসমীন,** পিতা- **মোঃ সামিউল ইসলাম,** মাতা- **নূরজাহান বেগম,** ঠিকানা- নোয়াগাঁও, খাদিম নগর, শাহপরান, সিলেট সদর-৩১০০। পাসপোর্ট নং- A11991049

☺ বরের নাম : **রুহন খন্দকার,** পিতা- **লিয়াকত আলী খন্দকার,** মাতা- **রাহিলা বিবি,** ঠিকানা- সিঙ্গিমারী ভেটাগুড়ি, দিনহাটা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৩৬১৩৪। ভারতীয় পাসপোর্ট নং- Y1597526

সন্তানের নাম- **উম্মে আয়াত খন্দকার,** পিতা- **রুহন খন্দকার,** মাতা- **নিলুফা ইয়াসমীন,** ঠিকানা- সিঙ্গিমারী ভেটাগুড়ি, ভেটাগুড়ি, দিনহাটা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, 736134। ভারতীয় পাসপোর্ট নং- C9664072, বয়স ১০ মাস। আমরা বিগত ২৬/০৭/২০২৩ ইং তারিখে রোজ বুধবার বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুসরণ করে আমাদের দুই পরিবারের পিতা মাতার উপস্থিতিতে এবং উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই বিবাহ সনদ নং ১১৫/২০২৫।


### আইএফএ শিল্ডে আজ

**গোকুলাম কেরালা এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট**

**সময় :** দুপুর ৩টা, **স্থান :** কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গন
**সম্প্রচার :** এসএসইএন অ্যাপ

# প্রথম ম্যাচের আগে মুখে কুলুপ বাগানের

**সায়ন ঘোষ**

**কলকাতা, ৮ অক্টোবর :** আইএফএ শিল্ডে অভিযান শুরুর আগে চাপে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

মঙ্গলবার সমর্থকদের বিক্ষোভের জেরে উত্তাল হয়েছিল মোহনবাগান অনুশীলন। ফুটবলারদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় সমর্থকদের। যার জেরে বুধবার অনুশীলনে মুখে কুলুপ সবুজ-মেরুন শিবিরের।

প্রথমে ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায়। তার ওপর এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে আহল এফকে-র কাছে ঘরের মাঠে হার। এর সঙ্গে ‘গোদের ওপর বিষফোড়া’ হিসেবে যোগ হয়েছে ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে না যাওয়া। যার জেরে সদস্য-সমর্থকদের প্রবল সমালোচনায় বিদ্ধ দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা। ফলে বৃহস্পতিবার গোকুলামের বিরুদ্ধে শিল্ডের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে মাঠে ও মাঠের বাইরে বেশ চাপে রয়েছে মোহনবাগান।

বুধবার টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে কোচ ও খেলোয়াড়দের কথাবার্তা বলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। যার জেরে চুপচাপ অনুশীলন করে স্টেডিয়াম ছাড়লেন দিমিরা। নিজেদের ওপর থেকে চাপ কমাতে আইএফএ শিল্ডকেই পাখির চোখ করেছেন মোহনবাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। সুপার কাপ দরজায় কড়া নাড়ছে। তার আগে শিল্ড জিতে আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে চান বাগান কোচ।

প্রতিপক্ষ গোকুলাম কেরালা এফসি-কে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চান না মোলিনা। বৃহস্পতিবার প্রথম একাদশে চার বিদেশিতে খেলার ভাবনা রয়েছে তাঁর। গোলরক্ষক বিশাল কেইথ খেলবেন। চার ডিফেন্ডার হতে পারেন আশিস রাই, আলবার্তো রডরিগেজ, মেহতাব সিং ও অভিষেক সিং টেকচাম। মাঝমাঠে আপুইয়া-অনিরুদ্ধ থাপা জুটিই ভরসা। দুই উইংয়ে রবসন রোবিনহো ও মনবীর সিং খেলবেন। আপফ্রন্টে জেমি ম্যাকলারেন-জেসন কামিন্স জুটিই তুরুপের তাস হতে চলেছেন।

আইএফএ শিল্ডের সঙ্গে মোহনবাগানের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। ১৯১১ সালে প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে শিল্ড জিতে পরাধীন ভারতকে স্বাধীনতার প্রথম স্বাদ এনে দিয়েছিলেন শিবদাস ভাদুড়িরা। এই প্রতিযোগিতায় ২০১৮ সালের পর খেলেনি সবুজ-মেরুন শিবির।

আপাতত খারাপ সময় কাটাতে ‘আইএফএ শিল্ড’-কেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে মোহনবাগান।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট আক্রমণের দুই ভরসা জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিন্স। ছবি : ডি মণ্ডল

## বন্ধু আলবার বিদায়ে মন খারাপ মেসির

**ফ্লোরিডা, ৮ অক্টোবর :** সের্জিও বুস্কেটসের পর জর্ডি আলবা। মরশুম শেষেই পেশাদারি ফুটবলকে বিদায় জানাচ্ছেন স্প্যানিশ লেফট ব্যাক।

বছর দুয়েক আগে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন। এবার বুটজোড়া পুরোপুরি তুলে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন আলবা। বিদায় বার্তায় তিনি বলেছেন, ‘আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ করার সময় এসেছে। এই মরশুম শেষে পেশাদারি ফুটবল জীবনে ইতি টানার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

মেসি আসার পরই ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছিলেন জর্ডি আলবা।

দীর্ঘ কেরিয়ারে বার্সেলোনার হয়ে চারশোরও বেশি ম্যাচ খেলেছেন আলবা। কাতালান ক্লাব ছেড়ে যোগ দেন ইন্টার মায়ামিতে। সেখানেও একশোর কাছাকাছি ম্যাচ খেলে ফেলেছেন। ক্লাব ফুটবলে লিওনেল মেসির সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। লিওর বহু গোলে অবদান রয়েছে তাঁর। খুব স্বাভাবিকভাবেই বন্ধুর বিদায়ের খবরে মনখারাপ মেসির। তিনি লিখেছেন, ‘জর্ডি, তোমার অনুপস্থিতি অনুভব করব। ভীষণ অদ্ভুত লাগবে যখন দেখব বাঁদিকে তুমি নেই। বছরের পর বছর তুমি কত অ্যাসিস্ট করেছো আমাকে। এবার কে আমায় গোলের পাস বাড়াবে?’

জাতীয় দলের প্রাক্তন সতীর্থ সের্জিও র‍্যামোস লিখেছেন, ‘প্রিয় জর্ডি, আমরা একসঙ্গে কত রোমাঞ্চকর মুহূর্ত আর অভিজ্ঞতা ভাগ করেছি। একসঙ্গে কত সাফল্য উপভোগ করেছি। ফুটবল তোমাকে মিস করবে।’ আরেক প্রাক্তন বার্সা সতীর্থ নেইমার লেখেন, ‘জর্ডি, তোমার সঙ্গে খেলতে পারা বড় সম্মানের। সামনের সময়টা উপভোগ করো।’

ট্রফি নিয়ে মেখলিগঞ্জ ফুটবল একাদশ দল। ছবি : শতাব্দী সাহা

## চ্যাম্পিয়ন মেখলিগঞ্জ একাদশ

**ভোটবাড়ি, ৮ অক্টোবর :** ভোটবাড়ি ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের একদিনের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মেখলিগঞ্জ ফুটবল একাদশ। বুধবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ২-১ গোলে ধূপগুড়ি ইউনাইটেড এফসি-কে হারিয়েছে। শিয়ালেরবাড়ি মসজিদ মাঠে মেখলিগঞ্জের বুবাই মহম্মদ ও ফাইনালের সেরা রুবেল গোল করেন। ধূপগুড়ির গোলটি প্রতিযোগিতার সেরা রহিদের। সেরা গোলকিপার মেখলিগঞ্জের রানা।

## জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্সে মালদার ৭

**মালদা, ৮ অক্টোবর :** জাতীয় জুনিয়ার অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে মালদা জেলার ৭ জন অ্যাথলিট। ১০ অক্টোবর থেকে ওডিশার ভুবনেশ্বরে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা। সেখানে নামবে মিষ্টি কর্মকার (অনূর্ধ্ব-১৪ জ্যাভলিন থ্রো), সঞ্চিতা রায় (৩০০০ মিটার দৌড়), কঙ্কনা সরদার (অনূর্ধ্ব-২০ লং জাম্প), কাউল আখতার (ছেলেদের জ্যাভলিন থ্রো), পলাশ মণ্ডল (৫ হাজার মিটার হাঁটা), অনুনয় চন্দ্র সাহা (অনূর্ধ্ব-১৬ বিভাগে ৮০০ মিটার দৌড়) এবং সপ্তমী সিংহ (মেয়েদের ৫ হাজার মিটার হাঁটা)। দলের সঙ্গে আছেন মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাথলেটিক্স কোচ অসিত পাল। জেলার অ্যাথলিটদের সাফল্য কামনা করেছেন সংস্থার সচিব কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী।

## সেমিতে বড়মরিচা

**শীতলকুচি, ৮ অক্টোবর :** এসডিএস কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল বড়মরিচা একাদশ। বুধবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে গোঁসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। বড়মরিচার রব্বানি মিয়াঁ ও গোঁসাইরহাটের আশিক সরকার গোল করেন। ম্যাচের সেরা বড়মরিচার মিজানুর রহমান। এর আগে বড়মরিচা ১-০ গোলে সিতাই একাদশের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন শামিম মিয়াঁ। গোঁসাইরহাট টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে ছোট শালবাড়ি জিপি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

## প্লেয়ার্সের ফুটবল শুরু কাল

**ফালাকাটা, ৮ অক্টোবর :** সোনারায়ের ধাম প্লেয়ার্স অ্যাকাডেমির নৈশ ফুটবল শুরু হচ্ছে শুক্রবার। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন খেলোয়াড় অসীম বিশ্বাস। ৮ দলীয় প্রতিযোগিতার ফাইনাল রবিবার। বুধবার আয়োজকদের তরফে ট্রফি উন্মোচন করা হয়।